পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1505, Saturday, 24 December, 2022 FREE www.parichoy.com

বিএনপি কিভাবে আবার ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছে - প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

বিস্তারিত ১১ পাতায়

আরো আছে...

- আবারও আ.লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের সাধারণ সম্পাদক - ৫ম পাতায়
- ভারতে ২৪ ঘণ্টাই হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে বললেন রাহুল গান্ধী- ৫ম পাতায়
- ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গার দায়ে ট্রাম্পকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার সুপারিশ কংগ্রেসের-৮ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুত্ববাদীদের মামলা থেকে নিষ্কৃতি ইতিহাসবিদ অড্রি ট্রুসকাকে-৮ম পাতায়
- যুদ্ধ জয় পর্যন্ত ইউক্রেনের সঙ্গে আছি জেলেনস্কিকে প্রেসিডেন্ট বাইডেন-৯ম পাতায়
- সীমা অতিক্রম না করতে যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ারি চীনের-৯ম পাতায়
- বিএনপি না এলে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে না বললেন সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল-১০ম পাতায়
- দেশে কোথায়ও গণতন্ত্র নেই বললেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী -১০ম পাতায়
- অর্থনৈতিক চাপে আছি, সেজন্য টাকা ধার করছি - বাংলাদেশের পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান-১২ পাতায়
- ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ১৬ শতাংশ-১২ পাতায়
- ডলার সংকটে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভারতমুখিতা বাড়ছে-১৩ পাতায়

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

আশ্রয়প্রার্থীর ঢল বাড়ায় যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে উত্তেজনা

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন ও ঢাকায় দূতাবাস কর্মীদের নিরাপত্তা চায় যুক্তরাষ্ট্র

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

আশ্রয়প্রার্থীর ঢল বাড়ায় যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে উত্তেজনা

এল পাসো, টেক্সাস: আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর বিধিনিষেধের কারণে মেক্সিকো-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে উত্তেজনা বেড়েছে। আজ বুধবার (২১ ডিসেম্বর) সীমান্তে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী ভিড় করেছেন। এর আগে মার্কিন সরকার সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিল, বড়দিনের আগে যেন আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে না নেয়া হয়।

এছাড়া সুপ্রিম কোর্টে লিখিত আবেদনে জানানো হয়েছিল, অভিবাসনপ্রত্যাশীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও জনস্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর প্রভাব ফেলবে। এর ফলে দক্ষিণ সীমান্তে একটি 'মারাত্মক বিপর্যয়' দেখা দিতে পারে।

আদালতের আদেশ আমলে নিয়ে সীমান্ত নিরাপত্তা প্রয়োগকারী সংস্থা ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বলেছে, 'টাইটেল ফোরটি টু'র জনস্বাস্থ্যের আদেশ উঠে গেলে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও মানবিক উপায়ে সীমান্ত পরিচালনার প্রস্তুতি চালিয়ে যাবে।

আমেরিকান ও আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় ২০২০ সালের মার্চ থেকে অভিবাসনপ্রার্থীদের ২৫ লাখ বার দেশটিতে আশ্রয় চাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে টাইটেল ফোরটি টু নামের একটি গণস্বাস্থ্য আইনের অধীনে কভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধের কথা বলা হয়েছে।

গত সোমবার (১৯ ডিসেম্বর) এল পাসোতে ডেমোক্রেটিক মেয়র অস্কার লিসার বলেন, সিউদাদ হুয়ারেজের সীমান্তের ওপারের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে প্রায় ২০ হাজার অভিবাসন-প্রার্থী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত।

বাইডেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দক্ষিণ সীমান্তে আরো টহল, নজরদারি ও বন্দরগুলোতে নিরাপত্তা বাড়ানোয় মনোযোগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ সীমান্তে প্রায় ২৩ হাজার নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউজ।খবর এপি ও ভয়েস অব আমেরিকা।

আজারবাইজানের বিমানবন্দরে ২০ পাসপোর্টসহ বাংলাদেশি আটক

আজারবাইজানের হায়দার আলিয়েভ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২০টি পাসপোর্টসহ একজন বাংলাদেশিকে আটক করা হয়েছে। ওই ব্যক্তির নাম ইসলাম মো. শহিদুল বলে জানা গেছে। বিমানবন্দর সূত্রের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে আজেরি সংবাদমাধ্যম রিপোর্ট নিউজ এজেন্সি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আজারবাইজান এয়ারলাইন্স সিজেএসসি (এজেএল)-এর নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীরা ২২ ডিসেম্বর রাত ১টা ৫ মিনিটের দিকে হায়দার আলিয়েভ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি বিশেষ পরিদর্শনের সময় ইসলাম ওই ব্যক্তিকে আটক করে। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন ও ঢাকায় দূতাবাস কর্মীদের নিরাপত্তা চায় যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং ঢাকায় দেশটির দূতাবাস কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলমের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বৃহস্পতিবার (২২ ডিসেম্বর) মার্কিন ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট ওয়েন্ডি শেরম্যান ফোনালাপে প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে নির্বাচন ও দূতাবাস কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র নেড প্রাইস এ ফোনালাপের বিষয়ে এক বিবৃতি দিয়েছেন। এতে তিনি বলেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলমের সঙ্গে আজ ফোনে কথা বলেছেন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়েন্ডি শারম্যান। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদার করা, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের গুরুত্ব এবং মার্কিন দূতাবাসের কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, গত বুধবার (১৪ ডিসেম্বর) সকালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিখোঁজ বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমনের বাসায় যান। সকাল ৯টা ৫ মিনিটে সুমনের বাসায় প্রবেশ করেন তিনি। প্রায় ২৫ মিনিট তিনি সেখানে অবস্থান করেন। এরপর তিনি *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

আবারও আ.লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের সাধারণ সম্পাদক

ঢাকা: টানা দশমবারের মতো আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শেখ হাসিনা। ২৪ ডিসেম্বর শনিবার বিকেলে আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনাকে সভাপতি নির্বাচিত করে নির্বাচন কমিশন। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে দলের কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ভারতে ২৪ ঘণ্টাই হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে বললেন রাহুল গান্ধী

নয়া দিল্লী: ভারতের ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সরকার ধর্মীয় মতবিরোধকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দেশটির প্রধান বিরোধীদল কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি রাহুল গান্ধী। গত ২৪ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যার দিকে ভারত জোড়ো যাত্রা নিয়ে রাজধানী দিল্লিতে প্রবেশের পর ঐতিহাসিক লাল কেল্লায় দেওয়া বক্তৃতায় এই অভিযোগ করেন তিনি।

রাহুল গান্ধী বলেন, দেশের মূল সমস্যাগুলো থেকে মানুষের মনোযোগ সরানোর জন্য ২৪ ঘণ্টাই হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রও শনিবার সকালের দিকে ভারত জোড়ো যাত্রায় যোগ দেন। পরে লাল কেল্লার কাছাকাছি পৌঁছালে মিছিলে যোগ দেন দেশটির জনপ্রিয় অভিনেতা কমল হাসান।

লাল কেল্লায় দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তৃতায় রাহুল গান্ধী বলেন, 'আমি ২ হাজার ৮০০ কিলোমিটার হেঁটেছি। কিন্তু কোনও ঘৃণা দেখিনি। আমি টিভি চালু করলেই সহিংসতা দেখতে পাই।'

তিনি বলেন, 'গণমাধ্যম আমাদের বন্ধু। কিন্তু আমরা যা বলি বাস্তবে তা কখনোই দেখায় না। কারণ পেছনের মঞ্চ থেকে আদেশ আসে...। তবে এই দেশ ঐক্যবদ্ধ। এই দেশের প্রত্যেকে মিলেমিশে থাকতে চায়।'

তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক দল মাক্কাল নিধি মাইয়ামের (এমএনএম) প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক অভিনেতা কমল হাসান *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

আওয়ামী লীগ কখনও দাপট দেখিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখেনি
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ক্ষমতার প্রচণ্ড উন্মত্ততায় সরকার কার্যত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার হাতে 'হাতকড়া' আর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে 'ডাণ্ডাবেড়ি' পরিয়ে দিয়েছেজাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব

জানাজায় বিএনপি নেতার হাতকড়া খুলে দিলে ভালো হতো-তথ্য ও সমপ্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের নির্বাচন কমিশনের ওপর কোনো চাপ নেই। জাতীয় নির্বাচন নিয়ে রাষ্ট্রদূতরা যে বক্তব্য দিচ্ছেন সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে আমার কোনো মন্তব্য নেই।
- প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনাল শেষে মেসির হাতে বিশ্বকাপ

শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনালে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতল আর্জেন্টিনা। ঘুচলো ৩৬ বছরের অপেক্ষা। জাদুকর খুলেছেন তার জাদুর ঝাঁপি। যুবরাজ দেখিয়ে দিয়েছেন আগামীর সাম্রাজ্য তার। তবুও কাতার বিশ্বকাপের চূড়ান্ত শিরোপা নিষ্পত্তি হলো গনজালো মন্তিয়েলের গড়ানো শটে। হাজার তারার ভিড়ে টিমটিম করে জ্বলা প্রদীপেই জ্বলে উঠল আর্জেন্টিনার জয়ের মশাল, ঘুচলো ৩৬ বছরের অপেক্ষা। শ্বাসরুদ্ধকর, স্নায়ুক্ষয়ী, থ্রিলারকোনো শব্দই আসলে যথেষ্ট নয় বিশ্বকাপ ফাইনালের পাগুলে ১২০ মিনিটের বিশেষণ হিসেবে। শুধু বলা যায়, এরকম ফুটবল ম্যাচ নিয়মিত হলে হৃদরোগীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। নির্ধারিত সময়ে ২-২ গোলে সমতা, অতিরিক্ত সময়ে ৩-৩ গোলে সমতা।

শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকার নামক ভাগ্যের খেলাতেই হারজিতের ফয়সালা। তাতে আর্জেন্টিনার হয়ে চতুর্থ শট নিতে আসা মন্তিয়েলের পাঠানো বলটা জালে ঢুকতেই নিশ্চিত হয়ে যায়, অবশেষে বিশ্বকাপ জিতলেন লিওনেল মেসি। শেষ বিশ্বকাপে, শেষ ম্যাচে, শেষ মুহূর্তে নিশ্চিত হলো মেসির বিশ্বকাপ। রবিবারের লুসাইল স্টেডিয়ামকে বুয়েনস আইরিস থেকে আলাদা করা যায়নি। ৮৮ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার স্টেডিয়ামের সিংহভাগই আকাশী নীলদের দখলে। শুধু যে আর্জেন্টিনা থেকে সমর্থকরা গিয়ে হাজির হয়েছেন এমন নয়, গোটা বিশ্বের নানান প্রান্ত থেকে আর্জেন্টিনার আকাশী-নীলে নিজেকে রাঙিয়ে অনেকে হাজির হয়েছেন বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে। ফুটবলের জাদুকরের সেরা জাদুর সাক্ষী হতে। অবশেষে বিশ্বকাপটা ধরা দেবে লিওনেল মেসির হাতে, শোধ হবে ফুটবলের দায়, মুছে যাবে সব বিতর্ক। সমশক্তির দুই দলের স্নায়ুর চাপের ম্যাচগুলো সাধারণত নিষ্পত্তি হয় অসাধারণ কোনো নৈপুণ্যে অথবা কারো মারাত্মক ভুলে। ২০১৮ বিশ্বকাপের ফাইনালে মারিও মান্দজুকিচের আত্মঘাতী গোল সেই যে পিছিয়ে দিলো ক্রোয়েশিয়াকে, আর তাদের ম্যাচে ফেরাই হলো না। রবিবার রাতে লুসাইলে সবচেয়ে বড় ভুলটা উসমান ডেম্বেলের। আনহেল ডি মারিয়াকে আলতো ছোঁয়ায় বক্সের ভেতর যেভাবে অপ্রয়োজনে ফেলে দিলেন, তাতেই ম্যাচের ২৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দিলেন লিওনেল মেসি। চোট আর চিকিৎসার লুকোচুরিতে বার্সেলোনার হয়ে মাঠে খুব কমই দেখা যায় ডেম্বেলেকে। বিশ্বকাপেও তার একাদশে জায়গাটা পাকা হয়েছে করিম বেনজেমার বিদায়ে। রাইট উইঙ্গার ডেম্বেলে গোটা বিশ্বকাপেই *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

মেসির অমরত্বের রাতে ‘মহানায়ক’ ডি মারিয়া

আরিফুর রহমান : আনহেল ডি মারিয়া কাঁদলেন। অঝোরে কাঁদলেন। ৮ বছর আগেও মারাকানায় কেঁদেছিলেন তিনি। মারাকানার সেই কান্নায় মিশে ছিল হৃদয় ভাঙ্গার গল্প। এবারের কান্নাটা ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগার, তিন দশকের অপ্রাপ্তি আর আক্ষেপ ঘুচানোর আনন্দের কান্না এটি।

আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসের সেরা পার্শ্বচরিত্র বললে কি ভুল হবে ডি মারিয়াকে? ব্রাজিলে ২০২১ কোপা আমেরিকার জয়সূচক গোলটাও করেছিলেন তিনি। গতকাল ফ্রান্সের বিপক্ষে বিশ্বকাপের নাটকীয় ফাইনালের শেষ অঙ্কে নায়ক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। কিন্তু ডি মারিয়া? আর্জেন্টিনার শিরোপা জয়ের পথটা তো তারই তৈরি করে দেওয়া। শুরুতে পেনাল্টি জিতলেন। গোলও করলেন একটি।

গল্পের ভূমিকার প্রথম লাইনে লিওনেল মেসি, এমিলিয়ানো মার্টিনেজদের সঙ্গে তাই ডি মারিয়াকে রাখতেই হবে। না হয় অপূর্ণ থেকে যাবে সব।

ইনজুরিতে ২০১৪ বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলতে পারেননি ডি মারিয়া। বেঞ্চে বসে কেঁদেছিলেন তিনি। একের পর এক চান্স মিস করে আর্জেন্টিনা হেরে গিয়েছিল জার্মানির কাছে। সেদিন মারাকানায় ডি মারিয়া থাকলে ম্যাচের ফল অন্যরকম হতো, আর্জেন্টাইন ভক্তরা এটা মনে প্রাণেই বিশ্বাস করতেন। এবার গ্রুপপর্বের ম্যাচগুলো ভালোভাবেই পার করেন ডি মারিয়া। কিন্তু নকআউট পর্বে ফিটনেসের কারণে খেলেছেন মাত্র ৮ মিনিট! সেমিফাইনালে নামাই হয়নি তার। লিওনেল স্কালোনি ডি মারিয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ফাইনালের জন্য।

সেই ডি মারিয়া আট বছর পর বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলতে নেমে গোল করলেন। গোলের পর চোখে অশ্রু ধরে রাখতে পারছিলেন না তিনি। মার্কোস আকুনিয়ার বদলি হয়ে বেঞ্চে ফিরে যাওয়ার পরও বারকয়েক কেঁদেছেন। শেষদিকে কিলিয়ান এমবাপ্পের গোলগুলো ডি মারিয়ার হৃদয়ে যেন তীর হয়ে বিঁধছিল। প্রার্থনা করছিলেন। হয়তো বলছিলেন, ‘ঈশ্বর আমাদের আর হতাশ করবেন না!’ গত ৩৬ বছরে দু’বার ফাইনালের হৃদয় ভাঙে আর্জেন্টিনার। এবার হেরে গেলে কী হতো সেটা উপরওয়ালাই জানেন। কিন্তু প্রেক্ষাপট সেদিকেই যাচ্ছিল। ৭৮ মিনিট পর্যন্ত ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে ৯০ মিনিট পর ২-২ সমতা! মেসি ১০৯ মিনিটে গোল করলেন। সেটিও যথেষ্ট হলো না। ১১৮ মিনিটে দ্বিতীয় পেনাল্টিতে গোল করে এমবাপ্পে ফের সমতা এনে দিলেন ফ্রান্সকে। নাটকীয়ভাবে ফের মোড় নিলো ম্যাচ। নার্ভের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিচ্ছিল দু’দল। শেষ পর্যন্ত স্নায়ু পরীক্ষায় আর্জেন্টিনাই জিতলো। টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানে জিতে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন।

ভক্তদের ভালোবাসায় সিক্ত বিশ্বজয়ী মেসিরা

বুয়েন্স আয়ার্স: রাজধানীবুয়েন্স আয়ার্সের এজেইজা মিনিস্ট্রো পিস্তারিনি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাইরে লাখো লাখো মানুষের ভিড়। মানুষে গিজগিজ করছিল বুয়েন্স আয়ার্সের মূল সড়কগুলো। আগে থেকে নেমে পড়া মানুষের ভিড়ে যারা মূল রাস্তায় আসতে পারেননি, তারা অবস্থান নেন অলি-গলিতে। অধীর আগ্রহ আর অপেক্ষায় কাটছে প্রতিটি মুহূর্ত। কখন দেশে আসবেন মহানায়ক লিওনেল মেসি, কখন দেশের মাটিতে পা রাখবেন মহাবীরের সহযোদ্ধারা, কখন আসবে স্বপ্নের সোনালি ট্রফি। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ব্যাংক নোটে জায়গা পাচ্ছেন মেসি

বুয়েন্স আয়ার্স: আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে সময়ের সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি। এবার তাকে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ সম্মান। আর্জেন্টিনার ব্যাংক নোটে জায়গা পেতে যাচ্ছেন এ ফুটবল তারকা।

এল ফিয়ানসিয়েরোর বরাত দিয়ে ব্রিটেনের দ্য সান প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, দেশটির ১০০০ পেসোর নোটে থাকবে মেসির ছবি।

মূলত দেশটির ফাইন্যান্সিয়াল গভর্নিং বডি বিশ্বকাপ জয়ের মতো বড় জাতীয় অর্জনকে স্মরণীয় করে রাখতে চায়। আর সে জন্যই ব্যাংক নোটে রাখতে চাচ্ছে মেসির ছবি। জানা গেছে, ১০০০ পেসোর নোটের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

যেখানে মেসিকে ছাড়িয়ে গেছেন এমবাপ্পে

কাতার বিশ্বকাপে দুজনই এসেছিলেন শিরোপার দাবিদার হিসেবে। দলের হয়ে দুজনই জাদু দেখিয়ে মুগ্ধ করেছেন ফুটবল ভক্তদের। তবে মেসির হাত শিরোপা স্পর্শ করলেও এমবাপ্পেকে সন্তুষ্ট থাকতে হলো গোল্ডেন বুট নিয়ে। পঁয়ত্রিশের মেসির কাছে হেরে গেলেন মাত্র চব্বিশ বছরে পা দেয়া এমবাপ্পে। তবে এরই মধ্যে এটা স্পষ্ট, এই তরুণ সামনের দিনগুলোতে অনেক চমক দেখাবেন। তিনি ফুটবল দুনিয়ায় এসেছেন আগামী দিনগুলোতে শাসন করার জন্য।

২০১১ সালে মেসি চব্বিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন। এরই মধ্যে তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বিজয়ের পাশাপাশি তিনটি ব্যালন ডি'অর তার নামের পাশে। লা লিগায় সেরা খেলোয়াড়, ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শো, ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ ট্রফিসহ একরাশ প্রাপ্তি খাতাতে। এমবাপ্পে সেদিক দিয়ে পেছনে থাকলেও বেশ কিছু জায়গায় মেসিকে ছাপিয়ে গেছেন। ৩৮০টি ম্যাচে অংশগ্রহণ করে ২৬৫টি গোল ও ১৩৫টি অ্যাসিস্টের কৃতিত্ব তার ঝুলিতে। চব্বিশ বছর বয়সী মেসির তখন ৩২৬টি ম্যাচে অংশগ্রহণ করে ১৯৭টি গোল ও ৮৪টি অ্যাসিস্ট করেছিলেন। মেসির যেখানে হ্যাটট্রিক ছিল ১০টি; সেখানে এমবাপ্পের হ্যাটট্রিক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪টিতে। জাতীয় দলের হয়ে মেসির আন্তর্জাতিক গোল ছিল ১৭টি আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ গোল ৩৭টি। অন্যদিকে এমবাপ্পের আন্তর্জাতিক গোল ৩৬টি ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ গোল ৪০টি।

এমবাপ্পের গতি, দক্ষতা আর বলের উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা তাক লাগিয়ে দিয়েছে পুরো বিশ্বকে। তবে পথ পাড়ি দিতে হবে বহুদূর। এই ছন্দ ধরে রাখতে পারলে দ্রুত নতুন ইতিহাস দেখবে ভক্তরা। এমবাপ্পেও সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফাইনালের একদিন পর এক টুইটে তিনি লিখেন, আবার আসবো ফিরে।

সংখ্যায় মেসির বিশ্বকাপ

৩৬ বছরের অপেক্ষার পর অবশেষে শিরোপার খরা কাটল আর্জেন্টিনার। ১৯৮৬ সালের পর ফের বিশ্বকাপ জিতল আর্জেন্টাইনরা।

রোববার কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয় লিওনেল মেসির নেতৃত্বাধীন আর্জেন্টিনা। স্বপ্ন হলো সত্যি। সোনালি ট্রফি হলো তার। তবু লিওনেল মেসির যেন মনে হচ্ছে-এখনও তিনি স্বপ্নের জগতে আছেন। আবার এমনও মনে হতে পারে, ৩৬ বছরের অপেক্ষার অবসান হয়েছে। নিচে লিওনেল মেসির কিছু রেকর্ড তুলে ধরা হলো-

২৬ : বিশ্বকাপ ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ২৬ ম্যাচ খেলেছেন মেসি। ভেঙেছেন জার্মানির লোথার ম্যাথিউসের ২৫ ম্যাচের রেকর্ড

২৩১৫ : বিশ্বকাপে রেকর্ড ২৩১৫ মিনিট খেলেছেন মেসি। ভেঙেছেন ইতালির পাওলো মালদিনির ২২১৭ মিনিট খেলার আগের রেকর্ড

১৯ : অধিনায়ক হিসাবে বিশ্বকাপে রেকর্ড ১৯ ম্যাচ খেলেছেন মেসি

১৩ : বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার পক্ষে সবচেয়ে বেশি ১৩ গোল মেসির। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসের চতুর্থ সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি

৫ : পাঁচ বিশ্বকাপে গোলে সহায়তা (অ্যাসিস্ট) করা একমাত্র ফুটবলার মেসি

২১ : বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ২১ গোলে (১৩ গোল, আট অ্যাসিস্ট) সম্পৃক্ত মেসি

১৬ : বিশ্বকাপে মেসির প্রথম ও শেষ গোলের মধ্যে ব্যবধান ১৬ বছর ১৮৪ দিন, যা সবচেয়ে দীর্ঘ

১ : বিশ্বকাপের এক আসরে গ্রুপপর্ব, শেষ ষোলো, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনালে গোল করা একমাত্র খেলোয়াড় মেসি

মেসিদের বিশ্বকাপ জয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গরু-খাসি কেটে ভূরিভোজ

রাজশাহী: আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয় উপলক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) আর্জেন্টিনা ফ্যানস ক্লাবের আয়োজনে গরু ও খাসি জবাই করে মধ্যাহ্নভোজ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুর ১টায় ও বিকাল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ রাসেল মডেল স্কুল মাঠে এই মধ্যাহ্নভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহযোগিতায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠান ঘিরে গত দুই দিন যাবত অনলাইনে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বরে আর্জেন্টিনা ফ্যানস ক্লাবের বুথে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলে। মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করা হয়েছিল ৯৯ টাকা। এ বিষয়ে জানতে চাইলে আর্জেন্টিনা ফ্যানস ক্লাবের সভাপতি আসাদুল্লা-হিল-গালিব বলেন, কাতার বিশ্বকাপ ২০২২-এ আর্জেন্টিনা জয়লাভ করায় আমরা আজকে মধ্যাহ্নভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এ আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে। মূলত কাতার বিশ্বকাপ ২০২২-এর আনন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীকে নিয়ে উপভোগ করার জন্য আমাদের এ আয়োজন। রাবি শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ রুনু বলেন, ফুটবল কাতার বিশ্বকাপ ২০২২ ঘিরে রাবিতে একটি উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

রিচার্লিসনের গোলই কাতার বিশ্বকাপের সেরা

ব্রাজিলের রিচার্লিসনের 'বাইসাইকেল কিক' গোলই কাতার বিশ্বকাপের সেরা গোল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভোটাভুটিতে রিচার্লিসনের গোলই বিশ্বকাপের সেরা নির্বাচিত হয়। শুক্রবার (২৩ ডিসেম্বর) ওই ভোটের ফলাফল প্রকাশ করে ফিফা।

গোলই কাতার বিশ্বকাপের সেরা গোল বেছে নেওয়ার জন্য ভোটাভুটির আয়োজন করেছিল ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা।

এক টুইট বার্তায় ফিফা জানিয়েছে, ১০ ফুটবলারের গোল থেকে সেরা হিসেবে রিচার্লিসনের গোলকেই বেছে নিয়েছেন সমর্থকরা। সার্বিয়ার বিপক্ষে ওই ম্যাচে ২-০ গোলে জয় পায় ব্রাজিল। দুটি গোলই করেন রিচার্লিসন।

ফিফার টুইট বার্তায় আরও জানানো হয়, ওই ১০ ফুটবলারের মধ্যে পোল্যান্ডের বিপক্ষে কিলিয়ান এমবাপ্পের গোল, ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে নেইমারের ড্রিবল ও মেক্সিকোর বিপক্ষের এনজো ফার্নান্দেজের গোলও ছিল।

গোল্ডেন গ্লাভস নিয়ে অশ্লীল ভঙ্গির কারণ জানালেন মার্তিনেজ

বুয়েন্স আয়ার্স: আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ কাতার বিশ্বকাপের সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার গোল্ডেন গ্লাভস জিতেছেন। ফাইনালে পুরো ম্যাচে দুর্দান্ত কিছু সেভসহ টাইব্রেকারে ফ্রান্সের কোম্যানের শট ফিরিয়ে দেন এই গোলরক্ষক। এর আগে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালেও পেনাল্টি শ্যুটআউটে দুই শট ঠেকিয়ে নায়ক বনে গিয়েছিলেন মার্তিনেজ। কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনে যার কৃতিত্ব সব থেকে

বেশি তিনি হলেন আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। গত রোববার (১৮ ডিসেম্বর) বিশ্বকাপের ফাইনাল জয়ের পর আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক মার্তিনেজ গ্লাভস পাওয়ার পর অশ্লীল ভঙ্গি করেন, যেটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, যা নিয়ে তোলপাড় বিশ্ব ফুটবল। স্টেডিয়াম এবং টিভি মিলিয়ে কোটি কোটি মানুষ দেখলেন, সেলিব্রেশনের নামে পুরস্কার পাওয়া গোল্ডেন গ্লাভস মার্তিনেজ তার গোপানাঙ্গে ঠেকিয়া অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেন, যা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গার দায়ে ট্রাম্পকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার সুপারিশ কংগ্রেসের

ওয়াশিংটন ডিসি: গত ২০২১ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটল হিলে যে দাঙ্গা হয়েছিল, তাতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উসকানির প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করে তাকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার সুপারিশ করেছে মার্কিন কংগ্রেসের তদন্ত কমিটি। এর পাশাপাশি ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গার ঘটনায় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চার ধরনের অপরাধের অভিযোগ আনারও সুপারিশ করেছে কংগ্রেসের তদন্ত কমিটি। সরকারি কাজে বাধা প্রদান, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচনা ও ইন্ধন দেওয়া এবং মিথ্যাচার করার অভিযোগগুলো আনা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে ফৌজদারি বিচারের আওতায় আনার অনুরোধ করলো কংগ্রেস।

ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গা তদন্তে কংগ্রেসের গঠিত কমিটি গত ২৩ ডিসেম্বর শুক্রবার তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে; সেখানেই এ সুপারিশ করা হয়েছে কমিটির পক্ষ থেকে।

প্রতিবেদনের শুরুতে কমিটির চেয়ারম্যান বেনি থম্পসন বলেন, 'আমাদের দেশ বর্তমানে এমন অবস্থানে নেই, যেখানে যাবতীয় গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কোনো একজন পরাজিত প্রেসিডেন্ট যা খুশি তা করবেন এবং সংঘাত উস্কে দেবেন। আমরা সেই অবস্থান থেকে অনেক অনেক দূরে সরে এসেছি।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গার উসকানিদাতার সামরিক বাহিনী, পররাষ্ট্র ও বেসামরিক প্রশাসনসহ যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় সরকারি ক্ষেত্রে যেন স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়ড় সে সুপারিশ করা হয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে।

সেই সঙ্গে চরমপন্থী কোনো ব্যক্তি বা তার সমর্থকরা যে নির্বাচনে প্রার্থী না হতে পারে, সেজন্য দেশের নির্বাচনী আইন সংস্কার করা প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রত্যাখ্যান করার পরিকল্পনার সাথে না থাকার জন্য তার

ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকে প্রকাশ্যে গালমন্দ করেন। ট্রাম্প সেখানে কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করেন। এ সময় তার হাজার হাজার সমর্থক পুলিশকে আক্রমণ করে ক্যাপিটল হিলে হামলা চালায় আর পেন্সকে ফাঁসিতে ঝোলানোর হুমকি দেয়। এই হামলায় বেশ কয়েকজন নিহত হয়।

তদন্ত কমিটির চেয়ারপারসন বেনি থম্পসন সমর্থকদের ক্যাপিটল হিলে ডেকে এনে উস্কানি দেয়ার জন্য ট্রাম্পের নিন্দা করেছেন। জালিয়াতির ও মিথ্যা দাবির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ন করার জন্য তিনি ট্রাম্পের সমালোচনা করেন।

"বিশ্বাস ভেঙে গেলে আমাদের গণতন্ত্রও ভেঙে পড়বে। ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন,চ অভিযোগ করেন থম্পসন।

এদিকে কংগ্রেসের এই প্রতিবেদন জমা পড়ার পর ২৩ ডিসেম্বর শুক্রবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে কংগ্রেসের এই প্রতিবেদনকে 'পক্ষপাতদুষ্ট' উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি প্রতিপক্ষ ডেমেক্রেটিক পার্টির নেতৃত্বের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার।

২০২০ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা জো বাইডেন।

পরাজিত হওয়ার পর থেকেই ট্রাম্প নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করে আসছিলেন। এমনকি নির্বাচন বাতিলের দাবিতে রাজধানী ওয়াশিংটনসহ একাধিক অঙ্গরাজ্যের আদালতে কয়েকটি মামলাও করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেসবের তিনি পরাজিত হন তিনি।

২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ওয়াশিংটন ডিসিতে ক্যাপিটল হিল ভবনে দেশের নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জয় আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করতে এক যৌথ অধিবেশনে বসেছিলেন ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিক পার্টি আইন প্রণেতারা। অন্যদিকে, সেদিন সকালের বেশ আগেই হাজার হাজার ট্রাম্প সমর্থক 'আমেরিকাকে বাঁচাও' নামের একটি গণজমায়েত কর্মসূচিতে অংশ নিতে ওয়াশিংটনে এসেছিলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওই জনসভায় ভাষণ দিয়ে জো বাইডেনের বিজয় অনুমোদন করার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি এই অনুমোদন প্রক্রিয়া রুখে দিতে ভক্ত-সমর্থকদের সক্রিয় হওয়ার আহ্বানও জানান তিনি।

তিনি এই বক্তব্য দেওয়ার দুই ঘণ্টার মধ্যে সমাবেশস্থল থেকে একটু দূরে একটু দূরে কয়েক হাজার ট্রাম্প সমর্থক ক্যাপিটল হিল ভবনের নিরাপত্তা ব্যারিকেড ভেঙে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। একপর্যায়ে কংগ্রেসের অধিবেশন চলার মধ্যেই পুলিশের বাধা ভেঙে ক্যাপিটল হিলের ভেতর ঢুকে তাণ্ডব শুরু করেন ট্রাম্প সমর্থকরা।

এ সময় তাদের অধিকাংশের হাতে ছিল ট্রাম্পের পতাকা। সেদিন ট্রাম্পের সমর্থকদের হামলায় দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ ৬ জন নিহত হন, এবং আহত হন আরও ১৪০ জন।

এই ঘটনার তদন্তে ২০২১ সালের এপ্রিলে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে কংগ্রেস। তারপর বিগত ১৮ মাসে ওই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১ হাজার ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে কমিটি।

যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুত্ববাদীদের মামলা থেকে নিষ্কৃতি ইতিহাসবিদ অড্রি ট্রুসকাকে

কলকাতা : যুক্তরাষ্ট্রের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের' করা একটি মানহানির মামলা থেকে ইতিহাসের অধ্যাপক অড্রি ট্রুসকা এবং আরও চারজনকে গত মঙ্গলবার খালাস দিয়েছেন কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্ট আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার অধ্যাপক ট্রুসকা এই খবর জানিয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ট্রুসকা এই সিদ্ধান্তে উচ্ছ্বসিত। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, তাঁর জীবনে 'বড়দিন আগে এল, নাকি দিওয়ালি এল কয়েক দিন পরে', তা তিনি জানেন না। হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন ট্রুসকা এবং অন্যদের বিরুদ্ধে একটি স্ল্যাপ মামলা দাখিল করেছিল। স্ল্যাপ এমন এক ধরনের মামলা, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কোন পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করা থেকে বিরত রাখা যায় বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই মামলা করা হয় যাতে তাঁরা যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ বা সমালোচনা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হন। ট্রুসকা লিখেছেন, 'বিচারপতি মেহতা হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের স্ল্যাপ মামলাটি খারিজ করে দিয়েছেন। আগামী সপ্তাহগুলোতে আমি এ নিয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করব, কিন্তু চরম দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে লড়াইয়ে এটি একটি বড় জয়।'

অধ্যাপক ট্রুসকার সঙ্গে গত বেশ কিছু বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে লড়াই চলছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তি এবং আন্তর্জাতিক হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোর। ট্রুসকা ধারাবাহিকভাবে ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেছেন এবং করছেন, যে কারণে তাঁকে মামলা এবং সমালোচনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তাঁকে ভারতবিরোধী শক্তির প্রতিনিধি হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের করা স্ল্যাপের কারণ আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম আলজাজিরায় প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদন। ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, কোভিডের ত্রাণে ৮ লাখ ৩৩ হাজার ডলার দেওয়া হয়েছিল হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন এবং যুক্তরাষ্ট্রেরই চারটি হিন্দুত্ববাদী ফাউন্ডেশনকে। হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন অধ্যাপক ট্রুসকা ছাড়াও যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল তাঁরা হলেন, আমেরিকার ভারতীয় মুসলিম পরিষদের কার্যনির্বাহী পরিচালক রশিদ আহমেদ এবং 'হিন্দুস ফর হিউম্যান রাইটস' নামে একটি সংগঠনের দুই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুনিতা বিশ্বনাথ ও রাজু রাজাগোপাল। এ ছাড়া ওই তালিকায় রয়েছেন, উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানআমেরিকান খ্রিস্টান অর্গানাইজেশনের সভাপতি জন প্রভুডস নামে এক ব্যক্তি।

২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন আমেরিকার একটি সংস্থা, সংস্থার কাজ হল হিন্দুদের বক্তব্যকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরা। ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আমেরিকার শাখা থেকেই এই ফাউন্ডেশনের উৎপত্তি। আমেরিকায় হিন্দুত্ববাদী যে ছাত্রসংগঠন রয়েছে, সেই সংগঠনও রয়েছে এই ফাউন্ডেশনের পিছনে। এই সংস্থার অন্যতম অভিযোগ যে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে কাজকর্ম করা হয়। সেই কাজকর্মের বিরোধিতা হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের অন্যতম লক্ষ্য। সংস্থাটি গত কয়েক বছরে আমেরিকায় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। সুনিতা বিশ্বনাথ, রাজু রাজাগোপাল এবং জন প্রভুডসকে আলজাজিরার প্রতিবেদনে উদ্ধৃত করা হয়েছিল। ট্রুসকা প্রতিবেদনটি টুইট করেছিলেন।

২০২০ সালে কোনো কর দেননি ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ডিসি:যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের একটি কমিটি দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কয়েক বছরের আয়কর রিটার্ন প্রকাশ করেছে। গত ২০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রকাশিত ওই রিটার্নের তথ্য অনুযায়ী, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর প্রথম তিন বছর ১১ লাখ ডলার আয়কর দিয়েছেন। তবে ২০২০ সালে তিনি কোনো করই দেননি। খবর দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের। এদিন আয়কর রিটার্নের তথ্য প্রকাশ্যে আনতে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের করসংক্রান্ত দ্য ওয়েজ অ্যান্ড মিনস কমিটি গত মঙ্গলবার রুদ্ধদ্বার কক্ষে এ ভোটাভুটি করে। এতে ২৪-১৬ ভোটে রিটার্ন প্রকাশ্যে আনতে সম্মত হয় কমিটি। গত নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় জানুয়ারিতেই প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ রিপাবলিকানদের হাতে যাবে। তারা এ ভোটের সমালোচনা করে এটাকে'বিভাজন' বলে মন্তব্য করেছে। এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন টেপাস থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান দলের প্রতিনিধি কেবিন ব্র্যাডি। এ ভোটের কারণে কংগ্রেসে পাল্টাপাল্টি নানা পদক্ষেপ আসতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। আয়করের রিটার্ন সামনে আসায় অধিকতর তদন্তের মুখে পড়বেন ট্রাম্প। বিতর্কিত এ রিপাবলিকান আগামী ২০২৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়াইয়ের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। অবশ্য তাঁর নিজ দলের ভেতরেই এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতাকারী আছেন।

এর আগে ২০২০ সালে গোপনে দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের হাতে আসে ট্রাম্পের আয়কর রিটার্নের একটি কপি। তখন ১৮ বছরের তথ্য তুলে ধরে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে দৈনিকটি। এতে দেখা যায়, ট্রাম্প ওই সময়ের মধ্যে ১০ বছরই আয়কর দেননি। ছবির নিচে ক্যাপশন:যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের অধ্যাপক অড্রি ট্রুসকাছবি: টুইটার থেকে নেওয়া

যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের হার ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে

নিউ ইয়র্ক: গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের হার ছিল ২.৩ শতাংশ, যা ইতিহাসের সর্বনিম্ন হার ২.১ শতাংশের কাছাকাছি। প্রায় ৮০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক অভিযোগ করেছেন যে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে পণ্যের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ায় তাদের পক্ষে অর্থ সঞ্চয় অনেক কঠিন হয়ে গেছে। মার্কিন গণমাধ্যম ফক্স-৫ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মহামারিকালে রেস্তোরাঁ ও বিনোদনের জায়গাগুলোর প্রায় সব বন্ধ ছিল, মানুষের ভোগের সুযোগ কম ছিল। ফলে তখন ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের হার ছিল বেশি। তবে গত অক্টোবরে ব্যক্তিগত সঞ্চয় কমে যাওয়ার কারণ মূলত ভোগ বৃদ্ধি।

এদিকে, ব্যাংক অফ আমেরিকার এক জরিপে বলা হয়েছে, ৬৩ শতাংশ মার্কিন নাগরিক ২০২৩ সালের জন্য অর্থ সঞ্চয় করছে, ৭৭

শতাংশ মনে করে মূল্যস্ফীতি সঞ্চয়ের পথে বড় বাধা। মার্কিন গণমাধ্যম 'বিজনেস ইনসাইডার' সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পতন ঘটলে, যাদের সঞ্চয় কম তাদের জীবন কঠিন হবে। সূত্র: গ্লোবাল টাইমস।

যুদ্ধ জয় পর্যন্ত ইউক্রেনের সঙ্গে আছি জেলেনস্কিকে প্রেসিডেন্ট বাইডেন

ওয়াশিংটন ডিসি: আবারও ইউক্রেনের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, 'যুদ্ধ জয় করতে যত দিন লাগে, তত দিন আমরা আপনার সঙ্গে আছি।' তিনি বলেন, আমেরিকার সবাই জানে, রাশিয়াকে থামানোটা কেন জরুরি। খবর বিবিসির।

বাইডেন-জেলেনস্কি দুজনই যৌথ সংবাদ সম্মেলন শেষে যুদ্ধের অবসান চান বলে বিবৃতি দেন। সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন বলেন, 'আমরা দুজনই চাই, যুদ্ধ শেষ হোক। এই যুদ্ধ এখনই থেমে যেতে পারত, যদি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সেই ইচ্ছা থাকত।

তিনি যদি তার সেনাদের বলতে পারতেন, তোমরা ফিরে আসো, তাহলে এই যুদ্ধ আজই থেমে যাবে।' কিন্তু এমনটা ঘটবে না উল্লেখ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'তাহলে এখন কী হবে।' পরে তিনি নিজেই বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ইউক্রেনকে যুদ্ধে জেতানোর জন্য সাহায্য করে যাবে।'

সংবাদ সম্মেলনে জেলেনস্কি বলেন, 'এত দুর্ভোগের জন্য হামলাকারীরা (রাশিয়া) এরই মধ্যে দায়ী। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে শান্তি আসতে পারে না। এই যুদ্ধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।' শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি রাশিয়াকে আহ্বান জানাতে পারেন না বলেও উল্লেখ করেন জেলেনস্কি।

এর আগে স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার বিকেলে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌঁছান ভলোদিমির জেলেনস্কি। যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেই জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকের জন্য হোয়াইট হাউসে পৌঁছান তিনি।

এ সময় মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে জেলেনস্কি বলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং কংগ্রেসকে তাদের 'অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমর্থনের জন্য' ধন্যবাদ জানাতে ওয়াশিংটনে গিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন হামলা শুরু করার পর এটাই জেলেনস্কির প্রথম বিদেশ সফর।

রাশিয়া যুদ্ধাবসানে কোনো আগ্রহই দেখায়নি বললেন ব্লিঙ্কেন

ওয়াশিংট ডিসি: ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে একটি দ্রুত সমাধানে পৌঁছাতে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আশা প্রকাশের প্রেক্ষিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বৃহস্পতিবার (২৩ ডিসেম্বর) বলেছেন, রাশিয়া যুদ্ধাবসানে জন্য কোনো আগ্রহই দেখায়নি। একদিন আগে ওয়াশিংটনে ঐতিহাসিক সফরের সময় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির প্রস্তাবিত 'ন্যায্য শান্তি'র ধারণা সম্পর্কে সাতটি শিল্পোন্নত গণতান্ত্রিক গ্রুপের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে ২৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল আলোচনায় ব্লিঙ্কেন এ কথা বলেন।

জেলেনস্কির ধারণাগুলোকে 'একটি ভাল সূচনা' বলে অভিহিত করে ব্লিঙ্কেন বলেছেন, যে কোনও শান্তির জন্য 'ন্যায্য এবং টেকসই' হওয়া দরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের উপর তার নিজস্ব সমাধান চাপিয়ে দেবে না।

ব্লিঙ্কেন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'মূলত এই মুহূর্তে রাশিয়া যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে অর্থপূর্ণ কূটনীতিতে জড়িত থাকার জন্য কোন আগ্রহই দেখায়নি।' তিনি বলেন, রাশিয়া অবিলম্বে সৈন্য প্রত্যাহার করে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে, কিন্তু 'তার অনুপস্থিতিতে আমাদের কিছু অর্থপূর্ণ প্রমাণ দেখতে হবে যে রাশিয়া আসলে একটি ন্যায্য এবং টেকসই শান্তি আলোচনার জন্য প্রস্তুত কি না।'

ব্লিঙ্কেন বলেন, 'একটি দেশ অন্য দেশের ভূখন্ড জোরপূর্বক দখলের অনুমোদনের ন্যায্যতা দেয় না।' এর আগে পুতিন বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি আশা করেন সংঘাতের 'যত তাড়াতাড়ি' অবসান ঘটবে তত ভাল।'

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে জেলেনস্কির বক্তৃতা

ওয়াশিংটন ডিসি: রাশিয়ার আক্রমণের পর এই প্রথম দেশ ছেড়ে কোথাও গেলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। ৪৪ বিলিয়ন সাহায্যের আশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের । গত বুধবার ২১ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন গিয়ে পৌঁছান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। মার্কিন কংগ্রেসকে তিনি একটি ইউক্রেনের পতাকা উপহার দিয়েছেন। যেখানে ফ্রন্টলাইনের সেনাদের সই আছে। মার্কিন কংগ্রেস উঠে দাঁড়িয়ে জেলেনস্কিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

বক্তৃতায় একাধিকবার অ্যামেরিকাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জেলেনস্কি। পাশাপাশি বলেছেন, ইউক্রেনকে হারানো সম্ভব নয়। ইউক্রেন সে কথা প্রমাণ করে দিয়েছে। জেলেনস্কির ভাষায়, 'ইউক্রেন কখনো আত্মসমর্পণ করবে না। ইউক্রেন জেগে আছে এবং লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।' তিনি জানিয়েছেন, মার্কিন কংগ্রেসে বক্তৃতা করতে পেরে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। প্রেসিডেন্টের দাবি, মানসিকভাবে রাশিয়াকে পরাজিত করেছে ইউক্রেন। রাশিয়া পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে।

অন্যদিকে, মার্কিন কংগ্রেস জানিয়েছে, ইউক্রেনকে এক দশমিক সাত ট্রিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ দেওয়া হবে। যার মধ্যে ৪৫ বলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক সাহায্য করা হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আগেই জানিয়েছিলেন যে, ইউক্রেনকে প্যাট্রিয়ট মিসাইল দেওয়া হবে। এদিন তিনি ফের একবার সে কথা বলেছেন। এক দশমিক আট পাঁচ বিলিয়ন ডলার খরচ করা হবে প্যাট্রিয়ট দেওয়ার জন্য।

অত্যাধুনিক এই মিসাইল একদিকে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের কাজ করে, অন্যদিকে শত্রুর ঘাঁটিতে আঘাতও করতে পারে। দীর্ঘদিন ধরেই ইউক্রেন এই মিসাইল চাইছিল। জার্মানি এই মিসাইল পোল্যান্ডকে দিতে চাইলেও ইউক্রেনকে দিতে রাজি হয়নি। পরে অবশ্য ন্যাটোর বৈঠকে ইউক্রেনকে এই মিসাইল দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

পূর্ব ইউক্রেনের বাখমুটে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চলছে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার সেনার। সেখানে ফ্রন্টলাইনে যুদ্ধ করা সেনাদের সই করা একটি জাতীয় পতাকা মার্কিন কংগ্রেসকে এদিন উপহার দিয়েছেন জেলেনস্কি। তিনি বলেছেন, আগামী বছর অ্যামেরিকার সাহায্যে ইউক্রেনের মানুষকে স্বাধীনতা উপহার দেবেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট। তার বক্তব্য, 'আমরা এবছরে ক্রিসমাস পালন করবো। হয়তো সব জায়গায় বিদ্যুৎ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্রিসমাসের আনন্দ থেকে আমাদের কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না।'

এদিন জেলেনস্কিকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জেলেনস্কিকে তিনি একটি ১০ পয়েন্টের শান্তি প্রস্তাব দিয়েছেন। কীভাবে ইউক্রেন ঘুরে দাঁড়াবে, সে কথাই বলা আছে সেখানে। বাইডেন বলেছেন, ইউক্রনকে কখনো একা লড়তে হবে না। অ্যামেরিকা সবসময় তার পাশে থাকবে। ভ্লাদিমির পুটিন এই যুদ্ধ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বলে এদিন অভিযোগ করেছেন বাইডেন। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই উন্নত হয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন জেলেনস্কি। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব হয়েছে, সে কথা বলতে চাননি তিনি। - রয়টার্স,

পুতিনকে বাস্তবতা স্বীকারের আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের

ওয়াশিংটন ডিসি: রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বাস্তবতা স্বীকার করার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ২৩ ডিসেম্বর শুক্রবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র এই আহ্বান জানিয়েছেন। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে কথিত 'বিশেষ সামরিক অভিযান' শুরু করে রাশিয়া। তবে গত ২২ ডিসেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এই সংঘাতকে 'যুদ্ধ' হিসেবে স্বীকার করেন পুতিন। এরপরই রুশ প্রেসিডেন্টকে বাস্তবতা স্বীকারের পাশাপাশি ইউক্রেন থেকে সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানায় যুক্তরাষ্ট্র।

২২ ডিসেম্বরের সংবাদ সম্মেলনে 'যে কোনোভাবেই হোক আলোচনার মধ্য দিয়ে সব সংঘাতের অবসানের' কথা বলেন পুতিন। তিনি বলেন, 'কিয়েভে আমাদের প্রতিপক্ষরা যত দ্রুত এটা বুঝতে পারবে, ততই মঙ্গল।'

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র বলেন, '২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্র এবং বাকি দুনিয়া জানতো যে পুতিনের 'বিশেষ সামরিক অভিযান' ছিল ইউক্রেনের বিরুদ্ধে একটি অন্যায় যুদ্ধ। অবশেষে ৩০০ দিন পর পুতিন এটিকে যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'বাস্তবতা স্বীকারের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আমরা তাকে ইউক্রেন থেকে তার বাহিনী প্রত্যাহার করে এই যুদ্ধ শেষ করার আহ্বান জানাই।' খবর আল জাজিরা।

সীমা অতিক্রম না করতে যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ারি চীনের

ওয়াশিংট ডিসি: নিয়ম করে প্রতিনিয়ত একতরফাভাবে অন্যদের ধমক দেওয়ার পুরোনো অভ্যাস অবশ্যই বন্ধ করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে। চীনের উন্নয়নকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনকে অবশ্যই বেইজিংয়ের 'ন্যায়সংগত' উদ্বেগের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। ২৩ ডিসেম্বর শুক্রবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে এক ফোনালাপে এসব অভিযোগ তুলেছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। একই সঙ্গে চীনের 'লাল সীমা' অতিক্রম না করতে যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ারও করে দিয়েছেন তিনি। খবর আলু জাজিরার।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুই অর্থনীতির দেশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশ দুটির মধ্যকার সম্পর্কে অনেক বিষয় নিয়ে উত্তেজনা চলছে। তবে কয়েক সপ্তাহ ধরে দুই দেশের নেতারা উত্তেজনা প্রশমনে কূটনৈতিক আলোচনায় অংশ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বিএনপি না এলে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে না বললেন সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল

বরিশাল: সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি বিএনপির অনাস্থা রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। তিনি বলেছেন, বিএনপির যে নির্বাচনে আসা প্রয়োজন, তা আমরা বারবার বলছি। তারা না এলে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে না, অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ জন্য আমরা চাই নির্বাচনে সবাই অংশগ্রহণ করুক।

গত ২০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাতে বরিশাল জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, আঞ্চলিক ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন সিইসি।

তিনি বলেন, “সংলাপে বসার আহ্বান জানালেও বিএনপি আসেনি। হয়তো আমাদের ওপর তাদের আস্থা নেই। সরকারের ওপরও তাদের অনাস্থা রয়েছে। অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থেই বিএনপিকে আনতে কমিশন ও সরকার আন্তরিক।”

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য কমিশন সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে জানিয়ে হাবিবুল আউয়াল বলেন, “আগামী ভোট ইভিএমএ হবে কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। ইভিএম নিয়ে ভোটারদের নেতিবাচক ধারণা পরিবর্তনের চেষ্টা করছি। ভোটারদের নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার

পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছি।”

তিনি বলেন, “ইভিএম সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা থাকলেও এর কোনো ত্রুটি এখনও প্রমাণিত হয়নি। দ্বাদশ নির্বাচনে সব আসনে ইভিএমে ভোট করতে ইচ্ছুক কমিশন। শেষ পর্যন্ত নানা সংকটে তা সম্ভব নাও হতে পারে। এখন যে সংখ্যক ইভিএম মেশিন আছে, তাতে ৫০-৬০টি আসনে ভোট করা যাবে।” তিনি আরও বলেন, “বাংলাদেশ ও ভারতের ইভিএম মেশিন এক নয়। ভারতে আঙুলের ছাপের প্রয়োজন হয় না। ফলে সেখানে একজনের ভোট অন্যজন দিতে পারে। আমাদের ইভিএম মেশিনে সেই সুযোগ নেই। সরকার ইভিএম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে।”

বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার আমিন উল আহসানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম, নির্বাচন কমিশনের আইডিইএ প্রকল্পের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ সায়েম, বরিশাল রেঞ্জের উপমহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি) এসএম আক্তারুজ্জামান, মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু, জেলা প্রশাসক জাহাঙ্গীর হোসেন, পুলিশ সুপার ওয়াহিদুল ইসলাম প্রমুখ। সুত্র দৈনিক সমকাল

বাংলাদেশের জন্ম এক্সিডেন্টলি নয় ডিজাইন অনুযায়ী হয়েছে-সালমান এফ রহমান

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেছেন, এদেশে অনেকেরই রাজনৈতিক বিশ্বাস এমন যে, বাংলাদেশের জন্ম এক্সিডেন্টলি হয়েছে, এটা কোনো ডিজাইন অনুযায়ী হয়নি। তারা বলে, ’৭০-এর নির্বাচনের পর ভূট্টো যদি বঙ্গবন্ধুকে সরকার গঠন করতে দিতেন এবং বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন তাহলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাংলাদেশ চায়নি। সুতরাং, বাংলাদেশের জন্মটা একটা এক্সিডেন্ট। আরেকটা গ্রুপ আছে যার মধ্যে আমিও আছি, যারা বিশ্বাস করে যে, বাংলাদেশের জন্ম অবশ্যই ডিজাইন অনুসারে হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জন্য লড়াই শুরু করেন। গত ২৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে এনআরবি ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন, ইউএসএ এবং এনকেসফট করপোরেশন আয়োজিত এনআরবি প্রফেশনালস সামিট-২০২২ এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান প্রশ্ন করেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাংলাদেশ না চাইলে ছয়দফা, উনসত্তরের আন্দোলন কেন হলো? বর্তমান সরকারের সাফল্য ও উন্নয়নের প্রশংসা করে তিনি বিশেষ করে দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অনাবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

সালমান এফ রহমান বলেন, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জিডিপি ছিল ৮ বিলিয়ন ডলার। ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ ছিল জিরো, কারণ পাকিস্তানিরা সব রিজার্ভ নিয়ে গিয়েছিল। ২০০৮ সালে জিডিপি ছিল ৯০ বিলিয়ন ডলার। সুতরাং, ৩৫ বছরে জিডিপি ৮ বিলিয়ন থেকে বেড়ে ৯০ বিলিয়ন ডলার হয়েছিল।

শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সাল থেকে বিগত ১৪ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি ৯০ বিলিয়ন থেকে ৪৬০ বিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশের জ্বালানি খাত, খাদ্য নিরাপত্তাসহ সব খাতেই উন্নতি হয়েছে। তারপরও অনেকে বলেন, উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তা ইনক্লুসিভ হয়নি। কিন্তু, পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে এখন নবজাতকের মৃত্যুহার সবচেয়ে কম। প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালও দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি। এই ১৪ বছরে ৫ কোটি মানুষকে আমরা দারিদ্র্য থেকে বের করে এনেছি। প্রাথমিক শিক্ষায় এনরোলমেন্টে, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রেও আমরা এ অঞ্চলে প্রথম। মাথাপিছু আয়ে আমরা ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছি। এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পেছনে প্রধানমন্ত্রীর ডায়নামিক নেতৃত্বের ভূমিকা নিঃসন্দেহে রয়েছে। কিন্তু, তারচেয়ে বড় কথা হলো, এই ১৪ বছরে কারা ক্ষমতায় ছিল? এসময় তারাই ক্ষমতায় ছিল যারা বিশ্বাস করে যে বাংলাদেশের জন্ম একটা ডিজাইনের মধ্যদিয়ে হয়েছে। এর আগে যারা ক্ষমতায় ছিল তারা কেউ সেটা পারেনি। কারণ, তারা তো মনে করতো, বাংলাদেশের জন্ম এক্সিডেন্টলি হয়েছে। এই দেশ তো সফল হবে না। কিন্তু, আমাদের ওই বিশ্বাস এবং পারফরম্যান্স একসাথে কাজ করাতেই এই সাফল্য এসেছে।

সালমান এফ রহমান বলেন, অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেন, গত ১৪ বছরে তোমাদের সাফল্যের মূল কারণ কি? কয়েকটি কারণ আছে। তবে, মূল কারণ ২/৩টি। প্রথমেই বলবো বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের কথা চিন্তা করে আমরা যখন রেন্টাল পাওয়ারের টেন্ডার ছাড়া বিশেষ আইন করলাম তখন ব্যাপক সমালোচনা করা হয়েছিল। তখনকার প্রধান বিরোধী দলীয় নেতা বলেছিলেন, যারা এই ফাইল সই করছে, সবাইকে আমি ক্ষমতায় গেলে জেলে দেবো। সাফল্যের দ্বিতীয় কারণ হলো, নারীর ক্ষমতায়ন। এটা আগে শুরু হলেও বিগত বছরগুলোতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আরও কাজ করা হয়েছে। আমি এটা অনেকবার বলেছি। আমি যখন কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের উপমুখ্য জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার (জন ফাইনার) সাথে হোয়াইট হাউসে বসেছিলাম, তখন তাকে এটা উল্লেখ করে বলেছিলাম, নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হলো কেস স্টাডি যে কিভাবে সারা দেশে এমন একটা সামাজিক পরিবর্তন হতে পারে। অথচ, সত্তর, আশির দশকে এখানে কন্যাশিশু জন্ম নিলে তাকে দায় মনে করা হতো।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এনআরবি ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার সাখাওয়াত চৌধুরী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন এখন বাস্তবতা। বাংলাদেশে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পার হয়ে এখন টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের দিকে ধাবমান। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ করা সময়ের দাবি। প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। একইসঙ্গে তারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষির উন্নয়নেও এগিয়ে আসেন। স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট গ্রিডের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এখন সময়ের দাবি।

উক্ত আয়োজনে ‘বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ইমেজ’ এবং ‘বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উন্নতি’ বিষয়ে ২টি পৃথক আলোচনা শেষে সরকারের কাছে আলোচকরা ২টি প্রস্তাব করেন। এগুলো হলো- অনাবাসী বাংলাদেশিদের আইডেন্টিটি কার্ড (এনআরবি) প্রদান ও অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি। আলোচনা শেষে বাংলাদেশ হাইটেক পার্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. বিকর্ণ কুমার ঘোষ উক্ত দুই প্রস্তাবনা নিয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে কোডার্স ট্রাস্টের কো-ফাউন্ডার ও চেয়ারম্যান আজিজ আহমেদ, ফাইবার এট হোমের চেয়ারম্যান মইনুল হক সিদ্দিকী, নিউ জার্সির মনমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গোলাম এম মাতবরসহ বিভিন্ন প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন।সুত্র মানবজমিন

বিএনপির মুখে মানবাধিকারের বুলি ভাঁওতাবাজি - পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন

ঢাকা: বিএনপির মুখে মানবাধিকারের বুলিকে ভাঁওতাবাজি উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, তাদের মুখে মানবাধিকারের বুলি আমাদের কাছে হাসির খোরাক ছাড়া আর কিছু নয়।

গত ২০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ মন্তব্য করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২০০২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিএনপির শাসনামলে দেশে হত্যা, গুম, খুন হয়েছে। তখন ৬৩ জেলায় বোমা হামলা হয়েছে। অপারেশন ক্লিনহার্টের নামে ৫৫ জন মানুষ মারা হয়েছে। একজন রাষ্ট্রদূতের ওপর বোমা হামলা হয়, তিনি তখন প্রাণে বাঁচলেও অনেকেই মারা যান। সে কারণে বিএনপির মুখে মানবাধিকার একটি ভাঁওতাবাজি।

এ সময় যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই ভালো। তারা বিভিন্ন দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। বড় দেশগুলো এটা করে থাকে। তবে আমরা এ নিয়ে আতঙ্কিত নই। আর আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো বলেই তারা আমাদের নানা সাজেশন দেয়। আপনার সঙ্গে কারো সম্পর্ক ভালো থাকলে, আপনিও সাজেশন দিয়ে থাকেন। এটা খুব ভালো।

আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আমাদের লোকজন গিয়ে বয়স কমিয়ে পাসপোর্ট করতে চায়। তারা সেখানে গিয়ে বলে তাদের বয়স ১৮ বছরের কম। এটা বললে তারা প্রথমে আশ্রয় পায়। পরে বয়স কমিয়ে পাসপোর্ট চায়। এটা অনৈতিক। আর এটা না দিলে সমালোচনা শুরু করে।

অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিআইআইএসএস। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন। এতে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএস চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন।-সুত্র কালের কণ্ঠ

দেশে কোথায়ও গণতন্ত্র নেই বললেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

ঢাকা: গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ও ভাসানী অনুসারী পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, আজকে দেশে কোথাও গণতন্ত্র নেই। ১৫ দিনে ২৪ হাজার বিরোধী নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হলো। এটি একটি ফ্যাসিবাদী নমুনা। তিনি বলেন, আজকে অনেক আওয়ামী লীগার বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর কথা বলেন এবং বইটি বিলিও করেন। কিন্তু বইতে বঙ্গবন্ধুর যে আদর্শ লিপিবদ্ধ আছে তা আওয়ামী লীগের নেতারা বাস্তবায়ন করেন? তারই কন্যা আজ আইনকে নির্বোধ বানিয়ে অপব্যবহার *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বিএনপি কিভাবে আবার ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছে - প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, বিএনপি কিভাবে আবার ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছে। তিনি উল্লেখ করেন যে ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচন যা সকলে মেনে নিয়েছিল, সে নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট মাত্র ৩০টি আসন পেয়েছিল।

বৃহস্পতিবার (২২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় তার সরকারি বাসভবন গণভবনে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্বকালে তিনি বলেন, বিএনপি কিভাবে জনগণের ভোটে আবার ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সে নির্বাচন নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তুলতে পারবে না।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছিল এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট মাত্র ৩০টি আসন পেয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি কি দেশ ও জনগণের জন্য ভালো কোনো কিছু করছে যার মাধ্যমে তারা তাদের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলবে? যেকারণে জনগণ তাদের দলকে আবার ক্ষমতায় বসাবে?

তিনি বলেন, বিএনপি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জনগণের ভোটাধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, জিয়াউর রহমান দেশের সংবিধান লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করার পর থেকে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রহসনমূলক হ্যাঁ/না ভোট এবং সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদা জিয়াও ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রহসনমূলক নির্বাচন করেছিলেন যাতে কোনো রাজনৈতিক দল অংশ নেয়নি।

তিনি বলেন, দেশের মানুষ ভোট কারচুপি কখনো মেনে নেয়নি বলেই নির্বাচনের দেড় মাসের মধ্যে আন্দোলনের মাধ্যমে বিএনপি সরকারের পতন ঘটিয়েছিল।

তিনি আরো বলেন, ২০০৬ সালে ১.২৩ কোটি জাল ভোটারের তালিকা নিয়ে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়াস চালালে তা বাতিল করা হয়েছিল।

শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস জয় করে তার দল জনগণের ম্যান্ডেটের মাধ্যমে বারবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবে।

তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ কখনো ভোট ও জনগণের সমর্থন ছাড়া ক্ষমতায় আসে না। সামরিক শাসনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে কেউ সাহায্য করেনি।'

তিনি বলেন, দেশের ইতিহাসে আওয়ামী লীগই একমাত্র দল, যারা ২০০১ সালে পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ করে শান্তিপূর্ণভাবে দেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার দল কখনই চায় না কোনো গণতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতায় এসে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করুক।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ জনগণের দল। কারণ এটি জনগণের মধ্য থেকে গঠিত হয়েছে। আর বিএনপি সামরিক স্বৈরশাসকের পকেট থেকে গঠিত হয়েছে। তারা নিজেদের ভাগ্য গড়া ছাড়া দেশের জন্য কোনো কিছুই করেনি।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে, দেশের ব্যাপক উন্নয়ন করে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছে এবং তাদেরকে একটি সুন্দর ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন দিয়েছে।

তিনি আরো বলেন, অন্যদিকে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার দেশবাসীকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিং দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, খালেদা জিয়া, তারেক রহমানসহ তাদের শীর্ষ নেতারা অনেক ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত, জনগণ কেন বিএনপিকে ভোট দেবে। তারেক রহমান ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা, ২১ আগস্ট ২০০৪ গ্রেনেড হামলা মামলা এবং অর্থ পাচার মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত এবং এতিমের অর্থ আত্মসাতের দায়ে খালেদা জিয়া সাজাপ্রাপ্ত। অবৈধভাবে উপার্জিত ও লুটপাট করা অর্থ খরচ করে বিদেশে অবস্থান করে তারেক জিয়া এখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন।

তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের জন্য আন্দোলনের নামে অগ্নিসংযোগ করে মানুষকে হত্যা ও *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

যারা বলছেন আওয়ামী লীগ কিছুই করেনি, তাদের মানুষ বিশ্বাস করে কি - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: যারা বলছেন আওয়ামী লীগ সরকার কিছুই করেনি, তাদের দেশের মানুষ বিশ্বাস করে কি না সেই প্রশ্ন তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গত বুধবার (২১ ডিসেম্বর) সারা দেশের ৫০ জেলায় ১০০টি সড়ক ও মহাসড়ক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। সকালে রাজধানীতে তার কার্যালয় থেকে মহাসড়কগুলো ভার্চুয়ালি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এমন কথা বলেন শেখ হাসিনা।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত ছিল টাঙ্গাইল ও খুলনা জেলা। বাকি জেলাগুলো প্রজেক্টরের মাধ্যমে যুক্ত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সড়ক পরিহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের শুনতে হয় আওয়ামী লীগ দেশ ধ্বংস করে দিয়েছে। জানি না, যারা এটা বলে আওয়ামী লীগ কিছুই নাকি করেনি। দেশের মানুষ বিশ্বাস করবে কি না, সেটাই আমার প্রশ্ন।

তিনি বলেন, 'যারা ৩০ বছর ক্ষমতায় ছিল, তারা কী করেছে আর আওয়ামী লীগ কী করেছে, আমি আশা করি দেশবাসী বিবেচনা করে দেখবেন। আমরা বিশ্বাস করি সাধারণ মানুষের উন্নয়ন। গণমানুষ যেন ভালো জীবনযাপন করতে পারে, আমরা সেটা চেষ্টা করি। আমরা দেশের শান্তি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাই।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া কত দেশকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখি। প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি বেঁচে থাকতেন, তাঁর হাতে যদি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থাকত, তাহলে ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ হতো বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত। কিন্তু ঘাতকদের কারণে সেটা হতে পারেনি।'

দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকতে হয়েছিল আওয়ামী লীগকে। ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে প্রথমেই খাদ্যে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার কাজ শুরু হয় বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নও করা শুরু হয় বলে জানান তিনি।

সরকারপ্রধান বলেন, 'এই মহাসড়কগুলো উন্নতমানের করা হলো। আমি মনে করি এর মাধ্যমে বাংলাদেশে নিরাপদে সড়ক যাতায়াতে বড় সুবিধা হবে, অর্থনৈতিকভাবে সব অঞ্চলের মানুষ লাভবান হবে। আমরা যখনই সরকারে এসেছি, যোগাযোগব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছি। শুধু সড়ক যোগাযোগ নয়, রেলপথ, নদীপথ, আকাশপথ, সবক্ষেত্রেই আমরা উন্নয়ন করে যাচ্ছি।'

যোগাযোগব্যবস্থাকে উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'প্রতি ঘরে ঘরে আমরা বিদ্যুৎ দিয়েছি। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ আমরা উৎক্ষেপণ করেছি। ব্রডব্যান্ড দিয়ে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দিয়েছি।'

একসময় গ্রামের মানুষের স্যান্ডেল হাতে নিয়ে রাস্তায় চলতে হতো উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখন আর সেটা করতে হয় না। এখন রিকশা, ভ্যান, সাইকেল, মোটরসাইকেল, গাড়ি সবই চলাচল করতে পারে। সারা দেশের গ্রামপর্যায়ে আমরা যোগাযোগের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছি।'

দেশে ১০০ সেতু উদ্বোধনের দেড় মাস পরে ১০০ সড়ক উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী।

১০০টি মহাসড়কের মধ্যে ৯৯টি সরকারি তহবিল থেকে সম্পন্ন হয়েছে, বাকি একটি এবং ৭০ কিলোমিটার গাজীপুরের জয়দেবপুর থেকে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা মহাসড়ক পর্যন্ত ৬ হাজার ১৬৮ দশমিক ৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে চার লেনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এডিবি, ওপেক ও আবুধাবির তহবিলের আওতায়।

প্রধানমন্ত্রী এর আগে গত ৭ নভেম্বর সারা দেশের ২৫টি জেলায় ১০০টি সেতুর উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনকৃত রাস্তাগুলোর মধ্যে শুধু বিদেশি ঋণে ৭০ কিলোমিটার রাস্তার কাজ হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দুইপাশে সার্ভিস লেন দিয়ে সড়কটি চার লেন করা হয়েছে।

সড়ক ও মহাসড়কের একটি ২২ হাজার ৭৭৪ কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। এ সময় কৃষিমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ বি এম আমিন উল্লাহ নূরী সড়কের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করেন। সূত্র কালবেলা

৪১ সালে বাংলাদেশের জনগণ হবে প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: ২০৪১ সালে বাংলাদেশের জনগণ প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, এই বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে আমরা প্রতিষ্ঠা করবো। ডিজিটাল ডিভাইসে শিক্ষা নিয়ে তারা প্রত্যেকে প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। গত ২২ ডিসেম্বর সকালে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে নৌবাহিনীর মিডশিপম্যান-এ এবং ডিরেক্ট এন্ট্রি অফিসার-বি (ডিইও) ব্যাচের শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী। আমরা জানি যুদ্ধের কী ভয়াবহ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সপরিবারে সাক্ষাৎ কাদের সিদ্দিকীর

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার সঙ্গে শুক্রবার সপরিবারে সাক্ষাৎ করেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে জানানো হয়েছে, আজ শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে যান কাদের সিদ্দিকী। এ সময় তাঁর সঙ্গে তার সহধর্মিনী নাসরিন সিদ্দিকী ও তাদের দুই কন্যাও ছিলেন। সাক্ষাতের বিষয়ে কাদের সিদ্দিকী সাংবাদিকদের জানান, পারিবারিক কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সমরনায়ক। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বাহিনী কাদেরিয়া বাহিনী তাঁর নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল। সে সময় বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'বাঘা সিদ্দিকী' নামে পরিচিত ছিলেন। ভারতীয় বাহিনীর সাহায্য ছাড়াই ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে ঢাকা আক্রমণের প্রস্তুতি শেষ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তাঁকে বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়। তাঁর নামে টাঙ্গাইলের সখিপুরে 'কাদেরনগর' নামে একটি গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন কাদের সিদ্দিকী। তবে মতবিরোধের কারণে ১৯৯৯ সালে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ নামের রাজনৈতিক দল গঠন করেন তিনি। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি।

অর্থনৈতিক চাপে আছি, সেজন্য টাকা ধার করছি - বাংলাদেশের পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

ঢাকা: বাংলাদেশে ২২টি এয়ারপোর্ট পড়ে আছে, সেগুলো পর্যটনের জন্য সংস্কার প্রয়োজন বলে জানিয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, 'আমরা অর্থনৈতিক চাপে আছি, সেজন্য টাকা ধার করছি। ধার করা কোনো পাপ নয়। এ ছাড়া যারাই ক্ষমতায় আসুক, তারা যেন আত্মবিলাসী প্রকল্প হাতে না নেয়।'

২১ ডিসেম্বর বুধবার বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, পরিকল্পনার একটি বৈপরীত্য আছে। এখন মুক্তবাজার অর্থনীতিতে চলছে বিশ্ব। আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেশি নয়।

অনেক সময় ধার-কর্জ করতে হয়। পর্যটনে হোটেল-মোটেলে ব্যক্তিখাতেই এগিয়ে আসতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন এসব সমাধান করা দরকার। অভ্যন্তরীণ পর্যটন স্থানে সাধারণ কাজ যেমন, টয়লেট, বসার স্থান, পানি পান, কাপড় বদলানো ও শিশুদের দুধ খাওয়ানোর জায়গা তৈরি করেন।

প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী বলেন, 'পর্যটনে প্রণোদনা দিতে হবে। আমাদের অনেক অপরিকল্পিত কাজ হয়েছে। এসবের কোনো অর্থ নেই। পর্যটনে উদার হতে হবে। অর্থাৎ যাদের যা দরকার তা দিতে হবে।'

সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের এসডিএফের চেয়ারপারসন সাবেক সিনিয়র সচিব আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেনভূবেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী, সচিব মোকাম্মেল হোসেন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম পুলিশের ডিআইজি মো. ইলিয়াস শরিফ, এভিয়েশন অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের মহাসচিব মফিজুর রহমান ও ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি শিবলুল আজম কোরেশি।

আগামী বছরও বাংলাদেশে থাকবে মূল্যস্ফীতির চাপ, কাটছাঁট হচ্ছে এডিপি

শাহ আলম খান: চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ছয় মাস পার হয়েছে মূল্যস্ফীতির চাপে। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির এ চাপ আগামী বছরও অব্যাহত থাকবে। বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিবেচনায় এমন আশঙ্কা করছে সরকার। এজন্য সরকার আগামী অর্থবছরের বাজেটে সম্ভাব্য মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশ নির্ধারণের প্রাথমিক পরিকল্পনা নিয়েছে।

একই সঙ্গে সরকারের নীতিনির্ধারকরা মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছেচলতি অর্থবছর বাজেটে রাখা লক্ষ্যমাত্রার মূল্যস্ফীতির মধ্যে দেশকে আটকে রাখা যাবে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সবশেষ তথ্যানুযায়ী, জুলাই-নভেম্বর পর্যন্ত দেশে সার্বিক গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এটা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক বেশি। সরকার আশা করছে , বছর শেষে এটাও ৭ শতাংশের মধ্যে আটকে রাখা যাবে।

অন্যদিকে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে করোনা-পরবর্তী ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব এই সময় দেশের অর্থনীতিতে সরাসরি পড়েছে। এতে অভ্যন্তরীণ কৃষি, সেবা ও শিল্পের সার্বিক উৎপাদন কমেছে। একই সঙ্গে কমেছে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান। আবার রাজস্ব আয়ে প্রবৃদ্ধি থাকলেও সেটি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক কম। এসবের নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি)।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মনে করছেন, এর ফলে ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকার বাজেটে রাখা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন শেষ পর্যন্ত সম্ভব হবে না। এ অবস্থায় চলতি বাজেটে নেওয়া জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা থেকে কমিয়ে তা ৬ দশমিক ৭ শতাংশে পুনর্নির্ধারণ করা হচ্ছে।

এ ছাড়া সরকারের রাজস্ব আয়ের পরিস্থিতিই বা কোন পর্যায়ে? বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন কতটা হয়েছে? মুদ্রা বাজারে মুদ্রার সরবরাহ ও ভারসাম্য কী অবস্থায় রয়েছে? আমদানি ব্যয় কতটা নিয়ন্ত্রণেড়এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কোন স্তরে রয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এবং বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূচক পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে আজ অর্থনীতি মূল্যায়নের বৈঠকে বসছেন সরকারের নীতিনির্ধারকরা।

আর্থিক, মুদ্রা ও বিনিময় হার সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের এই বৈঠকে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের গত পাঁচ মাসের অর্থনীতির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। এটি হলো এবরের প্রথম বৈঠক। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে দুপুর আড়াইটা থেকে ভার্চুয়ালি বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, বৈঠকে দেশের অর্থনীতির সার্বিক চালচিত্রের হালনাগাদ তথ্য তুলে ধরাসহ সেই আলোকে আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট কেমন হতে পারে, তারও একটি সম্ভাব্য রূপরেখা অর্থমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করবেন সিনিয়র অর্থ সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন।

এদিকে গত চার মাসে দেশে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি আছে ১৫ দশমিক ১৯ শতাংশ। সরকার রাজস্ব আয়ে এই প্রবৃদ্ধিকে সন্তোষজনক আখ্যা দিয়ে অর্থবছরের বাকি সময়ে এটা আরও বাড়বে। এমন সম্ভাব্যতা ধরে নিয়ে ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রায় কোনো কাটছাঁট না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ২ লাখ ৪৬ হাজার কোটি টাকার ব্যয় ধরা হলেও বাস্তবায়ন পর্যায়ে এসে চরম ধাক্কা খায় সরকার। দেশে বেশিরভাগ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় আমদানি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কিন্তু বৈশ্বিক বাস্তবতায় আমদানি পণ্য ও ডলারের দাম বৃদ্ধির কারণে সরকারকে শেষ পর্যন্ত কৃচ্ছ্র ও ব্যয় সংকোচনের নীতি গ্রহণ করতে হয়। অনেক প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখা হয়। কিছু প্রকল্পে অর্থ ছাড় কঠোর করা হয়।

এভাবে বছরের প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ায় সরকার ধরেই নিয়েছে, এডিপি লক্ষ্যমাত্রার বড় অংশ অর্জিত হবে না। সে কারণে প্রস্তাবিত বাজেটে রাখা এডিপির আকারও বড় ধরনের কাটছাঁট হচ্ছে। দায়িত্বশীল সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সংশোধন পর্যায়ে এডিপির আকার কমতে পারে ২০ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। একই কারণে সরকারের ঘাটতির হিসাবও কমবেশি হবে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বেসরকারি আর্থিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর জানান, চলমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় প্রস্তাবিত বাজেটের অনেক লক্ষ্যমাত্রাই পূরণ হবে না। সরকারের উচিত সেগুলো কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের বৈঠকের মাধ্যমে সঠিকভাবে তুলে এনে লক্ষ্যমাত্রাগুলোর যেখানে যেখানে সংশোধন প্রয়োজন, তা সুনির্দিষ্ট করা। কেননা, এই সংশোধনী বা অর্থনীতি মূল্যায়নের উদ্যোগ পরবর্তী বাজেটের প্রাক্কলন নির্ধারণেও সহায়ক ভূমিকা রাখে।

তিনি দাবি করেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি এবং এডিপিতে সরকারের লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। রাজস্ব আয়েও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না। সেখানেও হয়তো একটা মাঝারি ঘাটতি থেকে যাবে। এ দিকটিতেও সরকারের নজর দেওয়া উচিত। যদি সেটি করে থাকে তাহলে বলব, সরকার আগামীর অর্থনীতির জন্য কার্যত সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের এই বৈঠকে দেশের রাজস্ব নীতি, মুদ্রা ও আর্থিক নীতি এবং মুদ্রা বিনিময় হার নীতি ও কৌশলের মধ্যে সমন্বয় রক্ষায় করণীয় নির্ধারণ এবং মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্ভাব্য রূপরেখা দেওয়া হবে। এর লক্ষ্যে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে দেশে মুদ্রা সরবরাহ পরিস্থিতি ও ব্যাংক খাত থেকে সরকারি ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপন করা হবে। মুদ্রা সরবরাহ ও লেনদেনের ভারসাম্যের ওপর সরকারের অর্থনৈতিক নীতি কৌশলের প্রভাব পর্যালোচনা করা হবে। এতে সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর কর, বাজেট এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতির প্রভাব সম্পর্কে কাউন্সিলের নজরে আনবে অর্থ মন্ত্রণালয়। সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর বাণিজ্য ও শুল্ক নীতির প্রভাব কাউন্সিলকে উপস্থাপন করবে বাণিজ্য সচিব। দেশের রিজার্ভ পরিস্থিতি, সরকারের ঋণ, সার্বিক আমদানি পরিস্থিতিসহ অর্থনীতির হাল অবস্থা তুলে ধরবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিধি।

বৈদেশিক ঋণ পরিস্থিতি পাইপলাইনসহ সার্বিক চিত্র তুলে ধরবেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব এবং পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সচিব তুলে ধরবেন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) হালনাগাদ চিত্র।

সবশেষে বৈঠকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, রাজস্ব, মুদ্রা ও বহিঃখাতের অর্থনীতির চলকগুলোর লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা করা হবে। এরপর ক্ষেত্রভেদে অর্থনীতির কোনো কোনো সূচকের লক্ষ্য সংশোধন বা পুনর্নির্ধারণ করা হবে। কালবেলা

ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ১৬ শতাংশ

ঢাকা: বাংলাদেশের তৈরি পোশাক পণ্যের ইউরোপের বাজারে রপ্তানি বেড়েছে ১৬.২৭ শতাংশ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যানে এই চিত্র দেখা গেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ে বৃহৎ দেশগুলোতে উৎসাহব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধি হওয়ায় রপ্তানি বেড়েছে। ইপিবি'র তথ্য মতে, এই সময়ের মধ্যে (জুলাই-নভেম্বর ২০২২-২৩) ইউরোপীয় ইউনিয়নে আমাদের পোশাক রপ্তানি ১৬.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৮১ বিলিয়ন থেকে ৯.০৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে সবচেয়ে বড় বাজার, জার্মানিতে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি ২.৭১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১.৮৮ শতাংশ। স্পেন এবং ফ্রান্সেও রপ্তানি বেড়েছে যথাক্রমে ১৯.১৫ শতাংশ এবং ৩৮.৮৭ শতাংশ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য প্রধান দেশগুলো যেমন; ইতালি, অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডস এবং সুইডেনে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৫০.৯৫ শতাংশ, ৪৮.৮৭ শতাংশ, ৩৪.৩৯ শতাংশ এবং ২২.৯০ শতাংশ। অন্যদিকে, উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পোল্যান্ডে বছরওয়ারি রপ্তানিতে ১৯.৬১ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি ছিল ৩.৪৭ বিলিয়ন ডলার, যার কারণে বছরওয়ারি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪.০৭ শতাংশ। এ ছাড়া যুক্তরাজ্য এবং কানাডায় আমাদের রপ্তানি আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যথ াক্রমে ১১.৭১ শতাংশ এবং ৩০.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

একই সময়ে, অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানি ২.৪৭ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৩.১৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। জুলাই-নভেম্বর ২০২২-২৩ সময়ে প্রধান অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে, জাপানে আমাদের রপ্তানি ৫৯৭.৮৩ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছে বছরওয়ারি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৮.১১ শতাংশ। উচ্চ প্রবৃদ্ধিসহ অন্যান্য অপ্রচলিত বাজারগুলো হলো- মালয়েশিয়া ১০০.২১ শতাংশ, মেক্সিকো ৪৯.৬৮ শতাংশ, ভারত ৪৮.৭৮ শতাংশ, ব্রাজিল ৪৪.৫৩ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়া ৩০.৩৫ শতাংশ। এ বিষয়ে বিজিএমইএ পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ে বৃহৎ দেশগুলোতে আমাদের রপ্তানিতে উৎসাহব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।সুত্র মানবজমিন

ডলার সংকটে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভারতমুখিতা বাড়ছে

বদরুল আলম: ভারত থেকে পণ্য আমদানিতে গত অর্থবছরে ব্যয় বেড়েছে ৫৯ শতাংশের বেশি। চলতি বছরও খাদ্যশস্য, কাঁচামাল ও বিদ্যুৎ আমদানির মাধ্যমে ব্যয় আরো বাড়ার প্রবণতায় রয়েছে। এদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায়, যার বাইরে নেই বাংলাদেশও। নেতিবাচক ধারা দেখা গিয়েছে দেশের রফতানি ও রেমিট্যান্সে। বেড়ে গিয়েছে ডলারের বিনিময় মূল্য। ব্যাংকগুলোয় দেখা দিয়েছে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, যা আরো ঘনীভূত হওয়ার শঙ্কাও রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভারতমুখিতা বাড়ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে আসন্ন রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখাসহ বাণিজ্য জোরদারে ভারত সফরে গিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী। খাদ্যশস্যের পাশাপাশি শিল্প খাতের কাঁচামালের জন্য অনেকাংশে আগে থেকেই ভারতনির্ভর ছিল বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে ভারতের ওপর এ নির্ভরতা এখন আরো বাড়ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ভারত থেকে আমদানি বাবদ বিপুল পরিমাণ ব্যয় হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় ছিল ১ হাজার ৩৫৯ কোটি ডলার। আমদানিতে মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশের বেশি ব্যয় হয় ছয় ধরনের পণ্যে। এ ছয় ধরনের পণ্যের মধ্যে রয়েছে তুলা, সিরিয়াল (খাদ্যশস্য), মোটরযান ও যানবাহনের যন্ত্রাংশ, চিনি, খনিজ পণ্য ও জ্বালানি, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, ইস্পাত ও রাসায়নিক।

অর্থমূল্য বিবেচনায় ভারত থেকে সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় তুলা। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের ৩০ দশমিক ৮ শতাংশই হয়েছে তুলা আমদানিতে। পণ্যটি আমদানিতে ব্যয়ের অর্থমূল্য ছিল ৪২১ কোটি ৮১ লাখ ডলার, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ১১১ শতাংশেরও বেশি। আমদানি ব্যয় বিবেচনায় ভারত থেকে আমদানি করা দ্বিতীয় বৃহত্তম পণ্য হলো সিরিয়াল বা খাদ্যশস্য। গত অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের ১৬ দশমিক ১ শতাংশ হয়েছে খাদ্যশস্য আমদানিতে। এর পরিমাণ ২২০ কোটি ৬৫ লাখ ডলার, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের চেয়ে ১১৯ শতাংশ বেশি।

২০২১-২২ অর্থবছরে ভারত থেকে আমদানি বাবদ তৃতীয় সর্বোচ্চ ব্যয় হয়েছে মোটরযান ও যানবাহনের যন্ত্রাংশে, যার পরিমাণ ৭৭ কোটি ৪৭ লাখ ডলার। মোট আমদানি ব্যয়ের ৫ দশমিক ৭ শতাংশ হয়েছে এ পণ্যে। ২০২০-২১ অর্থবছরের চেয়ে আমদানি ব্যয় বেশি হয়েছে ১৫ দশমিক ৭ শতাংশ।

একসময় চিনি ব্রাজিল থেকে আমদানি হতো। কিন্তু ডলার সংকটের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে এ পণ্যেও ভারতনির্ভরতা বেড়েছে। গত অর্থবছরে ভারত থেকে চিনি আমদানি বাবদ ব্যয় হয়েছে ৫৬ কোটি ৯৮ লাখ ডলার। মোট আমদানি ব্যয়ের ৪ দশমিক ২ শতাংশ হয়েছে চিনিতে। ২০২০-২১ অর্থবছরের চেয়ে গত অর্থবছরে চিনি আমদানি বাবদ ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৬৭ শতাংশ।

গত অর্থবছরে ভারত থেকে খনিজ পণ্য ও জ্বালানি আমদানিতে ব্যয় হয়েছে ৫৪ কোটি ৫৩ লাখ ডলার। মোট ব্যয়ের ৪ শতাংশ হয়েছে এ পণ্য আমদানিতে। ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় আমদানি ব্যয় বেড়েছে ৪৯ দশমিক ২ শতাংশ। যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে ৫৩ কোটি ২০ লাখ ডলার। ২০২০-২১ অর্থবছরের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়েছে ২৩ শতাংশ। ভারত থেকে মোট আমদানি ব্যয়ের ৩ দশমিক ৯ শতাংশ হয়েছে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ভারতমুখিতার প্রতিফলন হিসেবে মার্কিন ডলারের পরিবর্তে রুপি ও টাকায় লেনদেন সম্পন্নের বিষয়ে আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে এ উদ্যোগকে স্বাগতও জানিয়েছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। তাদের দাবি, ডলারের দাম ওঠানামা করায় দুই দেশের বাণিজ্যে গতি আনতে স্থানীয় মুদ্রায় লেনদেন উভয়ের জন্যই সুবিধাজনক হবে। রিজার্ভের ওপর চাপ কমবে। এ প্রেক্ষাপটে এরই মধ্যে শ্রীলংকার সঙ্গে রুপিতে লেনদেন শুরু হয়েছে ভারতের। বাংলাদেশের সঙ্গেও শুরু করার বিষয়ে ভাবছে দেশটি।

দেশে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৫ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট। ভারত থেকে বর্তমানে ১ হাজার ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছে বাংলাদেশ। ঝাড়খন্ড থেকে আদানি পাওয়ারের ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেশের গ্রিডে যুক্ত হলে দেশটি থেকে আমদানি বিদ্যুতের পরিমাণ দাঁড়াবে ২ হাজার ৭৬০ মেগাওয়াট। আগামী বছর জুনের মধ্যে আদানি পাওয়ারের পুরো বিদ্যুৎ দেশের সক্ষমতায় যুক্ত হলে প্রায় ১২ শতাংশ বিদ্যুৎ আমদানি হবে ভারত থেকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কভিডের অভিঘাত সামলে উঠতে না উঠতেই বৈশ্বিক বাণিজ্য খাতে বড় ধরনের সংকট তৈরি করেছে চলমান যুদ্ধ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সরবরাহ চেইন ভেঙে পড়েছে। কয়েকটি দেশ থেকে পণ্য আমদানি বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাহাজ ও কনটেইনার সংকটের পাশাপাশি পরিবহন ভাড়াও বেড়েছে অনেক। এ আপত্কালে প্রতিবেশী ভারতের দিকেই বেশি ঝুঁকতে হচ্ছে বাংলাদেশী আমদানিকারকদের। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

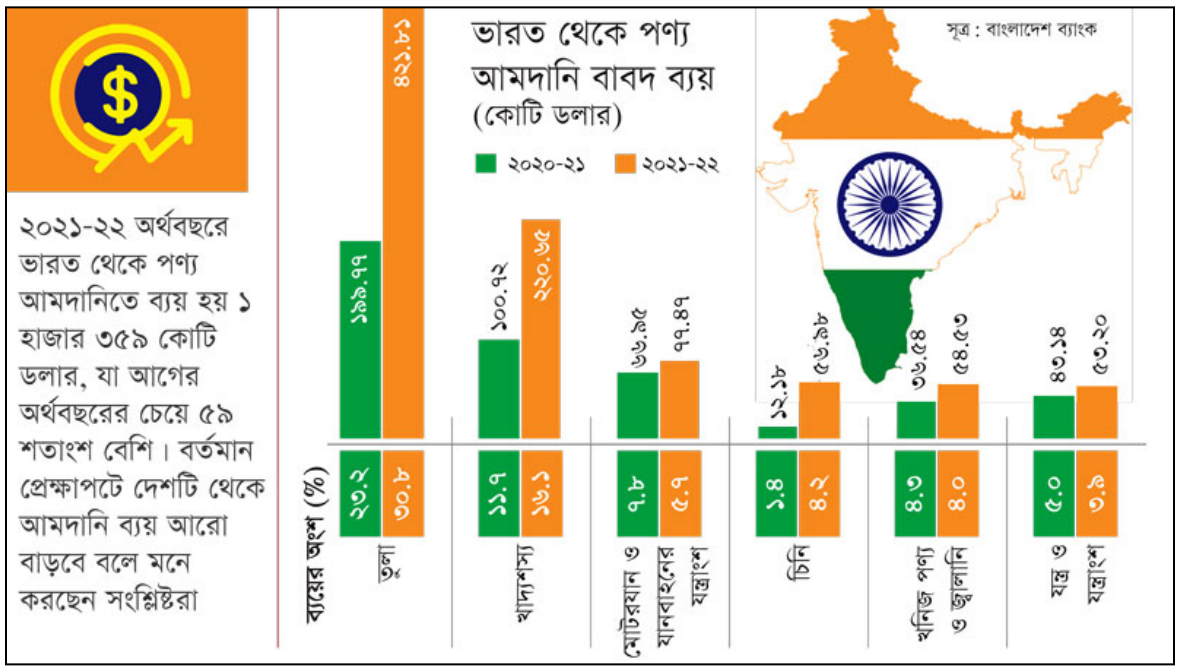

আসছে সাড়ে ৭ লাখ কোটি টাকার নির্বাচনমুখী বাজেট

মিজান চৌধুরী: বৈশ্বিক সংকট, অর্থনীতিতে নানামুখী চ্যালেঞ্জ ও জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে আগামী অর্থবছরের (২০২৩-২৪) জন্য ৭ লাখ ৫০ হাজার ১৯৪ কোটি টাকার বাজেট নির্ধারণ করেছে অর্থ বিভাগ। এটি চলতি অর্থবছরের চেয়ে ৭২ হাজার ১৩০ কোটি টাকা বেশি। মঙ্গলবার 'বাজেট মনিটরিং ও সম্পদ কমিটির বৈঠকে' এটি নির্ধারণ করা হয়। নির্বাচন সামনে রেখে নতুন বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ থাকছে ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। অর্থনৈতিক নানা চ্যালেঞ্জের মুখে রাজস্ব খাত থেকে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৪ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া বাজেটের ঘাটতি হবে ২ লাখ ৬৪ হাজার ১৯৪ কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে ভার্চুয়ালিভাবে 'আর্থিক, মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হারসংক্রান্ত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল' এবং 'বাজেট মনিটরিং ও সম্পদ কমিটির' বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। দুপুর আড়াইটায় বৈঠক শুরু হয়। কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে বৈঠক শেষ হয় বিকাল সাড়ে ৩টায়।

সূত্রমতে, 'বাজেট মনিটরিং ও সম্পদ কমিটির বৈঠকে' বিশ্লেষণ করে দেখা হয়, নানা কারণে আগামী অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হবে ভর্তুকি খাতে। এজন্য এ খাতে ১ লাখ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়। যদিও চলতি অর্থবছরে ভর্তুকি ব্যয় ধরা আছে ৮৬ হাজার কোটি টাকা। অর্থ বিভাগের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, এই মহূর্তে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী অবস্থা, রেমিট্যান্স কমে যাওয়া, রাজস্ব আয় নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। যদি আগামী দিনগুলোয় এসব সূচক ঠিক না হয়, তাহলে অর্থনীতিতে আরও চাপ সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে পরিস্থিতি সামাল দিতে ভর্তুকি আরও বেড়ে যাবে। এজন্য ওই বৈঠকে রাজস্ব আয় বাড়ানো, রেমিট্যান্স বাড়াতে সব ধরনের পদক্ষেপসহ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, এ বছর জ্বালানি তেল, গ্যাস, বিদ্যুতের মূল্য বাড়িয়ে কিছুটা সমন্বয় করা হয়েছে। ভর্তুকির চাপ কমাতে আগামী দিনগুলোয় গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিশ্ববাজারের সঙ্গে মিলিয়ে সমন্বয় করা হবে।

এদিকে জিডিপির ৬ শতাংশ ঘাটতি ধরে আগামী বাজেট ঠিক করা হয়েছে। এটি টাকার অঙ্কে ২ লাখ ৬৪ হাজার ১৯৪ কোটি টাকা। চলতি বাজেট ঘাটতির অঙ্ক ২ লাখ ৪৫ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। বৈশ্বিক সংকট ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্য পরিস্থিতিতে রাজস্ব আদায় নিয়ে একধরনের শঙ্কায় আছে সরকার। এ নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হয়। সার্বিক দিক বিশ্লেষণ করে আগামী অর্থবছরের জন্য এনবিআর রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৪২ হাজার কোটি টাকা। এটি চলতি অর্থবছরের তুলনায় ৭২ হাজার কোটি টাকা বেশি।

ওই বৈঠকে আগামী দিনগুলোয় অর্থনীতি খাতের কিছু সম্ভাবনা তুলে ধরে বলা হয়, নতুন বাজেটের আকার বাড়ছে, দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদন পরিস্থিতি ভালো হবে। এছাড়া বাড়বে রেমিট্যান্স, রপ্তানি ও রাজস্ব খাতের আয়ও। সরকারি ব্যয়ের পরিমাণও বাড়বে। ফলে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

পণ্য আমদানিতে ভারতের কোটা চায় বাংলাদেশ

মেসবাহুল হক: তিন দিনের সফরে আজ ভারত যাচ্ছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। সফরকালে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পিয়ুশ গয়ালের সঙ্গে যৌথ ভাবে বাংলাদেশ-ভারত সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সেপা) স্বাক্ষরের জন্য আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরুর ঘোষণা দেওয়ার কথা রয়েছে। এ ছাড়া চাল, গম, পেঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য আলাদা কোটা নির্ধারণে চুক্তির প্রস্তাব দেবেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা সমকালকে বলেন,ওসেপ্থ স্বাক্ষরের আলোচনা শুরুর পর প্রথমে একটি কাঠামো তৈরি করা হবে। পণ্য, সেবা এবং বিনিয়োগ- তিনটি বিষয় কাঠামোতে থাকবে। পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে শুল্ক ছাড় কীভাবে হবে, কয় বছরে হবে, কোন কোন পণ্য থাকবে- এসব বিষয়ে বিধিমালা তৈরি হবে। দুদেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ করতে বন্দর ও সড়ক অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে। এসব কার্যক্রম কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা বাণিজ্যমন্ত্রীর এবারের সফরের মূল্য উদ্দেশ্য।

সূত্র জানায়, বর্তমানে মালদ্বীপকে কোটার আওতায় পণ্য আমদানির সুবিধা দেয় ভারত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ সুবিধা দিলে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্যের সংকট হলে কিংবা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কমে গেলে বা বাজারে অস্থিরতা থাকলে নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য দেবে ভারত। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের সুবিধার প্রয়োজন বোধ করছে বাংলাদেশ।

ওসেপ্থ কার্যকর হলে উভয় দেশের কী লাভ হবে তার ওপর ইতোমধ্যে যৌথ সমীক্ষা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে বলা হয়, এ চুক্তি হলে বাংলাদেশ ও ভারতের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যথাক্রমে ১ দশমিক ৭২ শতাংশ ও দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ যোগ হবে। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

হঠাৎ ভারত-চীন সীমান্তে উত্তেজনা কেন?

মারুফ ইসলাম : হঠাৎ করেই ভারত-চীন সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ ধরনের সংঘর্ষ ও উত্তেজনা অবশ্য নতুন নয়। অতীতেও বেশ কয়েকবার ভারত ও চীনা সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। মাঝে কিছু সময় পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও সম্প্রতি পুনরায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে এ দুটি দেশের সীমান্তরেখায়। কিন্তু কেন? সেই সুলুক সন্ধান করছেন বিশ্লেষকেরা।

গত ৯ ডিসেম্বর ভারতের অরুণাচল প্রদেশের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) ভারতীয় ও চীনা সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কেউ নিহত না হলেও বেশ কয়েকজন সৈন্য আহত হয়েছেন। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর মতে, প্রায় ২০ জন ভারতীয় সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছেন। চীনা সৈন্যদের মধ্যে আহতের সংখ্যা জানা যায়নি।

এই সংঘর্ষের পর থেকেই মূলত ভারত-চীন সীমান্তের এলএসি আলোচনায় উঠে এসেছে। চীন কেন এই অঞ্চল দখলে নিতে চায়, অন্যদিকে ভারত কেন তার নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে চায় নাড়এ সবই মূলত আলোচনার বিষয়।

অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং সেক্টরের এলএসি বরাবর কিছু এলাকায় 'মতবিরোধপূর্ণ' ক্ষেত্র রয়েছে। এসব এলাকায় উভয় পক্ষই নিয়ন্ত্রণ দাবি করে নিয়মিত টহল দেয়। ২০০৬ সাল থেকে এই প্রবণতা বেড়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) সেনারা এলএসির সঙ্গে যুক্তকারী তাওয়াং সেক্টরে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ দাবি করেন এবং ভারতীয় সেনাদের চ্যালেঞ্জ করে বসেন। এর পরই মূলত সংঘর্ষ শুরু হয়। ওই সময় চীনের অন্তত ৬০০ সৈন্য টহল দিচ্ছিল। ভারতের সৈন্যসংখ্যা জানা যায়নি।

বলে রাখা প্রয়োজন, অরুণাচল প্রদেশকে ভারতীয় একটি রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করে দিল্লি। কিন্তু বেইজিং এই অঞ্চলের প্রায় ৯০ হাজার বর্গকিলোমিটার দক্ষিণ তিব্বত বলে দাবি করে।

এর আগে এই অঞ্চলে সর্বশেষ সবচেয়ে মারাত্মক সংঘর্ষটি ঘটেছিল ২০২০ সালের জুনে।

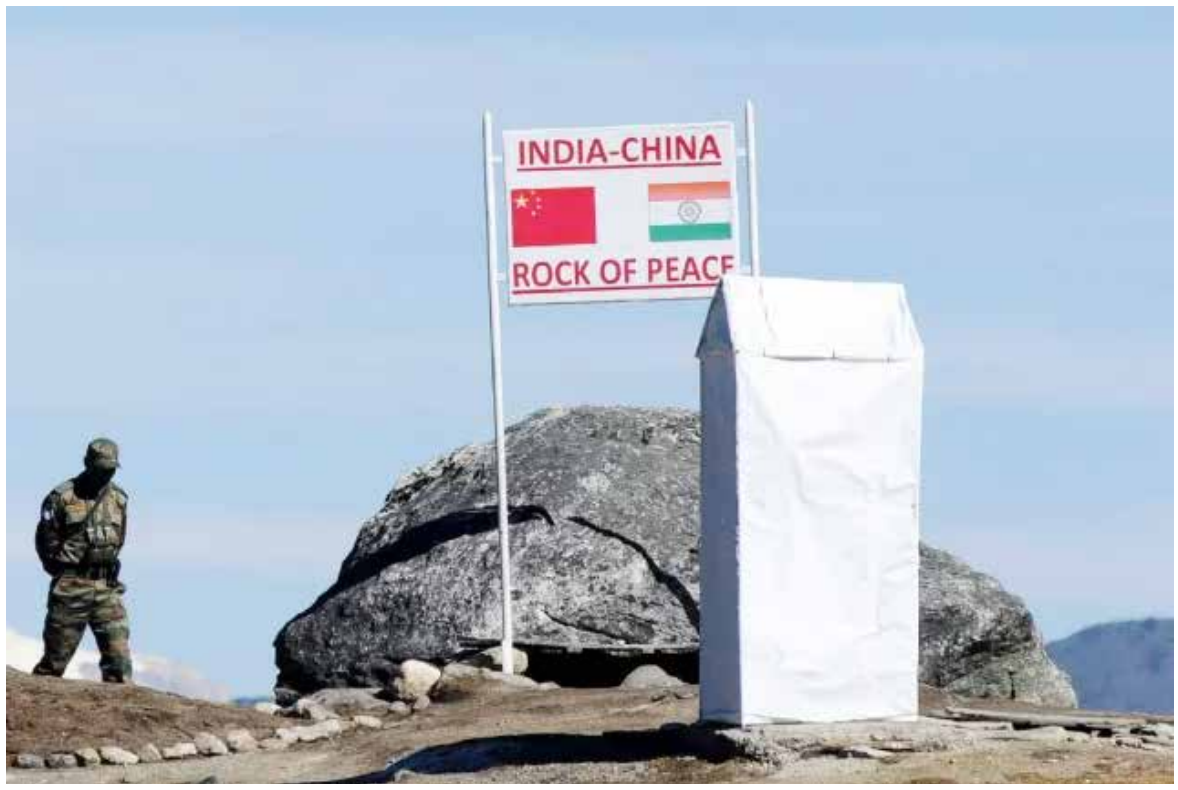

অরুণাচল প্রদেশে ভারত-চীন সীমান্তে নজর রাখছে একজন ভারতীয় সৈন্য। ছবি: এএফপি

ওই সময় গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিলেন। আর চীনের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ছিল ৪০ জনের বেশি। এই রক্তক্ষয়ী ঘটনার পর প্যাংগং লেকের দক্ষিণ তীরসহ বেশ কয়েকটি সীমান্তসংলগ্ন স্থানে দুই দেশের সেনারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ওই ঘটনার পর দুই দেশের কর্মকর্তারা বৈঠকে বসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।

অতীতে ভারতের গালওয়ান নদীর উপত্যকা ঘিরে আরও একবার ভারত-চীন বাহিনী সংঘর্ষে জড়িয়েছিল। ১৯৬২ সালে সংক্ষিপ্ত সীমান্ত যুদ্ধের পরে চীন এটি দখল করেছিল। ভারত দাবি করে, উপত্যকাটি তাদের কাছে পরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চীনরা এখনো সেটির দখল অব্যাহত রেখেছে। গত ২৫ মে চীনের রাষ্ট্রপরিচালিত সংবাদপত্র গ্লোবাল টাইমস বলেছে, গালওয়ান উপত্যকাটি চীনের অঞ্চল।

গত ৯ ডিসেম্বরের সংঘর্ষের পর ভারতের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে চীন। দেশটির পিপলস লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) ওয়েস্টার্ন থিয়েটার কমান্ডের মুখপাত্র লং শাওহুয়া বলেছেন, 'চীনা সৈন্যরা সেখানে নিয়মিত টহল দিচ্ছিল। কিন্তু ভারতের সৈন্যরা অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করেছিল, যার ফলে সংঘর্ষটি বেধেছিল।'

তবে চীনের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি স্পষ্টভাবে চীনকে অভিযুক্ত করে বলেছেন, 'চীন একতরফাভাবে সীমান্ত অস্থিতিশীল করে তুলছে। পিএলএ সৈন্যরা তাওয়াং সেক্টরে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় একতরফাভাবে নিয়ন্ত্রণ নিতে চেয়েছিল বলেই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে।'

যা হোক, এসব পাল্টাপাল্টি অভিযোগের মধ্যেই ভারতীয় কমান্ডারেরা চীনা প্রতিপক্ষের সঙ্গে পতাকা বৈঠক করেন। বিরোধপূর্ণ এলাকায় যাতে 'শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থা' মেনে চলা হয়, সে ব্যাপারে বৈঠকে আলোচনা করেছেন তাঁরা।

চীনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে। লং শাওহুয়া দাবি করেছেন, স্থিতিশীল করতে চীনা সৈন্যরাই ভূমিকা রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের সেনারা পেশাদার, দৃঢ় ও মানসম্মত। তারাই পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে সাহায্য করেছে।'

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য বিভাগের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'দুই পক্ষই কূটনৈতিক ও সামরিক চ্যানেলের মাধ্যমে সীমান্ত বিষয়ে নিবিড় যোগাযোগ রাখছে। আমার জানামতে, পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক।'

তবে পরিস্থিতি কত দিন স্বাভাবিক থাকবে, সেটিই এখন প্রশ্ন। কারণ অতীত ইতিহাস বলছে, এই অঞ্চলে দুটি দেশের সীমান্তরক্ষীরা বারবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে এবং উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে। তার মানে, ভবিষ্যতেও কি এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই থাকবে এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পরিস্থিতি শান্ত করবেন?

ভারত ও চীনের মধ্যে ৪ হাজার কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। তবে বিরোধের শিকড় রয়েছে এলএসি ঘিরে। সুতরাং এলএসি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। কারণ এই রেখাই মূলত চীন ও ভারতকে আলাদা করেছে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, এলএসি সম্পর্কে দুই দেশের সেনাদের মধ্যেই স্পষ্টতার অভাব রয়েছে। তারা নিজস্ব ধারণার ওপর টহল দিচ্ছে এবং যখন-তখন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গত বছরের অক্টোবরে জিয়াংজি অঞ্চলে বিপুলসংখ্যক চীনা সেনা টহল দিচ্ছিল। কিন্তু ভারতীয় সেনারা মনে করে এই অঞ্চলে তাদের। এই ধারণা থেকে তারা বেশ কয়েকজন চীনা সৈন্যকে আটক করে রেখেছিল।

এলএসি সম্পর্কে ভারতীয় সেনাদের যে স্পষ্ট ধারণা নেই, সেটি স্বীকার করেছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। গত ৯ ডিসেম্বরের সংঘর্ষের পরে ভারতীয় প্রতিরক্ষা *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ভারতে চালু হলো নাকে দেয়ার করোনা টিকা

নয়াদিল্লী: সম্প্রতি চীনে কভিড সংক্রমণ বাড়ছে। দেশটিতে এরই মধ্যে হাসপাতালে রোগীর ভিড় বাড়তে শুরু করেছে, শুরু হয়েছে ওষুধ সংকট। এমন পরিস্থিতিতে নাকে নেয়ার করোনা ভ্যাকসিন দেয়া শুরু করেছে ভারত। শুক্রবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় টিকা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে।

ফার্স্টপোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ইনকোভ্যাক নামের এ টিকা নিতে গেলে সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে না। দুই ফোঁটা তরল শ্বাসের সঙ্গে টেনে নিলেই টিকাদান সম্পন্ন হবে।

গত নভেম্বরে ড্রাগস কন্ট্রোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া (ডিওজিআই) সীমিত পরিমাণে ব্যবহারের শর্তে টিকাটির অনুমোদন দেয়। এটি ভারতের প্রথম বুস্টার ডোজ। আপাতত ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের এ টিকা দেয়া হবে।

দেশটিতে সিরাম ইনস্টিটিউটের কোভিশিল্ড ও কোভ্যাক্স, ভারত বায়োটেকের কোভ্যাক্সিন,

রাশিয়ার স্পুটনিক ভি এবং বায়োলজিক্যাল ই লিমিটেডের কর্বেভ্যাক্স কোভিন টিকাগুলো দেয়া হচ্ছে।

এবার তালিকায় যুক্ত হলো ভারত বায়োটেকের নতুন ন্যাজাল ভ্যাকসিন ইনকোভ্যাক। যারা দুই ডোজ কোভ্যাক্সিন কিংবা কোভিশিল্ড টিকা নিয়েছেন, তাদের বুস্টার ডোজ হিসেবে এ টিকা দেয়া হবে।

দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকিতে পাকিস্তান

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ক্রমাগত কমতে থাকায় পাকিস্তানের দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেড়েছে। দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের (এসবিপি) হাতে এখন যে পরিমাণ রিজার্ভ আছে, তা দিয়ে সাকল্যে এক মাসের আমদানি ব্যয় পরিশোধ করা যাবে।

দ্য ডনের খবরে বলা হয়, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমান্বয়ে কমছে। সর্বশেষ গত ১৬ ডিসেম্বরের হিসাব অনুযায়ী, রিজার্ভ ৫৮ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার কমে ৬১০ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। এসবিপি গত বৃহস্পতিবার জানায়, তাদের রিজার্ভ এখন ২০১৪ সালের এপ্রিলের পর সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। গত এক বছরে এসবিপির রিজার্ভ ১ হাজার ১৬০ কোটি ডলার কমেছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ ছিল ১ হাজার ৭৭৭ কোটি ডলার।

চিকেন টিক্কা মাসালার জনক আর নেই

লন্ডন: জনপ্রিয় খাবার চিকেন টিক্কা মাসালার প্রবর্তক আলি আহমদ আসলাম মারা গেছেন। গত ১৯ ডিসেম্বর সোমবার তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। ব্রিটেনের গ্লাসগোয় অবস্থিত আলি আহমদ আসলামের শিশমহল রেস্তোরাঁর পক্ষ থেকে তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।আসলামের মৃত্যুর পর শিশমহল রেস্তোরাঁটি ৪৮ ঘণ্টার জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, 'আলি আসলাম সোমবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে মারা গেছেন। তার মৃত্যুতে আমরা বিধ্বস্ত ও শোকাহত।' ২০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার গ্লাসগো সেন্ট্রাল মসজিদে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সরকারি কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তানে জন্মেছিলেন আলি আসলাম। কিন্তু ছোট বেলাতেই চলে যান গ্লাসগোয়। বড় হওয়ার পর একটি রেস্তোরাঁ চালু করেন তিনি। নাম দেন শিশমহল। ১৯৬৪ সালে নিজের রেস্তোরাঁ নিতান্ত পরীক্ষামূলকভাবেই নতুন একটি রেসিপি তৈরি করেন। যা ছিল চিকেন টিক্কা মাসালা। বেশ সাড়া ফেলে এই রেসিপি, ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে। এরপর খাদ্যরসিক মহলে 'মিস্টার আলি' নামে পরিচিতি পান আলি আসলাম।সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস

আসন্ন সামার মওশুমের এয়ার টিকেট এর সেল চলছে

সবচেয়ে কম দামে, এয়ার টিকেট বুকিং চলছে

Compare and Book Tickets with Kuwait Airways

LOWEST FARE

এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস-ই দিচ্ছে সবচেয়ে কম দামে, এয়ার টিকেট বুকিং।

IATA APPROVED

নিরাপদ ভ্রমনের জন্য সর্বোচ্চ আস্থায় বিমানের টিকেট পেতে এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস।

16+ YEARS EXPERIENCE

আমরা গত ১৬ বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্বশ্রততার সাথে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়-

এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস

Web: www.digitaltraveltour.com
Call now: (718) 721 2012, (917)4597181
Office: 25-78 31st Street New York, NY 11102

BOOK TICKETS
718-721-2012

সুমন শামসুদ্দিন এর কবিতা

নিঃসঙ্গতা

সঙ্গীবিহীন একটি ভ্রমর হারায় পথের দিশা।
একটি শালিক নিত্য ঘোরে আমার বাড়ির পাশে।
চন্দ্রাহত সাথী তাদের চোখে অমানিশা!

একটি ফড়িং রোজ বিকেলে বসে এসে ঘাসে।
সেই ঘুঘুটা রোজ সকালে ডাকতো বাড়ির কাছে।
আটক চড়ুই পাখির চোখে সাথীর মুখটি ভাসে।

বন-ময়ূরী মেলে পেখম হারায় ময়ূর পাছে!
অধীর চাতক উড়ছে একা অকূল বিলের চরে।
কাকাতুয়া নিথর বসে সাথী আসবে কাছে!

অধীর হয়ে পায়রা ডাকে সঙ্গিনী নেই ঘরে!
ইউরেশীয়-গুলিন্দাটা ফিরছে দেশে একা,
তবু খোঁজে সাথীরে তার যদি চোখে পড়ে!

প্রতি বিহান কাটে আমার দৃষ্টে গগনরেখা।
সাঁঝ পেরোলে ভাবি জীবন সঙ্গীহীনই লেখা!

অভিসার

শিহরিয়া উঠি তুমি কুহুকুহু ডাকো;
প্রতিক্ষণে পলকে যে সুখছবি আঁকো।
দেহযষ্টি পলে পলে বাঁকে বাঁকে নাচে;
ঘন ঘন প্রতি শ্বাসে কপোলেরই আঁচে।

কেশবতি পদে পদে ঢাকো মুখখানি;
দুরু দুরু কাঁপে বুকও দুটি আঁখি রানী।
উরু গলে চিবুকেও ঘামে ভিজে কাঁধ;
আলিঙ্গনে নিষ্পেষণে মানে নাকো বাঁধ।

ভালোবাসা অভিসারে মাতোয়ারা ঢলে;
চখাচখি মধুরিত মাতামাতি চলে।
রক্তজবা নিংড়ে পড়ে সুখনদী ধারা;
পরিনীতা স্বর্গবাসে বৃথা তুমি ছাড়া।

অনুরাগের সুর

প্রসুপ্ত এক অনুভূতি দিচ্ছে উঁকি মনে,
সপ্তরঙা সুরের তালে ভাবনা জাগার ক্ষণে।
শুরু তখন হবে, যখন সময় হবে জানি,
শেষ হলে তা আবার শুরুর উপলক্ষ মানি।

যখন তখন আসবে কাছে সেটাই ভালোবাসি,
এখন তো নয়, বললে পরে বাঁজবে না তো বাঁশি!
আমার যে সব তোমার যেনো, তুমি শুধু আমার,
হৃদয় দিয়ে গড়বো তোমার ভালোবাসার খামার।

চাঁদ যদি না ওঠে যেনো তুমি আমার চাঁদ,
জোছনা রাতে হাঁটবো দুজন আকাশ হবে ছাদ।
বাঁশির সাথে বাজবে তোমার হাতের সকল চুড়ি,
পাহাড় খুঁজে এনে দেবো সাতশো গোলাপ কুঁড়ি।

শুরু যখন হলো তোমার অভিসারের লগ্ন,
নেই কোনো শেষ, থাকবো তোমার অনুরাগে মগ্ন!

আরণ্যক প্রেম

শব্দরা সব ঘুমিয় পরেছে,
আমার সাথে গোপনালাপে রত শুধু
তোমার বুকের উষ্ণশোণিতপূর্ণ ধুকপুকানি!
ফিসফিসিয়ে অন্ধকারের গোপন ইঙ্গিত যেনো আলোর
গতিতে আমার ধমনী, শিরা, উপশিরায়,
অতীন্দ্রি চৌম্বকীয় আলোক তরঙ্গের ঝড়!

তোমার গ্রীবা আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে
মুহূর্মুহু উদ্দিপিত করছে আমাজন লিলির উন্মত্ততায়;
আর আমি তার পত্র পেল্লায়
স্বচ্ছ জলবিন্দুসম নিদ্রি হৃদয়ে স্পন্দমান অনুপল!

আমার প্রতিটি লোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
তোমার রেশমপ্রতিম দেহপল্লবের শিহরণ!
যেনো পারিজাতের নিসর্গ বিভোল আর
মধুমক্ষিকার সঞ্চারিত গুঞ্জন।

প্রহেলিকাময় অন্ধকারে শুধুমাত্র
একটি প্রচ্ছন্ন পিঙ্গল চাহনি!
গুপ্ত ঘাতকের মতো আমার অলিন্দে অহর্নিশ লহুক্ষরণে
অসহিষ্ণু অধীর!

পৌরাণিক তাম্রলিপিতে ক্ষোদিত
আদিম উদ্দামতা;
ভালোবাসার স্পর্শানুভূতির জৈব-নির্যাসে
ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে!
আর প্রস্ফুটিত হয়
বহুরঙা সাত সহস্রাধিক বুনোফুল!

বেপরোয়া বিবেক

কবিতার সাথে প্রেম হলো বলে স্বজন করেছে পর!
আপন নিবাস নিকৃত হয়ে জোর করে যাযাবর!
স্বার্থের টানে দয়িত স্বজন বিস্ময় চোখে চায়!
আত্ম অংশ করতল হলে নিজালয় খুঁজে পায়!

গ্রহপতি রোজ উদ্ভাসে ভূমি তবু নেই কোনো পর্ব!
নিষিক্ত করে বর্ষণে ভূমি মেঘতো করে না গর্ব!
পথের বক্ষে চলাচল কতো গাড়ি-ঘোড়া, তরী, রথ;
শত পদাঘাত সয়ে যায় তবু সদা চেয়ে থাকে পথ।

উদার মলয় জুড়ায় হৃদয় শীতল হয় যে প্রাণ;
বিনিময় সেতো চায় না কখনো দিবানিশি করে ত্রাণ।
প্রকৃতি কখনো করেনা কামনা অর্পণে তার শান্তি!
অথচ মানুষ অবিচারে রত অস্বীকারে ভুল ভ্রান্তি!

জগতের যতো বিদ্যমানতা উত্সর্গিত ছন্দে!
শুভবিবেচক মানুষই শুধু আত্মম্ভরি দ্বন্দ্বে!

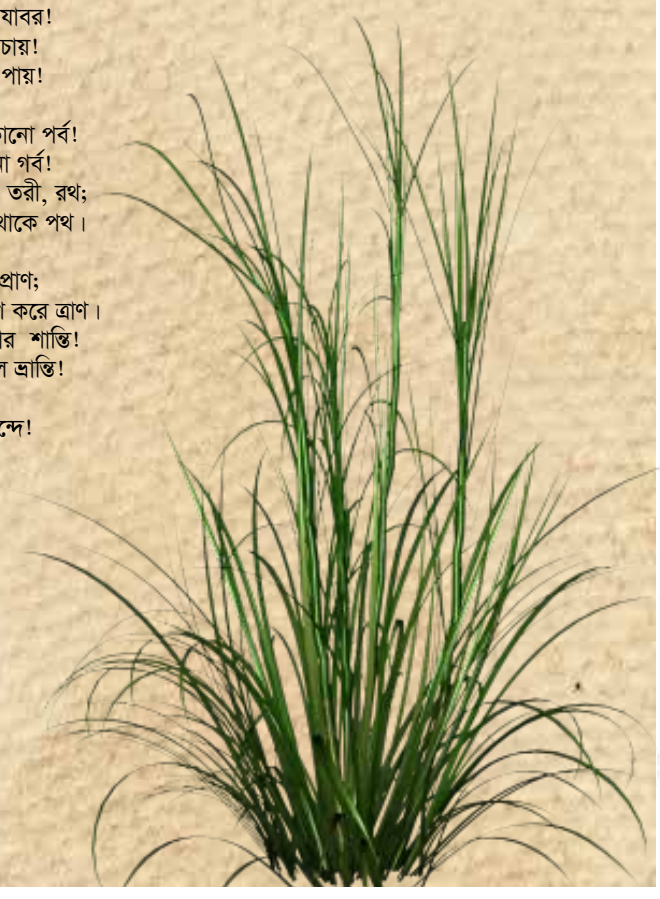

নবডঙ্কা

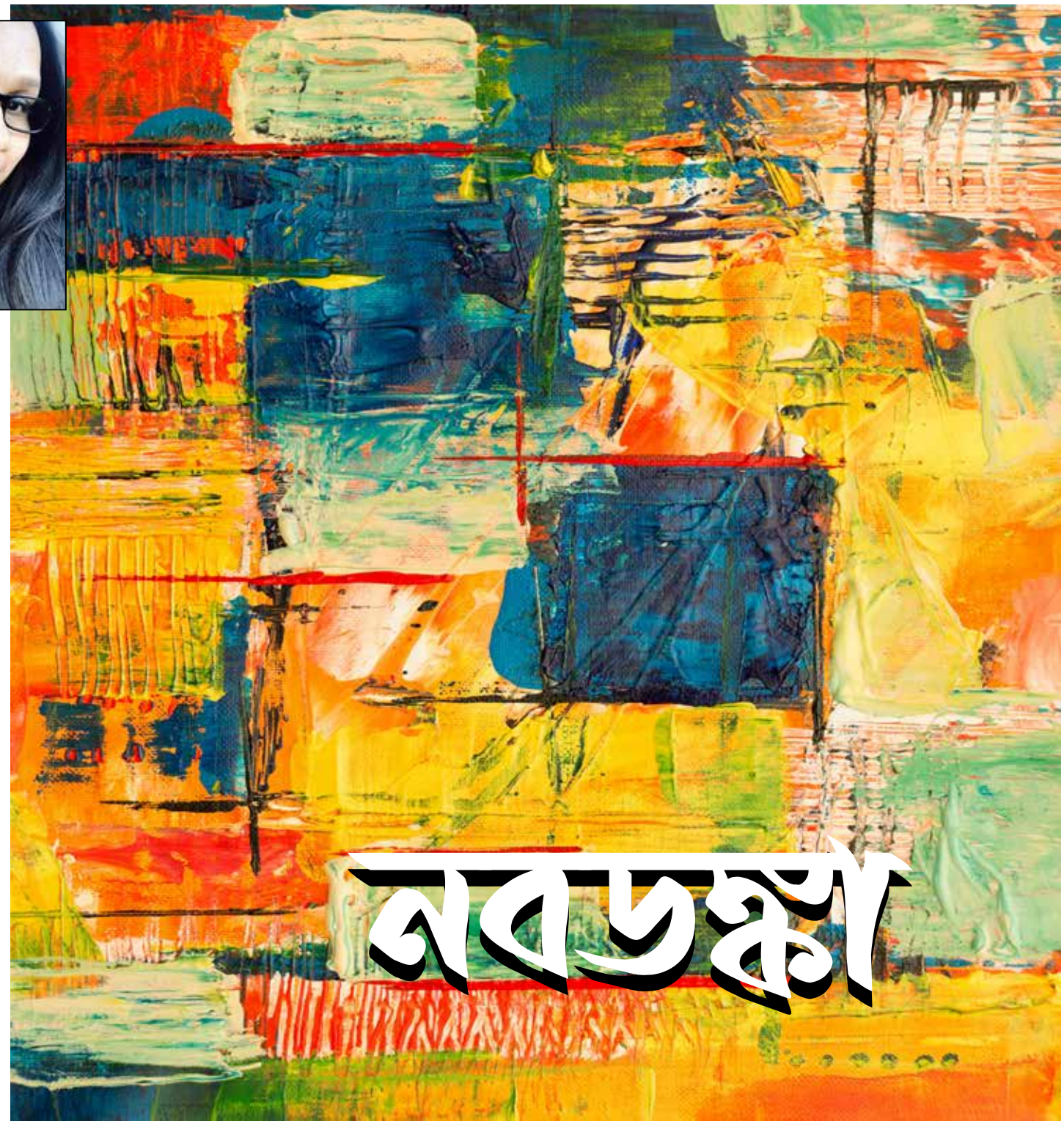

এইচ বি রিতা

অবিচ্ছিন্ন আলোর মাঝে শূন্যতার ছোঁয়া-নসিমনকে ঘুরে ফিরে নিজের সাথেই বিলাপ করায়। ছোটবেলার চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত অঙ্কের হিসাবে পরিশেষে কিছু একটা ফলাফল তুলতে পারলেও, তা একটা সময়ে জীবনের দেনা-পাওনার হিসাবে অঙ্ক কষার মতই কোন নির্দিষ্ট ফলাফল তুলে না। ঘটনা, পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই ফলাফল হয় ভিন্ন। এবং সেই ভিন্ন ফলাফলও কারো জন্য গ্রহণযোগ্য আবার কারো জন্য গ্রহণযোগ্য হয় না।

তাই বলে কী জীবন থেমে থাকে? থাকে না।

নসিমন ভাবে, জীবন যুদ্ধের এই যে লড়াই, তাতে বিজয়ের ঘন্টা যতবারই বেজেছে, ঠিক ততবারই তার মেরুদণ্ডের ছাব্বিশটি কশেরুকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে খবর কে রাখে? মানুষ কেবল শুনে ঘন্টার ধ্বনি।

নসিমনের আজ আরো একটা অপেক্ষার দিন। অপেক্ষার বেলা শেষ হবে না জেনেও, সেই দুপুর থেকে পরিপাটি সেজে বসে আছে, আজ যে তার জন্মদিন।

নসিমনের স্মৃতিতে ভেসে চলেছে ছোটবেলার সেই ছোট্ট ছোট্ট আনন্দময় দিনগুলোর কথা। জন্মদিন এলেই ছোট একটা কেইক আনা হতো বাসায়। ভালোবেসে মা ক'টা নগদ টাকা দিতেন। বন্ধুরা নিয়ে আসতো কলম, নোটবুক, গল্পের বই। নিম্নবিত্ত পরিবারে খুব ধুমধাম করে জন্মদিন পালন করার রেওয়াজ না থাকলেও, ভালোবাসা ও স্নেহের মমতা সবটুকুই ছিল। মনে পড়ে, জন্মদিনের দিন সকাল হতেই মা খুব যত্ন করে চুলে বিনুনি করে দিতেন, সাথে প্লাস্টিকের ফুলযুক্ত ক্লিপ। বড় খালা জামা কিনে নিয়ে আসতেন, সাথে কেইক। সেগুলোই হতো তার খুশির কারণ।

নসিমনের বয়স তখন সতেরো, সবে স্কুল পাস করে বেড়িয়েছে। চোখে তখন তার রঙিন স্বপ্ন আকাশে উড়ার। কিন্তু পাখা মেলে উড়ার আগেই তাকে বন্ধী করে দেয়া হলো খাঁচায়। সেই খাঁচায় সমস্ত কিছুর মালিক হয়ে গেল কোন এক অজানা মানুষ। দুরন্তপনা কৈশোরী মেয়েটির যখন বন্ধুদের সাথে রিকশায় চড়ে আইসক্রিম হাতে অহেতুক হেসে কুটিকুটি হবার কথা, তখন সে সংসারের হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে চাল-ডালের হিসাব করতে ব্যস্ত।

নসিমন ছিল তার দাদির প্রিয় নাতনি। বয়স ৮৫-এর কোঠায় হলেও পারিপার্শিক অবস্থা নিয়ে দাদি ছিলেন বড্ড সচেতন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। তাই প্রায়শই নসিমন যখন দাদির মাথায় চুলে নারকেল তেলে বিলি কেটে দিত, দাদি বিড়বিড় করে অনেক ওজনদার কথা বলত। সেসব কথার কোনটাই নসিমন বুঝতো না। তবু মন দিয়ে শুনতো দাদির কথা।

দাদি বলতেন, নসিমন রে! সময়ের স্রোতে তাল মিলিয়ে পথ চলবি।তা না হলে কোন এক নির্দিস্ট স্থানে-কোণে আঁটকে যাবি।

নসিমন মুখ গুমরা করে বলত, কিসের তাল দাদি?

নাতনির প্রশ্নে দাদি যেন আরো কিছু বলার সুযোগ পেতেন! এই 'তাল' সেই তাল নয় রে নসিমন যা দিয়ে মুখরোচর নানান স্বাদের খাদ্য তৈরি হয়। এই 'তাল' হলো সেই তাল, যা সঙ্গীত বা নৃত্যে একটি ছন্দের নিয়ামক এবং ছন্দের অংশাদির আপেক্ষিক লঘুত্ব বা গুরুত্বের নির্ধারক কে বুঝায়। নসিমনের মাথায় কিছুই ঢুকতো না। তবু দাদি বলেই যেতেন,

শোন নসিমন! বড় হচ্ছিস। কয়দিন পর বিয়ে হবে শশুর বাড়ি যাবি। সেখানে সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। তবে মনে রাখবি, কারো কাছে কখনো মাথা নত করবি না। কেউ অন্যায়ে কষ্ট দিতে চাইলে আওয়াজ দিবি। নইলে মানুষ সবুজ দুর্বা ঘাসের মতোই তোকে মাড়িয়ে যাবে।

দাদি বলতেন, চলতি পথে কখনোই কারো প্রয়োজনে থেমে যাবি না। নিজ গতি ধরে রাখতে হবে। প্রয়োজনে চলতি পথের প্রতিবন্ধকতায় প্রতিপক্ষকে ধাক্কা মেরে নিজে সামনে এগোবি। থামবি না।

নসিমন-নামটাও ভালোবেসে দাদি-ই রেখেছিলেন। দাদির নামে নাতনির নাম-নসিমন।

আজ নসিমনের দাদির কথা খুব মনে পড়ে। সেদিনের ওজনদার কথার মূল্য দিতে না পারায় কষ্ট পায়।

হ্যাঁ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অজানা মানুষটির হাত ধরে নতুন এক জগতে চলে এসেছিল নসিমন। বিয়ের ক'মাস আগে দাদি গত হয়েছিলেন, তাই বিয়ের দিন মা বলে দিলেন, শোন মেয়ে! স্বামীর কথা শুনতে হবে, শ্বশুর-শাশুড়ির কথা শুনতে হবে। ওরাই এখন তোমার আপনজন।

অপরিণত বয়সে বিয়ে হলেও নসিমন খুব বুঝতে পেরেছিল, শ্বশুর পক্ষই এখন তার সব কিছু। আর তাই গুছানো একটি সংসার গড়তে সকলের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠলো সে।সবার মন রেখে চলা, সেবাযত্ন করা হয়ে উঠলো তার নিত্যদিনের রুটিন।

বিয়ের প্রায় মাসখানেক পার হওয়ার পর-ই নসিমন অজানা মানুষটিকে ভালবাসতে শুরু করে। মানুষটি কখন বাড়ি ফিরবে, কি খাবে, কখন তাকে নিয়ে গল্প করবে, বাইরে ঘুরতে যাবে, শখের জিনিসটা কিনে দিতে চাইবেইত্যাদি নানান বিষয়গুলো নসিমনকে ভাবাতে শুরু করে। মানুষটা কাজে যাওয়ার পরই সে অস্থির হয়ে উঠে। তার মন খারাপ হয়। অপেক্ষায় থাকে কখন মানুষটা ঘরে ফিরবে। প্রায়ই আশায় থাকে, মানুষটা হয়তো হাতে করে তার জন্য চকোলেট নিয়ে আসবে।

সব আশা যদি মানুষের পূরণ হতো, তবে কী আর মানুষ বাঁচার জন্য লড়াই করতো? পানসে হয়ে যেতো বেঁচে থাকার কারণ।

গভীর রাতে মানুষটা কাজ শেষে বাড়ি ফিরে খালি হাতে। এসেই ক্লান্তি নিয়ে তড়িঘড়ি ঘুমাতে যায়। প্রায় রাতেই সে খেয়ে ফিরে বন্ধু-কলিগদের সাথে। এদিকে নসিমন তার সাথে বসে খাবার অপেক্ষায় থাকে রোজ।

এভাবেই দিনের পর দিন সোহাগ বঞ্চিত নসিমন রাতভর হাতের নখ খুঁটে চোখের কোলে কান্নার বালিহাঁস জমায়।

তারপর ভোর হতেই আবারো একটি দিন অপেক্ষায় থাকে সে, হয়তো আজ মানুষটা হাতে করে প্রিয় খাবারের প্যাকেটটা নিয়ে আসবে, কিংবা বাড়ি ফিরে জানতে চাইবে-সে খেয়েছে কিনা!

এমন কত ভাবনায় সময় পার হয়ে যায়, পার হলো গুনে গুনে তিনটি বছর। এভাবেই ভাবতে ভাবতে প্রায়ই সে ঘুমিয়ে পড়ে মানুষটির পাশের বালিশটিতে।

এসব কথা মা'কে বলা হয় না। বলবে তো কী বলবে? কী অভিযোগ করবে? মানুষটা ভালো চাকরি করে। নেশামুক্ত। পরিবারে কোন অভাব রাখেনি। এসব আবেগী আহ্লাদের আবদার, ছোট ছোট বায়না, খুনসুটি, রোমন্থনে আলাপে রাত পারি দেয়া-এসব কী বলার মতো কিছু? নাকি অভিযোগের কারণ?

তাছাড়া, যে মা'কে কোনদিন মাথার কাপড় নামিয়ে চোখে চোখ রেখে বাবার সাথে কথা বলতে দেখেনি নসিমন, যে মা সংসার জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়েছেন রান্নাঘরে, সে মা-ই বা কতটা বুঝবেন নসিমনের জীবনের ঘাটতি ঠিক কোথায়!

একে ঘাটতি বলাও কী ঠিক হবে? এই যে কত শত কোটি মানুষ তাদের জীবনের পুরেটাই পার করে দিচ্ছেন পাশের বালিশে শূন্যতা নিয়ে, তারা কী অভিযোগ করেছে কখনো? নিজের মা'কে দিয়ে ভাবলেই অবাক হয় নসিমন। এই মানুষটাকে কখনো স্বামীর সাথে হেসে কুটিকুটি হতে দেখেনি সে। একটি অনুগত ছাত্রীর মতো যেন পালন করেছে সব নির্দেশনা।

সেদিন রান্না শেষ করতে দেরী হওয়ায় উনুন থেকে ছিটকে পড়া মাছের ঝোলের গরম পাত্রটি-পুড়িয়ে কী দেয়নি মায়ের হাত? পাত্রটি যে নিজে নিজে ছিটকে পড়েনি, তা তো পাগলেও বুঝে। সে পোড়া ঘা থেকে সেরে উঠতে মা'কে মাসখানেক যন্ত্রণা পোহাতে হয়েছে। ঘরের কাজ তো আর থেমে থাকেনি, পোড়া ঘা নিয়েই থালা-বাসন ধুয়া থেকে কাপড় পর্যন্ত কাচতে হয়েছে।

দাদি দেখে গেছেন বংশ পরম্পরার এসব ধারাবাহিক পারিবারিক চিত্র। তাই যখন ছেলের ঘরে মেয়ে সন্তানের জন্ম হলো, দাদি ভীষণ খুশি হয়ে গেলেন। আদর করে নাম রাখলেন, নসিমন। দাদি বলতেন, 'বংশের রক্ত প্রবাহিত হয় পুরুষ পরম্পরায়। সুতরাং বংশের রক্তের ধারক এবং বাহক হলো পুরুষ। আর তাই আমি চাইনা আমার একমাত্র ছেলের ঘরে আর কোন পুরুষের জন্ম হোক। একটা মেয়ে হয়েছে, এই বেশ!'

ছেলের বৌ'কে বলতেন, নসিমনের মা! আর বাচ্চার দরকার নাই তোমার। নসিমনের মা'ও তাই শুনলেন। একমাত্র মেয়ে নসিমনকে দিয়েই বংশ পরম্পরা থামিয়ে দিলেন।

রাত প্রায় ২টা। ছাইপাঁশ ভাবতে ভাবতে নসিমনের চোখে ঘুমের ঢল নেমে আসে। মানুষটা এখনো বাড়ি ফিরেনি।

বাইরে ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই বিরাজ করছে হিমেল হওয়ার সাথে কন কন ঠাণ্ডা। দুপুরের পর থেকেই আকাশের গোমড়া মুখ-জানান দিচ্ছিল আজ বৃষ্টির দিন। অবশেষে মধ্যরাতে শুরু হলো মাঘের ঝুম বৃষ্টি।

জানালার পাশে দাঁড়াতেই দেখল, নিমাই কাকা ছাতা মাথায় ভিজে জবুথবু হয়ে ঘরে ঢুকছেন। নসিমন যে বাসায় থাকে, তার থেকে এক হাত দূরত্বে বাস করেন নিমাই ঘোষ। পাড়ার সবাই নিমাই কাকা বলেই ডাকেন। সেই নিমাই কাকার রয়েছে টিনের চালার একটি ঘর। একা মানুষ, ৭০ বছর বয়সেও ভ্যানে করে সবজি বিক্রি করে টানছেন জীবনের ঘানি। কানাঘুষায় শুনেছে, নিমাই কাকার একমাত্র তরুণী মেয়েটা নাকি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছিল সেই বছর চারেক আগে। তার আগেই স্ত্রী গত হয়েছিল অসুখে। সেই থেকে নিমাই কাকা কম কথা বলেন। পাড়ার কারো সাথে দেখা হলে মাথা নামিয়ে পাশ কাটিয়ে যান। শুধুমাত্র কোন তরুণী মেয়েদের দেখতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। নসিমন কয়েকবার কথা বলতে চেয়েও বলতে পারেনি। আচ্ছা, কী হয়েছিল মেয়েটির?

নিমাই কাকার টিনের চালায় বৃষ্টি পড়ছে টুপুরটাপুর শব্দে। তবে আজ বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস হচ্ছে বলে বৃষ্টির শব্দে ছন্দপতন হচ্ছে। যে বৃষ্টির শব্দ নসিমনকে আপ্লুত করতো, আজ সেই শব্দে কেমন উত্থান-পতন বেসুরা সুর। জানালার পাশে বারান্দার টবে রাখা গোলাপ দুটিও-বৃষ্টিতে নেচে নেচে দুলছে। বৃষ্টির ছন্দের তাল-লয় ছেড়ে নসিমন তাকিয়ে আছে গোলাপ দুটির দিকে।

ওদিকে-একটি গিরগিটি ছাদে গা ঘেঁষে আছে। নসিমনকে নজরে পড়তেই হুট করে রঙ বদলে ফেলল। সম্ভবত ঠান্ডার কারণে দেহে তাপ শোষণ করতে গিরগিটিটি কালো রঙা হয়ে গেছে। গরম হলে হয়তো হালকা রঙা হতো। সে হালকা রঙটা কেমন হতো?

রাত ৩টা। নসিমনের এখন ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু সে তাকিয়ে আছে ছাদে ঝুলন্ত গিরগিটির দিকে। গিরগিটি-টিও স্থির হয়ে দেখছে নসিমনকে।

এবার গিরগিটি তার রঙ বদলাতে শুরু করেছে। নসিমন তখনো তাকিয়ে আছে।

নিউ ইয়র্ক ডিসেম্বর ২০২২

সমস্যাটা মনে হয় আমার

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সবকিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছে সমস্যাটা মনে হয় আমার একান্তই নিজস্ব। অন্য কাউকে এই সমস্যাটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে দেখছি না।

বিষয়টা একটু খুলে বলা যাক। একেবারে হঠাৎ করে দেশে একটা নির্বাচন নির্বাচন ভাব চলে এসেছে। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের জন্য এটা খুবই ভালো খবর। বুদ্ধিজীবীদের লেখালেখি এবং টেলিভিশনে টক শো করার জন্য সবসময় কিছু বিষয়ের দরকার হয়। দেশে নির্বাচন নির্বাচন ভাব চলে আসার কারণে বুদ্ধিজীবীরা লেখালেখি করার জন্য নানারকম বিষয়ের একটা বিশাল বড় সাপ্লাই খুঁজে পেয়েছেন। সরকার, ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং আওয়ামী লীগও এ উপলক্ষে তাদের লেখার নতুন নতুন বিষয় তৈরি করে দিচ্ছে। বুদ্ধিজীবীরা এখন সেই বিষয়গুলো নিয়ে লিখছেন এবং আমি সেগুলো খুবই মনোযোগ দিয়ে পড়ছি। আমি মনে মনে সবসময় আশা করে থাকি, তারা লেখাগুলো এইভাবে শেষ করবেন, 'আর যা-ই হোক আমরা আশা করি এই নির্বাচনে কোনো রাজাকার কিংবা রাজাকারের দল অংশ নিতে পারবে না। যে দলই নির্বাচিত হয়ে আসুক তারা হবে পুরোপুরি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল।' কিন্তু এই কথাগুলো কেউ লিখছেন না। তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন এবং আমাদের বোঝান যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে 'সাম্য'। কিন্তু কেউ এই কথাটা বলেন না যে রাজাকার, কিংবা রাজাকারের দলকে নিয়ে সেই 'সাম্য' দেশে আনা যাবে না। রাজাকারদের নিয়ে সাম্যের ভেতরে আর যা-ই থাকুক সেখানে মুক্তিযুদ্ধের ছিটেফোঁটা নেই। কাজেই দেশকে নিয়ে আমরা যা ইচ্ছে স্বপ্ন দেখতে পারি, কিন্তু সবার ঝেড়ে কাশতে হবে, অর্থাৎ আমতা আমতা না করে স্পষ্ট গলায় বলতে হবে, এই দেশে রাজাকারদের কোনো জায়গা নেই। (আমরা যারা ৭১-এর ভেতর দিয়ে এসেছি তারা জানি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী দলগুলোর মাঝে সবচেয়ে দরিদ্র অশিক্ষিত অনগ্রসর দলটি ছিল রাজাকার। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী যেকোনো দল কিংবা মানুষ সবাইকেই ঢালাওভাবে রাজাকার শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়।)

আমি এক-দুই জায়গায় যেখানে এই বুদ্ধিজীবীরা আছেন সেখানে রাজাকার কিংবা রাজাকারদের দল ছাড়া নির্বাচন করার কথাটি বলে দেখেছি। তারা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছেন, কেউ কেউ আমতা আমতা করে বলেছেন, 'জামায়াতে ইসলামী তো নিবন্ধন পায় নাই।' কেউ কেউ বলেছেন, 'এটা সরকারের ব্যাপার, সরকার নিজের স্বার্থে জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনি ঘোষণা করছে না,' আবার অনেকেই আমার কথা না শোনার ভান করে এদিক-সেদিক তাকিয়েছেন। বেশিরভাগ সময়েই পত্রপত্রিকায় কলাম লেখা বুদ্ধিজীবীরা আমার বক্তব্যটুকুই ধরতে পারেননি। তারা সবাই জানেন, শুধু ডিসেম্বর মাসে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে হবে, অন্য মাসে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে নেহাৎ ছেলেমানুষি ব্যাপার। বিশাল জনপ্রিয় কোটাবিরোধী আন্দোলনের সময় একজন তরুণ ছাত্র বুকের মাঝে 'আমি রাজাকার' লিখে দাঁড়িয়েছিল, সেই ছবি পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সবাই সেটাকে ব্যক্তিস্বাধীনতা হিসেবে সহজভাবে নিয়েছে। কারও সেটা নিয়ে সমস্যা হতে দেখিনি। গত নির্বাচনে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের লেখক সর্বজনশ্রদ্ধেয় ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নির্বাচন করেছে। সেই নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ধানের শীষ মার্কায় নির্বাচন করেছে, ড. কামাল হোসেন সেটা হতে দিয়েছেন। সেটাও পত্রপত্রিকা এবং তাদের কলাম লেখকেরা সবাই যথেষ্ট উদারভাবে নিয়েছেন। এই বিষয়গুলো চিন্তা করলে আমার রক্ত গরম হয় কিন্তু দেখি অন্য কারও সমস্যা হয় না। কাজেই আমার ধারণা হয়েছে, সমস্যাটা মনে হয় একান্তভাবেই আমার নিজস্ব! আমার মতো করে ভাবেন এরকম আরও মানুষ নিশ্চয় আছেন, তারা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে অপেক্ষা করেন কিন্তু আমার কাছে যেহেতু কাগজ-কলম আছে, আমাকে চুপ করে অপেক্ষা করতে হবে কে বলেছে?

প্রথমেই বলে দিই আমি শুধু ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধ এই ফিলোসফিতে বিশ্বাস করি না। আমি শুধু সারা বছর না প্রতি নিঃশ্বাসে মুক্তিযুদ্ধ এই ফিলোসফিতে বিশ্বাস করি। সেই তরুণ বয়সে আমি মাত্র লেখালেখি শুরু করেছিলাম, তখন একজন বয়স্ক লেখক খুবই বিরক্ত হয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার সমস্যাটা কী? যা-ই লেখো সেখানেই মুক্তিযুদ্ধ ঢুকিয়ে দাও, কারণটা কী?' বলাই বাহুল্য, আমি তাকে কোনো সদুত্তর দিতে পারিনি। যেহেতু আমার পৃথিবীর বিশাল ক্যানভাস ব্যবহার করে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করে সাহিত্য জগতে অমর হয়ে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, তাই কিশোর-কিশোরীদের জন্য কিছু লিখতে হলেই আমি কোনো একজন মুক্তিযোদ্ধার গল্প টেনে আনিড়সেই গল্পে রাজাকারদের জন্যের মতো শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিই! সেজন্য কোনো লাভ হয়নি সেটাও সত্যি না, অনেক কিশোর-কিশোরী আমাকে বলেছে তারা আমার বই পড়ে সেই অর্ধশতাব্দী আগে ঘটে যাওয়া বিস্মৃত মুক্তিযুদ্ধের জন্য এক ধরনের ভালোবাসা অনুভব করেছে, এর চাইতে বেশি তো আমি কিছু চাইনি।

আমি ৯৪ সালে যখন দেশে ফিরে এসেছি তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের দায়িত্বে ছিল ছাত্রদল। তারা সাহিত্য সপ্তাহের আয়োজন করে, সেখানে উপস্থিত বক্তৃতার বেশিরভাগের বিষয়বস্তু ছিল রাজাকারদের জন্য ঘৃণাসূচক। বক্তৃতা চলাকালীন সময়ে সেই বক্তব্য সহ্য করতে না পেরে ইসলামী ছাত্র শিবিরের একজন ছাত্রদলের এক নেতার পিঠে চাকু মেরে দিল। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন যোগ দিয়েছি। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন কিছুই জানি না। তারপরেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে সেই ঘটনার তদন্ত করতে দিল। আমি তদন্ত শুরু করা মাত্রই শহর থেকে বিচিত্র চেহারার লোকজন এসে সেই ছাত্রটিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করতে লাগলড়এ রকম যে করা যায় আমিও সেটা জানতাম না। যা-ই হোক, ঘটনা তদন্ত করে আমি শিবিরের ছাত্রটিকে দোষী সাব্যস্ত করে রিপোর্ট দিয়েছি। তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হলো এবং দুদিন পর খবর পেলাম সে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছে। কোনো রকম দুর্ভাবনা ছাড়া শিবির যেন শান্তিমতো সন্ত্রাস করতে পারে সেজন্য জামায়াতে ইসলামী যে এ রকম চমৎকার ব্যবস্থা করে রেখেছে সেটাও আমি তখন প্রথম জানতে পেরেছি।

যা-ই হোক, তখন দেশে একটি ভয়ংকর ঘটনা ঘটল। বিএনপির একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক একটা গবেষণা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে বিএনপি এবং জামায়াত যদি সম্মিলিতভাবে নির্বাচন করে তাহলে তারা খুব সহজে নির্বাচনে জিতে যাবে। আমাদের দেশের 'নিরপেক্ষ সুশীল' পত্রিকা পুরো বাংলাদেশের ম্যাপ এঁকে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা দেখিয়ে এবং কোন দলের কত ভোট আছে সেটি বিশ্লেষণ করে একটি সংবাদ পরিবেশন করল। আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম, একদিন ঘোষণা দিয়ে বিএনপি এবং জামায়াত একত্র হয়ে গেল।

সবচেয়ে মজার ঘটনাটি আমার তখনও দেখা বাকি ছিল। একদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দিয়ে হাঁটছি, তখন দেখি একসময় যাদের ভেতর সাপে-নেউলে সম্পর্ক ছিল সেই ছাত্রদল এবং ছাত্রশিবিরের ছাত্রেরা একসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটামুটি কেন্দ্রীয় এলাকায় দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে। আমাকে দেখেই তারা আমার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করেছে এবং আমি সবিস্ময়ে দেখলাম, রাজাকারদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়ার জন্য ছাত্রদলের যে নেতাটি শিবিরের হাতে চাকু খেয়েছিল এবং আমি যার জন্য তদন্ত করেছিলাম, আমার বিরুদ্ধে তার গলা সবার ওপরে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এত গৌরবময় যে শুধুমাত্র জামায়াতের সাথে একত্রিত হয়েছে বলে রাতারাতি সেই ইতিহাসকে প্রত্যাখ্যান করা খুব সহজ নয়! সবাই পারেনি, একজন-দুজন ছাত্র যারা মুক্তিযুদ্ধকে হৃদয় দিয়ে ধারণ করেছিল তারা খুব মন খারাপ করে আমার কাছে সান্ত্বনার জন্য আসতড়আমি সান্ত্বনা দিতাম। এখন তারা কে কেমন আছে কে জানে?

আমি জানি যারা বিএনপি করেন জামায়াতের সাথে তাদের এই আত্মিক বন্ধন নিয়ে সবসময়েই কিছু একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এটি শুধু নির্বাচনী জোট, আদর্শিকভাবে তারা আসলে মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করেনড়এ রকম কথাবার্তা শোনা যায়। কিন্তু আমাকে এই ছেলেমানুষি কথাবার্তা বিশ্বাস করতে হবে কে বলেছে? আমি এখনও শিউরে উঠে যখন চিন্তা করি এই দেশে বদর বাহিনীর কমান্ডারেরা ক্ষমতায় চলে এসেছিল! বিষয়টি যে নৈতিকভাবে ঠিক আছে সেটা বোঝানোর জন্য ধানাইপানাই জাতীয় যুক্তি দেবেন কিন্তু আমার সেগুলো শোনার ধৈর্য নেই। আমি পরিষ্কার জানি, পাকিস্তানি *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

মায়ের জন্য শোককেও ডান্ডাবেড়ি পরানো যায়?

ফারুক ওয়াসিফ

মায়ের মৃত্যুতে সন্তানের কান্নাকেও ডান্ডাবেড়ি পরানো যায়, অশ্রুপাতকে পরানো যায় হাতকড়া। এ কেমন দুর্ভাগা সন্তান, মায়ের জানাজা পড়াতে যাঁকে দাঁড়াতে হয় হাতেপায়ে শিকল নিয়ে? বাংলাদেশ এমন দৃশ্যও দেখল? আপনি আসামি হতে পারেন, আপনি দণ্ডিতও হতে পারেন, কিন্তু আপনার শোকের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। শোককে শাস্তি দেওয়া যায় না। আইন তার অনুমোদন দেয় না। কিন্তু বাংলাদেশে সবই সম্ভব। সব সম্ভবের এই দেশে সময় যেন থমকে আছে। তা না হলে একুশ শতকের বাংলাদেশে এমন দৃশ্য দেখা যাওয়ার কথা না। রাষ্ট্র ও তার পুলিশ, যাকে আমরা কর্তৃপক্ষ বলে থাকি, তারা এমন পাষাণ কীভাবে হলো? মাতৃহারা সন্তানের জন্যও তাদের মনে কোনো রহম জাগল না? নাকি অভিযুক্ত ব্যক্তি বিএনপির কেউ হলে তাঁকে নিয়ে যা খুশি করা যায়?

মামলার পরিচয়ড়গায়েবি'। ব্যক্তির পরিচয়ড়তিনি গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার একটি ইউনিয়নের বিএনপির সভাপতি। নামে প্রকাশ আলী আজম। আলী আজমের বৃদ্ধ মা যখন মারা যান, তখন তিনি গায়েবি মামলার আসামি হয়ে কারাগারে। মায়ের জানাজা পড়ার জন্য তিনি জেলা প্রশাসক বরাবর প্যারোলে মুক্তির আবেদন করেন। তা মঞ্জুরও করা হয়। তিন ঘণ্টার জন্য তিনি কারাগারের বাইরে আসতে পারেন। নয়নয়জন পুলিশ সদস্যের পাহারায় থাকা ব্যক্তিকে নাহয় হাতকড়া পরানো হলো; কিন্তু ডান্ডাবেড়ি কেন? তিনি কি ভয়ংকর কেউ, নাকি কোনো দুর্ধষ দস্যুসরদার?

আমরা শুধু একজন নাগরিকের প্রতি নির্দয়তা দেখে ব্যথিত নই, আমরা চিন্তিত প্রশাসনযন্ত্রের অমানবিক হয়ে ওঠা নিয়ে। ঘটনা তো একটি নয়। হরহামেশাই এসব দেখে ক্ষোভে, হতাশায় কুঁকড়ে যেতে হয়। এটা কেবল একজনের প্রতি করা অন্যায় নয়, এমন দৃশ্য মানুষের অনুভূতিকে আঘাত করে, মানবতাকে চরম পরিহাস করে। এমন দৃশ্য দেশ ও সরকারের ভাবমূর্তির ওপর নিষ্ঠুরতার সিলমোহর বসিয়ে দেয়। নাগরিক হিসেবে এটা কারোরই প্রাপ্য হতে পারে না। ২০১৭ সালে উচ্চ আদালতের এক রায়ে বিচারাধীন আসামিকে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে কাঠগড়ায় তোলার বিরুদ্ধে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশে বলা হয়েছে, কোনো আদালতের এজলাসেই বিচারাধীন আসামির সঙ্গে এটা করা যাবে না। বিষয়টার গুরুত্ব বোঝা যায় এখান থেকে যে ওই ঘটনায় আসামিদের ডান্ডাবেড়ি পরানোর জন্য কারা বিভাগের ডিআইজির কাছে ব্যাখ্যা দাবি করেন এবং ডিআইজি প্রিজন এই ঘটনার জন্য আদালতের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চান। আমাদের সংবিধানেও এমন আচরণের বিরুদ্ধে নীতিমালা রাখা হয়েছে। জেল কোডেও বিশেষ কিছু পরিস্থিতি ছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তি শুধু নয়, দণ্ডিত আসামির হাতেপায়ে বেড়ি পরানোয় নিষেধ আছে।

কী অদ্ভুত বাস্তবতা! আদালতের সামনে থেকে পুলিশের চোখে স্প্রে ছিটিয়ে অবলীলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জঙ্গিরা পালিয়ে যায় আর বিতর্কিত মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মায়ের জানাজায় হাজির হতে হয় ডান্ডাবেড়িহাতকড়া পরা অবস্থায়। যাঁরা এর নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা কি দয়া করে সংবিধানের ৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদটা আবার পড়ে দেখবেন? সেখানে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাবে না। আলী আজম কেন সংবিধানে দেওয়া এই সুরক্ষার দাবিদার হবেন না? বিএনপি করেন বলে? বিএনপি করেন বলেই এমন এক মামলার আসামি করা হয়েছে তাঁকে, স্বয়ং মামলাকারীই যে মামলাকে অস্বীকার করেছেন!

প্রথম আলোর ২১ ডিসেম্বরের খবরে জানা যাচ্ছে, মামলার বাদী মামলা সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে হামলার মামলা সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন, 'আমি ছিলামও না, দেখিও নাই।' তারপরও আলী আজমসহ ১১ জনকে স্বনামে এবং আরও ১৫০ জনকে আসামি করা হয় অজ্ঞাতনামা হিসেবে। মামলার মেরিট তাহলে কোথায়? গায়েবি মামলার ভয়াল থাবায় কত মানুষ কত পরিবার যে শেষ হয়ে গেছে! টনক নামের বস্তুটি যদি জীবিত ও সক্রিয় থাকত, অবশ্যই নড়ে উঠত। পাথরেও টোকা দিলে শব্দ হয়, কিন্তু প্রশাসন নামক জিনিসটা লাগাতার মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায় নিয়ে পাথরের চেয়ে কঠিন ও হৃদয়হীন থাকে। কারও জন্যই এটা কোনো ভালো খবর নয়।

ফারুক ওয়াসিফ লেখক ও সাংবাদিক।দৈনিক প্রথম আলো-র সৌজন্যে

KT KHAN'S TUTORIAL

4 FREE IN-PERSON CLASSES!*

You get:

2 FREE Group Classes, 1 FREE Diagnostic Exam,
& 1 FREE Diagnostic Exam Review

*This promotion can be claimed at any of our locations.

EXTRA $200 OFF ALL NEW PACKAGES!

Jackson Heights	Jamaica	Ozone Park	NYC - Flatiron
74th St. & 37th Ave	178th St. & Hillside Ave.	86th St. & 101 Ave.	23rd St. & 5th Ave.

4,450+ SHSAT Students Accepted

1,400+ 4/4s on State Exams

THOUSANDS 1450, 1550+ scores on SAT

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

বিজয়ী সরকারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, যে ইতিহাস এখনো সংরক্ষণ হয়নি

শারমিন আহমদ

১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর। ৫১ বছর আগের এই সোনালি দিনে স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী ও বিজয়ী গণপ্রজাতন্ত্রী প্রথম বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁদের বিদায় জানাতে কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে এসেছিলেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) মহাপরিচালক কে এফ রুস্তামজি এবং বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের ইন্সপেক্টর জেনারেল গোলক মজুমদার। রুস্তামজি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে বলেন, 'আমরা আশা করব, ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রীর বন্ধন চিরকাল অটুট থাকবে।' প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, তা হবে সমানে সমানে। স্বাধীন বাংলাদেশের ওপর যদি চাপ সৃষ্টি না করা হয়, বাংলাদেশের কাজকর্মে যদি কোনো প্রভাব বিস্তার না করা হয়, তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বাধীন ভারতের মৈত্রী চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকবে।' গোলক মজুমদার এ প্রসঙ্গে বলেন, 'যে রুস্তামজির চেষ্টায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ এবং যাঁর সঙ্গে তাঁর এত মধুর সম্পর্ক, স্বদেশের স্বার্থে তাঁকেও স্পষ্ট ভাষায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে দৃঢ় মনোভাব জানাতে তাজউদ্দীন সাহেব বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না।'

হ্যাঁ, ব্যক্তি, পরিবার, দল-উপদলের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার ঊর্ধ্বে উঠে স্বদেশের স্বার্থ ও কল্যাণে এমন তেজস্বী মনোভাব, চারিত্রিক দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা ও ত্যাগী নেতৃত্বর কারণেই মাত্র ৯ মাসে বাংলাদেশের বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরও পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ ও স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় এই নেতৃত্বর কারণেই।

অথচ কী অদ্ভুত কারণে আজ পর্যন্ত জাতীয়ভাবে এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর নেতৃত্বাধীন প্রথম বাংলাদেশ সরকার, যা 'মুজিবনগর' (বাংলাদেশের প্রথম রাজধানীর মুজিবনগর নামকরণটি করেছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ) সরকার নামেই বহুল পরিচিত, তার গঠন, কার্যাবলি, বক্তব্য, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সিদ্ধান্ত এবং ভয়ংকর সব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে প্রিয় মাতৃভূমিকে বিজয়ের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার গৌরবদীপ্ত ইতিহাসকে সংরক্ষণ করা হয়নি। যতটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, দায়সারা ও খণ্ডিতভাবে এবং যতটা সম্ভব এই মুজিবনগর সরকারের অবদান ও কৃতিত্বকে আড়াল করে। বলা বাহুল্য, সামরিক, বেসামরিক, কৃষক, মজুর, ছাত্র ও জনতাকে নিয়ে আপামর গণমানুষের মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতির ক্রান্তিলগ্নে নেতৃত্বদানকারী প্রথম বাংলাদেশ সরকারের অভ্যুদয় নিবিড়ভাবে জড়িত। এই দুই বিষয়কে খণ্ডন করে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস উপস্থাপন করা সম্ভব নয়; ঠিক যেমন সম্ভব নয় ইতিহাসের ধারাবাহিতাকে বিপন্ন করে সত্যকে তুলে ধরা। বঙ্গবন্ধু লাখো কোটি মানুষকে উজ্জীবিত করেছিলেন স্বাধীনতা অর্জনে। আর তাঁর অবর্তমানে তাজউদ্দীন আহমদ একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনতাযুদ্ধের সফল নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শরিক হওয়া অগণিত সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগের অমর কাহিনিতে ভরপুর ইতিহাসের এই শ্রেষ্ঠ পর্ব ধারাবাহিকভাবে উঠে আসেনি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসকে গুটিকতক শব্দজালে আবদ্ধ করে তারপর একলাফে ১৯৭২ সালে পদার্পণের কারণে ইতিহাসে যে ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ঢুকে পড়েছে জঞ্জাল; খলনায়কেরা জায়গা করে নিচ্ছে ইতিহাসের শূন্যস্থানগুলোয়। ওদিকে ইতিহাসের বাতিঘরসম মানুষের স্থান হচ্ছে ফুটনোটে। এর ফলে তরুণসমাজ বিভ্রান্ত হচ্ছে; জাতি বঞ্চিত হচ্ছে তার দেশের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের পর্বটি সম্পর্কে জানা থেকে।

পৃথিবীতে এমন ঘটনা নজিরবিহীন যে, বিজয়ের ৫১ বছর পরও জনগণ জানেন না তার জন্ম ও তার দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাসকে। এর লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত হলো বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (বিলিয়া) পরিচালিত সাম্প্রতিক গবেষণাভিত্তিক সমীক্ষায় বিভিন্ন স্কুলের চার শতাধিক শিক্ষার্থীর একজনও মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেনি! কিন্তু দোষ তো তাদের নয়। দোষ আমাদের দেশের ভঙ্গুর শিক্ষাব্যবস্থার এবং যারা এমন আঁধার পরিবেশের জন্ম দিয়েছে, তাদের। এখন দৃষ্টিপাত করা যাক বিজয়ী প্রথম সরকারের মূল অবদান ও বৈশিষ্ট্যের দিকে, যা জানলে জাতি উপকৃত হবে এবং খুঁজে পাবে ভবিষ্যতে পথচলার দিগ্‌গদর্শন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

১. ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী একটি আইনানুগ সরকার ও সার্বভৌম রাষ্ট্রর প্রতিষ্ঠা। এর ফলে আগ্রাসী গণহত্যাকারী পাকিস্তান সরকারের বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী অপতৎপরতা এই আখ্যার বিরুদ্ধে বিশাল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ের পথ উন্মুক্ত হয়।

২. স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংজ্ঞাকে সুস্পষ্টভাবে এবং প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে তুলে ধরা।

এ প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের ১০ এপ্রিলের বেতার ভাষণটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'বিদেশি বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের কাছে যে অস্ত্রসাহায্য আমরা চাইছি, তা আমরা চাইছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেড়একটি স্বাধীন দেশের মানুষ আরেকটি স্বাধীন মানুষের কাছে...এই সাহায্য আমরা চাই শর্তহীনভাবে এবং আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রতি তাদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির প্রতীক হিসেবে। হানাদারদের রুখে দাঁড়াবার এবং আত্মরক্ষার অধিকার হিসেবে। স্বাধীনতার জন্য আমরা যে মূল্য দিয়েছি, তা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্র হওয়ার জন্য নয়।'

৩. প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বাংলাদেশ নীতি সেল গঠন এবং তার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে বাংলাদেশের পক্ষে যুক্তিমালা দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরা। এই সরকারের নেতৃত্বের প্রজ্ঞা ভারত এবং বিশ্বশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যান সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি ছিল ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি এবং তা অপর বিশ্বশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন-কিসিঞ্জার প্রশাসনের পাকিস্তানের গণহত্যায় সহায়তার পথকে দুর্বল করে দেয়, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি প্রদানের পথকে প্রসারিত করে।

৪. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালিত হলেও দল-মতের ঊর্ধ্বে স্বাধীনতাকামী ভিন্ন ভিন্ন দলকে নিয়ে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন এই সরকারের সাফল্যকে বেগবান করে।

৫. স্বাধীনতাযুদ্ধের ঐক্য বিনষ্টকারী তৎপরতা ও ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের পাকিস্তান ও সিআইয়ের পক্ষ হয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনের ষড়যন্ত্র এবং যুব নেতাদের একাংশের সরকার ও সরকার পরিচালিত মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অপকাণ্ডকে প্রতিহত করে এই সরকার।

খন্দকার মোশতাকের জাতিসংঘে যোগদান করে পাকিস্তানের পক্ষে কনফেডারেশনের প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

মুলায়েম সিং যাদবের রাজনীতি এবং মুসলমান

মাসুম মুরাদাবাদী

সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুলায়েম সিং যাদব ১০ অক্টোবর ৮২ বছর বয়সে মারা গেছেন। তিনি তিনবার দেশের সবচেয়ে বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং একবার দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯৭ সালে কমিউনিস্ট নেতা কমরেড হরকিষেণ সিং সুরজিতের সাহায্যে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারের খুব কাছাকাছি চলে গেছিলেন তিনি; কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিং ও লালুপ্রসাদ যাদব তার এ ইচ্ছা পূরণ হতে দেননি। একজন স্কুলশিক্ষক হিসেবে জীবন শুরু করা মুলায়েম সিং রাজনীতির শিখরে কিভাবে পৌঁছলেন, সে কাহিনী যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি শিক্ষণীয়।

তার জীবনের সবচেয়ে কষ্টদায়ক মুহূর্ত ছিল, যখন তার পুত্র অখিলেশ যাদব তাকে অক্ষম করে দিয়ে সমাজবাদী পার্টির নেতৃত্ব হাতিয়ে নেন। এ পরিস্থিতিতে তীব্রভাবে অস্থির হয়ে তিনি তার এক ঘনিষ্ঠ কর্মীকে বলেছিলেন, 'আমি কি এখন আত্মহত্যা করব'?

তিনি সমাজবাদী পার্টিকে বেশ কষ্ট ও পরিশ্রম করে গড়ে তোলেন। আর ইউপির মুসলমান তার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পুঁজি ছিল। মুসলিম ভোটের বদৌলতে তিনি তিনবার মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার পর্যন্ত পৌঁছেন এবং ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ২২টি আসনে জয়লাভ করেন। আমি একজন সাংবাদিক হিসেবে যেসব রাজনীতিবিদকে খুব কাছে থেকে দেখেছি, তাদের মধ্যে মুলায়েম সিংয়ের নাম সবার শীর্ষে।

এটি সম্ভবত ১৯৯৪ সালের ঘটনা। দিল্লিতে মুলায়েম সিং যাদব এমন একজন ব্যক্তির সন্ধানে ছিলেন, যিনি উর্দু ভাষায় পারদর্শী হওয়ার পাশাপাশি সুন্দর হস্তলিপিতে লিখতেও পারেন। মূলত তৎকালীন শাহী ইমাম সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ বুখারি তাকে মুসলিম সমস্যার ওপর উর্দুতে একটি পত্র লিখেছিলেন। ওই পত্রের জবাব তিনি উর্দুতে দিতে চাচ্ছিলেন। কেউ এ কাজে অধমের নাম প্রস্তাব করেন। এক দিন সকালে সমাজবাদী পার্টির অফিস থেকে আমার কাছে ফোন আসে- 'মুলায়েম সিং জী আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছেন। আপনি কি ১১টার সময় নর্থ এভিনিউ পৌঁছতে পারবেন?'

আমি নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছলাম। মুলায়েম সিং ওখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শাহী ইমামের পত্র আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'একটু পড়ুন তো, এতে কী লেখা আছে'? আমি ওই পত্রের বক্তব্য তাকে শোনালাম। তিনি কিছু উর্দু শব্দ বুঝলেন না। তার অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর আমাকে বললেন, এমনই সুন্দর হস্তলিপিতে আমার পক্ষ থেকে তাকে জবাব লিখে দিন। তিনি তার জবাব আমাকে বললে, আমি সেটি মনোরম শব্দের জামা পরিয়ে সুন্দর হস্তলিপিতে লিখে ফেললাম। আমার সুন্দর হস্তলিপিতে লেখার বিদ্যা এখানে বেশ কাজে এলো। নিজের পত্রের সুন্দর লেখা দেখে তিনি খুব মুগ্ধ হলেন। তিনি বললেন, আমি কয়েক লাইন লিখতে গেলে বাক্য কোন দিক থেকে কোন দিকে চলে যায়। আপনি এতগুলো লাইন বেশ সুচারুরূপে লিখে দিয়েছেন। এটা ছিল মুলায়েম সিং যাদবের সাথে আমার প্রথম সরাসরি পরিচয়, যা পরবর্তীতে বন্ধুত্বে রূপ নেয়।

মুলায়েম সিং রাজনীতিতে বিখ্যাত সমাজবাদী নেতা রাম মনোহর লোহিয়াকে অনুসরণ করতেন। তিনি লোহিয়ার নাম উজ্জীবিত করে রাখেন। এমনকি তিনি লক্ষ্ণৌতে লোহিয়া ট্রাস্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মুলায়েম সিং লোহিয়ার সমাজবাদী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের দলের নাম সমাজবাদী পার্টি রেখেছিলেন। কিন্তু এটাও এক বাস্তবতা যে, তিনি সমাজবাদকে নতুন পরিচয়ের পোশাক পরিধান করান।

মূলত মুলায়েম সিং দূরে তাকিয়ে অপেক্ষার বিপরীতে সর্বদা তাৎক্ষণিক ফায়দাকে গুরুত্ব দিতেন। এ কারণে তিনি সেক্যুলার রাজনীতির অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও সঙ্ঘ মহলেও ওঠাবসা করতেন। অথচ আরএসএস-ই তাকে 'মাওলানা মুলায়েম' উপাধি দিয়েছিল। ২০১৯ সালের নির্বাচনের আগে যখন তিনি ভরা পার্লামেন্টে সোনিয়া গান্ধীর কাছে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশীর্বাদ দেন, তখন সেক্যুলার মহলে তার তীব্র সমালোচনা করা হয়। সম্ভবত এ কারণে ২০১৯ সালের নির্বাচনে লোকসভায় তার সদস্যের সংখ্যা কমে পাঁচে এসে দাঁড়ায়। আর এখন শুধু দু'জন সদস্য ড. শফিকুর রহমান বারক ও ড. এসটি হাসানই লোকসভায় সমাজবাদীর নামটুকু টিকিয়ে রেখেছেন।

এ কথা সবাই জানেন যে, মুলায়েম সিংয়ের রাজনীতির মেরুদণ্ড ও ভিত্তি ছিল মুসলমান। মুসলমানদের শক্তিতে তিনি তিনবার ইউপিতে মুখ্যমন্ত্রীর মুকুট পরিধান করেন। তার রাজনীতি মুসলমানদের জন্য উপকারী ছিল, না ক্ষতিকর ছিল সেই বিতর্ক বাদ দিলে এ কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি প্রকাশ্যে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলতেন এবং দুঃখশোকে শরিক হতেন। আপনাদের স্মরণে থাকার কথা, নব্বইয়ের দশকে যখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রামজন্মভূমি আন্দোলন তুঙ্গে, তখন তিনিই একমাত্র রাজনীতিবিদ, যিনি বাবরি মসজিদের পক্ষে বক্তৃতা করতেন।

তিনি তার শাসনামলে বাবরি মসজিদের গম্বুজে আরোহণকারী নামসর্বস্ব করসেবকদের ওপর গুলিবর্ষণ করেন এবং উগ্রপন্থী হিন্দুদের মাঝে খলনায়ক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। মূলত বাবরি মসজিদ বিতর্কে তার স্পষ্ট অবস্থানই তাকে মুসলমানদের আশার স্থল বানিয়ে দিয়েছিল। এলাহাবাদ হাইকোর্ট যখন বাবরি মসজিদের ভূমি তিন ভাগে বিভক্ত করার বিস্ময়কর রায় শোনান, তখন এই মুলায়েম সিংই সেই ব্যক্তি ছিলেন, যিনি বলেছিলেন, 'মুসলমানরা নিজেদের প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত মনে করছেন।' তিনি মুসলমানদের ক্ষতস্থানে মলম লাগাতে জানতেন। আর এর সর্বাধিক রাজনৈতিক ফায়দাও তিনিই নিয়েছেন। এটা ভিন্ন কথা, মুলায়েম সিং বাবরি মসজিদের নিকৃষ্ট বিরোধী কল্যাণ সিং ও সাক্ষী মহারাজকে নিজের দলে যুক্ত করে মুসলমানদের ক্ষতস্থানে নুন ছিটানোর কাজও করেছিলেন। যাই হোক, মুসলমানদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তার মৃত্যুকে সেক্যুলার রাজনীতির অপূরণীয় ক্ষতি বলে অভিহিত করেছেন।

যদি এটা বলা হয়, তবে অনর্থক হবে না যে, বাবরি মসজিদ বিতর্কের তীব্র আন্দোলনের সময়কাল মূলত তার রাজনৈতিক শক্তির উত্থানকাল ছিল। এ ইস্যু যেভাবে ক্রমে ক্রমে শক্তি অর্জন করেছে, ওইভাবে তার রাজনৈতিক শক্তিও ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১২ সালের ইউপি বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তিনি প্রকাশ্যে এ কথা স্বীকার করেছিলেন, মুসলমানরা তাদের সব ভোট সমাজবাদী পার্টির ঝুলিতে ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং সমাজবাদী কর্মীদের তাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত; কিন্তু মানুষ দেখল, এর এক বছর পর যখন মোজাফ্‌ফর নগরে ভয়ঙ্কর মুসলিম নিধন দাঙ্গা হলো, তখন তার সরকার সেটিকে থামাতে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। এখান থেকে মুসলমানদের মনে মুলায়েম সিং ও তার দল সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি শুরু হয় এবং সম্ভবত এরই ফলে ২০১৭ সালের বিধান সভা নির্বাচনে তার বিধায়কের সংখ্যা ৩০-এ এসে দাঁড়ায়।

২০২২ সালের নির্বাচনে মুলায়েম সিংয়ের স্লোগান একেবারে বদলে গিয়েছিল। তিনি দলের কার্যালয়ে কর্মীদের সম্বোধন করে কৃষক, যুবক ও ব্যবসায়ীদের জন্য কাজ করার স্লোগান দেন। এতে মুসলমানদের নাম পর্যন্ত নেননি। অথচ তিনি তার বক্তৃতায় অবশ্যই মুসলমানদের নাম নিতেন। তথাপি ওই নির্বাচনেও মুসলমানদের প্রথম পছন্দ ছিল সমাজবাদী পার্টি।সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমানদের ভোট পাওয়ার পর মুলায়েম সিং যাদব তাদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কী কাজ করেছেন?

এর জবাব শুধু এতটুকুই, তিনি এই পুরো সময়ে মুসলমানদের আবেগময় সান্ত্বনা প্রদানের কাজ করেছেন। হ্যাঁ, এতটুকু তো অবশ্যই করেছেন যে, তিনি তার শাসনকালের দ্বিতীয় মেয়াদে উর্দু শিক্ষক ও অনুবাদক নিয়োগের মাধ্যমে কিছু মুসলমানের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং ইউপিতে সব সরকারি দফতরের নাম উর্দুতে লিখিয়েছেন।কিন্তু অন্য সব সেক্যুলার রাজনীতিবিদের মতো তিনিও মুসলমানদের উন্নয়ন ও কল্যাণে কোনো সুদূরপ্রসারী কাজ করার পরিবর্তে আবেগী স্লোগানের আশ্রয় নিয়েছেন। মুসলিম ভোটের ভিত্তিতে ক্ষমতা হাসিল করা সত্ত্বেও তিনি যাদবদের সামনে এগিয়ে নিয়েছেন।

মাসুম মুরাদাবাদী ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্‌

মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুম্বাই উর্দু নিউজ ১৬ অক্টোবর, ২০২২ উর্দু থেকে ভাষান্তর ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

ফুটবলের বরপুত্রকে খোলা চিঠি

চিররঞ্জন সরকার

প্রিয় নায়ক, ফুটবলের বরপুত্র, ফুটবল জাদুকর মেসি, যে বয়সে প্রেমিক ভালোবাসে প্রেমিকাকে, সেই বয়সে আমরা অনেকে ভালোবেসেছি তোমাকে। হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজাড় করা সেই ভালোবাসা! আমাদের পেটে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই, দেখার মতো ভালো স্বপ্ন নেই, তবু আমরা ফুটবল প্রেমে মজেছি অকাতরে। সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে অবস্থিত আর্জেন্টিনাকে ভালোবেসেছি। সমর্থন করেছি। আসলে ঠিক আর্জেন্টিনা নয়, ভালোবেসেছি তোমাকে, আর তাই ভালোবেসেছি তোমার দেশ আর্জেন্টিনাকে! তোমাকে ভালোবাসার পর অনেক সময়ই মনে হয়েছে, আমরা কি তোমাকে ভালোবাসার যোগ্য? আমাদের যে কিছুই নেই ভালোবাসাটুকু ছাড়া!

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মানসী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘গুপ্ত প্রেম’ কবিতায় লিখেছিলেন, ‘তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে রূপ না দিলে যদি বিধি হে!/পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,/ পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে!’ হ্যাঁ, রবি ঠাকুরের এই কবিতার মতোই মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, আমরা তোমাকে কী দিয়ে, কেমন করে পূজা করব? তেমন যোগ্যতা, সামর্থ্য কোথায় আমাদের? সেই ‘পরমপূজ্য’ তুমিই ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে জীবনে এক বড় দীর্ঘশ্বাস হয়ে দেখা দিয়েছিলে। আমাদের লক্ষ-কোটি ভক্তের হৃদয় ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সের কাছে ৪-৩ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছিল তোমার আর্জেন্টিনা। আকস্মিক কোনো অন্ধকার গর্ভে হারিয়ে গিয়েছিল তোমার সেই জৌলুস, সেই ঝলকানি, সেই জাদু!

তোমার কোটি কোটি ভক্তের হৃদয় সেদিন খান খান হয়ে গিয়েছিল। তুমি কি ভক্তদের সেই রক্তক্ষরণ, বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়েছিলে? তুমি শেষ হয়ে গিয়েছ, তুমি আসলে ক্লাব ফুটবলের জন্য এমন অনেক কথা তখন নিন্দুকরা বলেছি। এখন প্রশ্ন জাগে, তোমার সমস্ত ঝলক ও জাদু কি আগামীর জন্য তুলে রেখেছিলে? হে ফুটবলের বরপুত্র! আমরা জানি তুমি নরম মনের, যে তুমি কামিনী ফুলের সুবাস, সেই তুমি, সেই মেসি, দশ নম্বর জার্সি গায়ে এতখানি অপমান নীরবে হজম করতে পারো না। তুমি জানো বাগানের সব ফুল উজাড় করে তুলে এনে শুধু তোমার জন্যই কোটি কোটি ভক্ত রাত জেগে আর্জেন্টিনা বার্সেলোনা কিংবা পিএজজির খেলা দেখে। ‘ফুটবলের ঈশ্বর’ হয়ে নিশ্চয়ই তুমি সেদিন ভক্তদের সাধ পূরণের অঙ্গীকার করেছিলে!

না, তোমার ভক্তরা তো কোনোদিন চায়নি ইস্পাতকঠিন পেশির বিস্তার। চায়নি বিতর্কের বর্ণমালা। চায়নি ঔদ্ধত্যের আগুন! তারা শুধু ম্যাজিক চেয়েছিল। সেই ইন্দ্রজাল, যা জালে জড়িয়ে দেয় স্বপ্ন। যে পোড়া দেশ ফিফার নজরেও পড়ে না, সেখানেও ভক্তরা চেয়েছিল, বেজে উঠুক তোমার সেতার। সবুজ গালিচায় তুমি কি ফুল ফোটাওনি? লোকে যাকে ম্যাজিক বলে, তুমিই কি মগ্ন বিশ্বাসে তাকে সত্যি বলে তুলে ধরোনি? তুমিই কি গড়ে দাওনি সেই মায়াপৃথিবী যেখানে অসম্ভব বলে কিছু নেই?

লিও মেসি, তুমি তো শুধু ফুটবল খেলো না। তোমার অসুখ অতিক্রম করে ফিনিক্স হয়ে জীবনে ফিরে আসা, প্রতি মুহূর্তে নিজেকে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর হিসেবে উন্নীত করা আসলে কোটি মানুষকে দিয়েছে রূপকথা। বুঝিয়েছে, যে পৃথিবীতে লিও মেসি আছে, সেখানে হেরে যাওয়া বলে কিছু নেই। ঔদ্ধত্যের বিপরীতে এ পৃথিবীতে আছে এক সমাহিত তটভূমি যেখানে কনে দেখা আলোয় আজও কেউ প্রেমে পড়ে। চাঁদের নরম হাসি আজও যেখানে সমস্ত পরাজিতদের চুলে বিলি কেটে যায়। সেই মায়াময় পৃথিবীতে তুমি আবার ফিরে এসেছ অনন্য, অসাধারণ হয়ে!

নজির তৈরি করতে, নজির ছুঁতে, নজির ছাপিয়ে যেতে অভ্যস্ত তুমি। এই যেমন রোববার রাতে কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে এক অনন্য নজির তৈরি করলে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোনো ফুটবলার আজ পর্যন্ত যা করতে পারেনি, সেটাই তুমি করে দেখালে। ‘ক্যাপ্টেন আর্জেন্টিনা’ হয়ে লিখলে ফুটবল ইতিহাস। কাতার সাক্ষী থাকল অনন্য রেকর্ডের।

১৮ ডিসেম্বরের রাত আসলে তোমার স্বপ্নপূরণের রাত। শুধু ২০১৮ নয়, এর আগে ২০১৪ সালে যা হয়নি, একেবারে শেষ মুহূর্তে হিগুইনের গোল মিস আর মারিও গোৎজের অসামান্য গোলে স্বপ্নভঙ্গের পর তোমার শূন্যদৃষ্টি রোববার রাত থেকে অতীত। সমস্ত তাচ্ছিল্য, অপমান, শোকের এবার থেকে ছুটি। ৭ বারের ব্যালন ডি’অর জিতেও যেন সবটা জিতে ওঠা যাচ্ছিল না। কিন্তু রবিবাসরীয় মহারণে তোমার নেতৃত্বে ফ্রান্সকে হারিয়ে বিশ্বজয়ের পর আর কোনো অপ্রাপ্তি রইল না। হ্যাঁ, দিয়াগো ম্যারাডোনার অলৌকিক দ্যুতিকেও বুঝি স্পর্শ করে ফেললে। হয়ে উঠলে রাজার রাজা। ফুটবলের মহারাজা!

তুমি তো শুরু করেছিলে মাত্র ১৩ বছর বয়সে। আর্জেন্টিনা ছেড়েছ। ততদিনে সকলেই বুঝতে পেরেছেন ঠিকমতো প্রশিক্ষণ পেলে তুমি অনেক দূর যাবে। কিন্তু এত প্রতিভা সত্ত্বেও তোমার দৈহিক বৃদ্ধি ততটা হচ্ছিল না। আর তাই নিয়মিত বৃদ্ধির হরমোন ইনজেক্ট করাতে হচ্ছিল শরীরে। কি দুঃসহ সেই স্মৃতি। এফসি বার্সেলোনা সেই খরচ বহন করেছিল। এরপর ২০০৫ সালের মধ্যে বার্সার প্রথম দলে যখন তুমি ঢুকে পড়েছিলে, তারপর থেকেই তো চলছে গৌরবের পথযাত্রা। অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপে দেশকে চ্যাম্পিয়ন করে হয়ে উঠেছিলে জাতীয় তারকা। সেই শুরু। সেই থেকেই প্রত্যাশার পারদ তোমাকে ঘিরে আকাশ ছুঁয়েছে। কিন্তু সেই প্রত্যাশাকে চাপ হয়ে উঠতে দাওনি তুমি। বরং সেটাকেই উদ্দীপনার অস্ত্র করে দ্রুত পেরুতে থাকো একের পর এক মাইলফলক। মাত্র কয়েক বছর বলা যায় ২০১১ সালের মধ্যেই তুমি বিশ্বের সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের অভিজাতনগরের বাসিন্দা। ম্যারাডোনা-পেলের সঙ্গে তুলনীয়। খোদ ম্যারাডোনাও তোমাকে স্বীকৃতি দিতে ভুল করেননি।

যত এগিয়েছে এবারের বিশ্বকাপ ততই যেন স্পষ্ট হয়েছে তোমার অনন্যতা। অতীতের সব ব্যর্থতার স্মৃতি, সব বিতর্ককে উড়িয়ে ‘মুকাদ্দর কা সিকান্দর’ হয়ে উঠলে তুমি। দলগত জয়ের পাশাপাশি এই ব্যক্তিগত শৃঙ্গ আরোহণ করে তুমি পৌঁছে গেলে এমন এক স্তরে যেখানে পৌঁছনো বহু জিনিয়াসেরও স্বপ্ন হয়ে রয়ে গিয়েছে। হয়তো থাকবেও।

১৮ ডিসেম্বরের কাতার জন্ম দিয়ে গেল এমনই সব মুহূর্তের, যা না জন্মেও ঝলমলিয়ে উঠল ফুটবলভক্তদের স্বপ্নে। বুঝিয়ে দিয়ে গেলে আজ থেকে বিজয়ীর সমার্থক শব্দ লিওনেল মেসি। এবারের বিশ্বকাপ হয়ে উঠল তোমার রেকর্ডময় বিশ্বকাপ।

ফাইনাল ম্যাচের ২৩ মিনিটেই তুমি পেনাল্টিতে গোল করে আর্জেন্টিনাকে ১-০ এগিয়ে দিয়েই লিখে ফেললে নয়া ইতিহাস। ২০২২ বিশ্বকাপের নক-আউট পর্যায়ের প্রতি ম্যাচে গোল করার অনন্য রেকর্ড গড়ে ফেললে। এর আগে বিশ্বের কোনো ফুটবলার কখনো যা করতে পারেনি।

অথচ কি হতাশাজনকভাবেই না এবার তোমার দল আর্জেন্টিনা কাতারের অভিযান শুরু করে করেছিল। সৌদি আরবের কাছে ২-১ গোলে হারার পর ২০১৮ সালের স্মৃতি আবার ফিরে এসেছিল। কিন্তু যে দলে তুমি আছো, সে দল তো হেরে যাওয়ার দল নয়। এরপর আমরা দেখলাম তোমার নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা দলের ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ছন্দময় ফুটবল খেলা। সব হিসেব তুমি বদলে দিয়েছ। ব্রাজিলকে হারিয়ে গতবছর কোপা আমেরিকা জিতেছিলে। ২৮ বছর পর কোপার জয় পাও তুমি। নীল-সাদা জার্সিতে ট্রফির খরা কাটিয়েছিলে লিও। তখন থেকেই তোমার হাতে বিশ্বকাপ দেখার জন্য আশায় বুক বেঁধেছে গোটা বিশ্বের কোটি কোটি সমর্থক।

ফাইনাল শেষে যখন সাড়ম্বরে ডাকা হলো তোমার নাম, টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার গোল্ডেন বল গ্রহণের জন্য তখন আমরা দেখলাম তোমার মধ্যে সেই পুরস্কার গ্রহণের কোনো তাড়াই নেই। যেমন ছিল না ২০১৪ বিশ্বকাপের ফাইনালে মারাকানায়। ব্রাজিলে সেবার জার্মানির কাছে শেষ মুহূর্তের গোলে হেরে বিশ্বকাপ জয়ের আক্ষেপে পুড়েছিলে তুমি। সেদিন গোল্ডেন বল জয়ে তাই আনন্দের কোনো ছিটেফোঁটা ছিল না তোমার মধ্যে। এবার বিশ্বকাপ জয়ের পরও গোল্ডেন বল নেওয়ায় যেন বড্ড অনীহা ছিল তোমার। কেননা তোমার দৃষ্টি তো ছিল ওই সোনালি ট্রফিটায়।

কাতার বিশ্বকাপে ৭ গোল আর ৩ অ্যাসিস্টে টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার গোল্ডেন বল হাতে নিয়েই তুমি ছুটলে বিশ্বকাপ শিরোপার দিকে। চুমু এঁকে দিলে ১৮ ক্যারেটের স্বর্ণে তৈরি সোনালি ট্রফিটায়। এই চুমু বহু আক্ষেপের পর স্বপ্ন ছোঁয়ার আনন্দের।

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা-কাতারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

মনসুর আলম খান

এক মাসব্যাপী বিশ্বকাপ ফুটবল উত্তাপে পুড়ছে বিশ্ব। রাশিয়া-ইউক্রেইন যুদ্ধ, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাভাব, মূল্যস্ফীতি ইত্যাদি পাশ কাটিয়ে ফুটবল জ্বরে কাঁপছে সারা বিশ্ব। আরব সাগর পাড়ি দিয়ে কাতার বিশ্বকাপের উম্মাদনা হাজির হয়েছে বঙ্গদেশের অলিগলি, পাড়া মহল্লায়। আমাদের নায়েমের গলির চায়ের দোকান থেকে শুরু করে টিএসসি-র বড় পর্দা- সবখানেই আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল চলেছে। রাতজাগা পাগলামিতে হাজির হয়েছেন দলে দলে। আনন্দ-বিষাদের এই বৈশ্বিক আয়োজনে আবেগপ্রবণ বাঙালি শরিক হয়েছেন সরব উপস্থিতি নিয়ে।

আবেগের এই অতি উত্তাপ সময়ে সময়ে বিষাদে পরিণত হচ্ছে। আর্জেন্টিনার পতাকা উড়াতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন খাগড়াছড়ির দীপেন ত্রিপুরা ও সফিপুরের তানভীর হাসান। বাঙালির এই জীবন বাজি রাখা আবেগ নিয়ে দ্য ওয়াশিংটন পোস্টে ‘ওহ ইধহমষধফবংয, ঃযব অৎমবহঃরহধ-ইৎধুরষ ংড়পপবৎ ৎরাধষৎু রং ধ পঁৎরড়ঁং ‘ভৎবহু’’ শিরোনামে এক প্রতিবেদন লিখেছে বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক চাক কাল্পেপার। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ব্রাজিল সমর্থক রেজাউলের চাচা নওয়াব মিয়ার নাক ফাটিয়েছে আর্জেন্টিনার সমর্থক জীবন মিয়া ও তার দল। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমঙবুয়েন্স এইরেস টাইমস্থ- এই ক্ষ্যাপাটে মনোভাব নিয়ে আক্ষেপ করে প্রতিবেদন ছাপিয়েছে।

ফুটবলপ্রেমীদের কাছে বিশ্বকাপ পাগল করা বিনোদন হলেও আয়োজনকারীদের কাছে বিশাল ব্যবসার সম্ভাবনা, ভূরাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম। আমাদের কাছে মেসি নান্দনিক শিল্পের স্রষ্টা হলেও স্প্যানিশ অর্থনীতিতে তিনি ছিলেন জিডিপি-র খাত। লা লিগার সভাপতি হাভিয়ের তেবাস এর দেয়া তথ্য মতে স্পেনের মোট দেশজ উৎপাদনে মেসিদের প্রভাব প্রায় ১ দশমিক ৪ শতাংশ। স্পেনে মেসির উপস্থিতিতে তৈরি করেছিল অতিরিক্ত প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ। সংবাদ মাধ্যম রয়টার্স এবং ‘ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব স্পোর্টস পলিসি অ্যান্ড পলিটিক্সে’ প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন মোতাবেক বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য স্টেডিয়াম, যাতায়াত, অবকাঠামো, নিরাপত্তা ইত্যাদি খাতে কাতার বিনিয়োগ করেছে প্রায় চার হাজার ২২৯ বিলিয়ন ডলার। যা বাংলাদেশের বর্তমান বাজেটের প্রায় চার গুণ। যেখানে ২০১৮ এবং ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনে রাশিয়া ও ব্রাজিলের বিনিয়োগ ছিল যথাক্রমে মাত্র ১৬ বিলিয়ন ও ১৯ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার।

কাতার এমন এক সময়ে হাত খুলে খরচ করছে যখন বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি ছুটে চলছে পাগলা ঘোড়া হয়ে, বৈশ্বিক মহামন্দা চোখ রাঙাচ্ছে কটমট করে। স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের জনজীবনেও হাজির হয়েছে ডলার সংকট, মূল্যস্ফীতির প্রভাব। টান পড়েছে আমদানি, রপ্তানিখাতে। ব্যয় সংকোচনে বহুমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে দূরদর্শী সরকার। আর এমন সময়ে আমাদের আবেগপ্রবণ ফুটবলপ্রেমীরা হাজার মাইল দূরের দেশ ব্রাজিল আর্জেন্টিনার হয়ে গলা ভাঙছে, অন্যের মাথা ফাটাচ্ছে। এসব দেখে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহ বাড়ে। জানতে ইচ্ছে করে, দেশ দু’টির সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্র ও পরিধি। যদিও অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের পূর্ণমাত্রা জানা এবং অল্প পরিসরে আলোকপাত করা শুধু দুরূহই নয়, প্রায় অসম্ভব। তথাপি আমরা মোটা দাগে, নিরপেক্ষ দর্শকের মত দেখতে চাইব ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং কাতারের সাথে আমাদের অর্থনৈতিক রসায়ন।

কাতারকে আমরা সকলে ধনী দেশ হিসেবেই জানি। কিন্তু বাস্তবতা হল মোট দেশজ উৎপাদন বিবেচনায় ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এমনকি বাংলাদেশের চেয়েও ছোট অর্থনীতির দেশ কাতার!

বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির হালচাল নিয়ে আইএমএফ এর নিয়মিত প্রকাশনা অৎঃরপষব ওঠ ঈড়হংঁষঃধঃরড়হ-চৎবংং জবষবধংব; ধহফ ঝঃধভভ জবঢ়ড়ৎঃ মোতাবেক ২০২১ সালে ১৭৯ দশমিক ৫৭১ বিলিয়ন ডলার জিডিপি নিয়ে কাতার ছিল পৃথিবীর ৫৭তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। যেখানে ৪১৬ দশমিক ২৬৫ বিলিয়ন ডলার জিডিপি’র উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৫তম। ২০২১ সালে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার জিডিপির আকার ছিল যথাক্রমে এক হাজার ৬০৮ দশমিক ৮০ বিলিয়ন এবং ৪৯১ দশমিক ৪৯৩ বিলিয়ন ডলার এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে তাদের অবস্থান ছিল যথাক্রমে

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

জন্মদিনের বদরুদ্দীন উমর: এখনও সমান সক্রিয়

এহ্সান মাহমুদ

দেখা হতেই জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালাম তাঁকে। দেয়ালঘেঁষা সোফায় বসতে বসতে হাত দিয়ে আমাকেও বসতে ইশারা করলেন। তাঁর মুখোমুখি বসতেই এবার মুখ খুললেন—জন্মদিন আর নতুন কী! তুমি এসেছো, আরও অনেকেই ফোন করেছে। কেউ কেউ আসবে। কিন্তু জন্মদিন নিয়ে আমার কখনোই কোনো উৎসাহ ছিল না। আমি নিজে কখনও জন্মদিনের অনুষ্ঠান করিনি— বলতে চেষ্টা করলাম- তবুও আপনার জন্মদিনটি আমাদের কাছে বিশেষ দিন। আমার কথা শেষ হতেই মাথা বাঁকা করে একবার কাছে ফিরলেন, বললেন—অনেকদিন হলো। বিরানব্বইতে এলাম। এখন তো কানে কম শুনি, তা জানো। কথা জোরে জোরে বলো— এইবার আমি খানিক এগিয়ে তাঁর কাছে বসি। তিনি, বদরুদ্দীন উমর আবার মুখ খুললেন—কী যেন বলতে চেয়েছিলে? এইবার আমি আলোচনা বাড়ানোর জন্য আলাপ অন্যদিকে নিতে শুরু করি: আপনার বাবাও শেষ দিকে চোখের সমস্যায় ভুগেছিলেন। আপনি কানের সমস্যায়।

আমার কথা শেষ হতেই তিনি একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপরে সোফার সঙ্গে হেলান দিয়ে সামনের সাদা দেয়ালে চোখ রাখলেন। খেয়াল করলাম তাঁর চোখ পিটপিট করছে। কী মনে করে উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে হাত দিয়ে বসতে বলে ভেতরের ঘরে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়েই তাঁর মেয়েকে বললেন- শিঙাড়া, লাড্ডু আর চা দিতে হবে।

ফিরে এসে একই জায়গায় বসলেন। তারপর বললেন—কয়েকদিন আগে এক সাংবাদিক এসেছিল; আমার কাছে জানতে চাইল- এখন আমি কী পড়ছি, কী লিখছি। আমি উত্তর দেইনি। দেওয়ার দরকার মনে করিনি। এইসব প্রশ্ন আমার মতো লোকের কাছে জানতে চায় কেন! এটা জানতে চাইতে পারে কোনো সিনেমার নায়কের কাছে। তার কাছে সাংবাদিক প্রশ্ন করতে পারে- আপনার প্রিয় ফুলের নাম কী? প্রিয় রং কোনটি? কথা শেষ করেই দেখলাম তিনি সামান্য হাসলেন যেন! একটু আগের থমথমে ভাবটা কেটেছে।

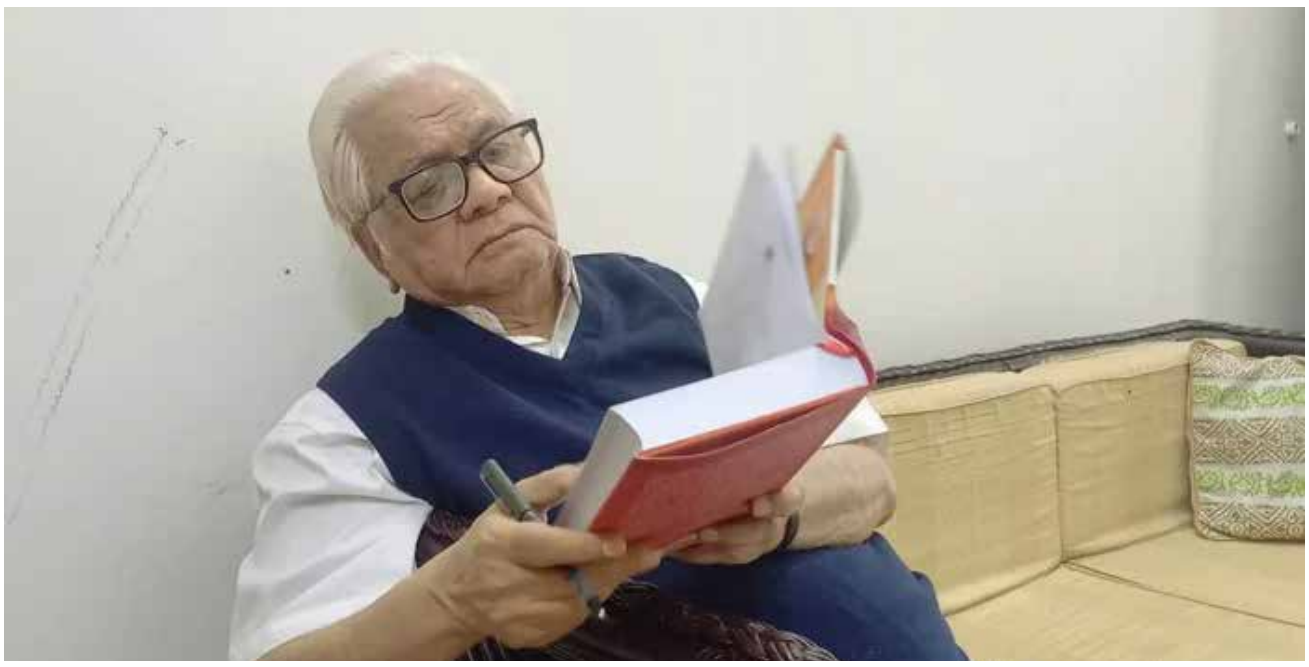

বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে দেখা হলে প্রতিবারই যে প্রশ্নটি তিনি করেন, সেভাবে জানতে চাইলেন—দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন? খুবই দুঃসময় যাচ্ছে। এখন তো ঘরের বাইরে বের হতে পারি না। লোকজনের সঙ্গে সেভাবে কথা বলতে পারি না। সাধারণ মানুষ কী বলে?

বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকের সূত্রে। সেটা সম্ভবত ২০১২-এর দিকে। তিনি—পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি নামে এক বইয়ের সন্ধান দিয়েছিলেন। মনে আছে শাহবাগের আজিজ সুপারমার্কেটে কিনতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছিলাম। তিন খণ্ডের বিশাল কলেবরের বইটি কেনার মতো টাকা তখন পকেটে ছিল না। এক খণ্ড কিনেছিলাম সেদিন। পরে মনে হয়েছিল, সেদিন তিন খণ্ড একত্রে না কিনতে পেরে লাভই হয়েছিল। এক খণ্ড কিনে এনে দ্রুত শেষ করেছিলাম। পরে আরও দুই খণ্ড একইভাবে কিনেছিলাম। বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ দেখার সূত্র তৈরি হয়েছিল ঠিক ওই কাছাকাছি সময়েই। ঢাকার মিরপুরে রূপনগর আবাসিক এলাকায় সৃষ্টি পাঠোদ্যান নামের একটি পাঠাগারের এক অনুষ্ঠানে তিনি এসেছিলেন। আমরা তখন সেই পাঠাগারের নিয়মিত পাঠক। বই পড়া, আড্ডা দেওয়া- সবই পাঠাগারকেন্দ্রিক। সৃষ্টি পাঠোদ্যানের অনুষ্ঠানে সেদিন বদরুদ্দীন উমর এসেছিলেন অনুষ্ঠানের আয়োজকদের সবার হাজির হওয়ার আগেই। সেদিনই তাঁর সময়জ্ঞানের বিষয়ে ধারণা পেয়েছিলাম। সেদিন যে সাক্ষাতের সূত্রটি তৈরি হয়েছিল সেটি ধরেই এখনও বদরুদ্দীন উমরের কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে আসছি।

বদরুদ্দীন উমর জন্মেছিলেন ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বর্ধমানে। তাঁর বাবা আবুল হাশিম ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের নেতা ছিলেন। ১৯৫০ সালে তাঁরা সপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন উমর। এখন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচয়িতা হিসেবেও তিনি প্রথম দিকের একজন। উমর পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও অর্থনীতিতে ডিগ্রি অর্জন করেছেন। শিক্ষকতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই সময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগে অর্থাৎ, ষাটের দশকে বদরুদ্দীন উমর সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যে সাহসী ও যৌক্তিক লেখাগুলো লিখেছিলেন, তা এখনও এই অঞ্চলের—বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। সেই সময়ে আইয়ুব সরকারের দমন-পীড়নে উমর বুঝতে পেরেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি করে রাজনৈতিক চর্চা চালিয়ে যেতে পারবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

এ পৃথিবী একবার পায় তারে

লোপা মমতাজ

২০ ডিসেম্বর তাঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী। তিনি বাংলাদেশের একজন মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক, রাজনীতিবিদ, লেখক এবং কমিউনিস্ট। তিনি গণমানুষের মুক্তিতে বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি কথা বলেন, লেখেন। কোনো পুরস্কারের ধার ধারেন না, আদর্শিক জায়গা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোভনীয় চাকরি পর্যন্ত ছেড়ে দিতে পারেন, তিনি একজন সাহসী মানুষ, আমাদের দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, বদরুদ্দীন উমর। জন্মেছেন ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান শহরে। তাঁর বাবা আবুল হাশিম, মা মেহের বানু বেগম। বাবা ছিলেন অখণ্ড ভারতের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের মধ্যে ১৯৫০ সালে তাঁরা সপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন। পরবর্তীতে অক্সফোর্ডে পড়াকালীন বদরুদ্দীন উমর মার্ক্সবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। তারপর ১৯৫৬ সালের পহেলা নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এক বছর পর যুক্ত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে। ১৯৬৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের যাত্রাও হয় তাঁর হাত ধরেই। ১৯৬৮ সালে তিনি পদত্যাগ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এরপর যুক্ত হন সক্রিয় রাজনীতিতে। ১৯৫৯ সালের ৭ জুন চাচাতো বোন সুরাইয়া হানমকে বিয়ে করেন। তাঁদের পরিবারে তিন সন্তান। এক ছেলে ও দুই মেয়ে।

বদরুদ্দীন উমর বর্তমানে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি এবং বাংলাদেশ লেখক শিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য। ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে সংস্কৃতি নামক একটি রাজনৈতিক পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা একশর বেশি এবং সেগুলো উভয় বাংলাতেই সমাদৃত। তাঁর লেখা নিজের আত্মজীবনীতে উঠে এসেছে, তাঁর দেখা দেশ, কাল, রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষিত। আজ তিনি বিরানব্বইয়ে পদার্পণ করেছেন। এখনও তাঁর কলমের ধার এতটুকু কমেনি। লিখে যাচ্ছেন। বদরুদ্দীন উমর প্রথম জীবনে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি নির্ভেজাল, আরাম-আয়েশের জীবনযাপন করতে পারতেন। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঢাকা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভকারী এবং চট্টগ্রাম কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত একজন ব্যক্তির পক্ষে একটি নিশ্চিত জীবন পাওয়া কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি তা বেছে নেননি। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার নিশ্চিত পেশার জীবন ছেড়ে স্বেচ্ছায় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং সে রাজনীতি প্রথাগত রাজনীতি নয়, কমিউনিস্ট রাজনীতি। কমিউনিস্ট সংগঠনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তিনি এখনও কমিউনিস্ট হিসেবেই রাজনীতি করছেন।

ষাটের দশকে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে লিখতে গিয়ে আইয়ুব-মোনেম সরকারের রোষানলে পড়ে তিনি এটুকু উপলব্ধি করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর পক্ষে বেশিদূর কাজ করা সম্ভব নয়। ১৯৬৮ সালে তিনি পদত্যাগ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিতে

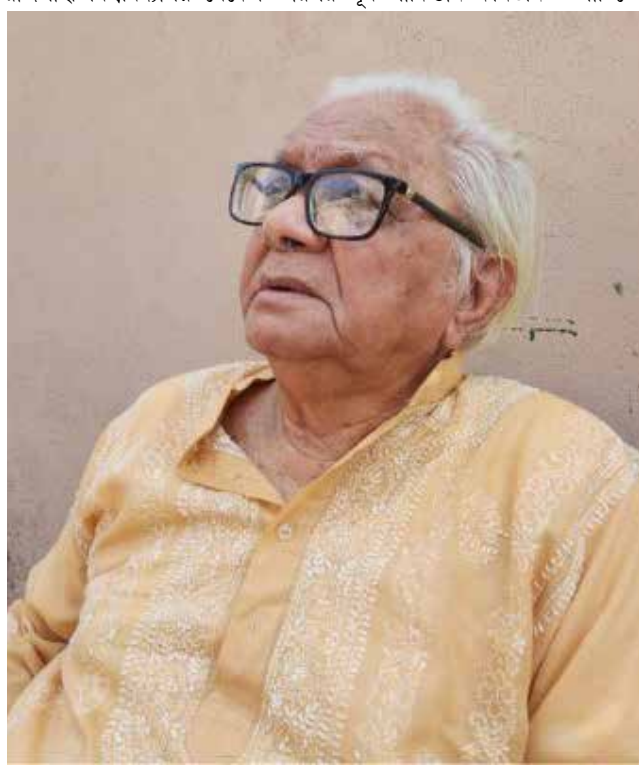

(মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) যোগ দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবন। প্রায় ছয় দশক ধরে নানা প্রতিকূলতা ও বৈরিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, তিনি আজও সচেতনভাবে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় আছেন মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক-বিশ্লেষক এবং সংগঠক হিসেবে। লেখক ও রাজনৈতিক জীবনে বদরুদ্দীন উমরের কোনো আদর্শচ্যুতি ঘটেনি, তাঁর চিন্তা-চেতনার ধার এবং ভার এখনও আগের মতোই তীক্ষ্ণ। শ্রমজীবী-নিপীড়িত মানুষের মুক্তি ও মর্যাদার লড়াইয়ে অবিচল এক সংগ্রামী মানুষ।

এখন পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২০টি। একজন ভিন্নধারার ইতিহাসবিদ হিসেবে বদরুদ্দীন উমরের অসাধারণ গবেষণাগ্রন্থ 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'-এর তিনটি খণ্ড। এই একটি বইই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রাখার জন্য যথেষ্ট। এ বইয়ের মাধ্যমে তিনি নবগঠিত পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসকে যেভাবে বিবৃত করেছেন, তার সমতুল্য নজির বাংলাদেশে মেলা ভার। প্রথমত ইতিহাস রচনায় তিনি এ ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষের সংগ্রামগুলোকে পাদপ্রদীপের আলোতে নিয়ে আসেন; যা প্রকৃতই ওই সময়ের ঘটনাবলির জনমানুষের ইতিহাস হয়ে উঠেছে। একজন স্বীকৃত কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও আজীবন তিনি ভারত ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, বুর্জোয়াদের আধিপত্যের বিপরীতে শ্রমিক শ্রেণির মানুষের জন্য বিকল্প নেতৃত্ব দেওয়ার পরিবর্তে উভয় দেশের কমিউনিস্ট পার্টি হাস্যকরভাবে নিজেদেরকে মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগী সংগঠনের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। যখন সমগ্র জাতি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফুঁসছে, তখন কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেণিসংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকাকে তিনি বোকামি ও অজ্ঞানতা হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি এটাও বলেছেন, বাংলাদেশের কোনো দল আদতে 'কমিউনিস্ট' হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করার যোগ্য নয়। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি নিপীড়ন ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হননি। ১৯৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের উদ্যোগ বাড়ালে তিনি প্রায় এককভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৮০ জন শিক্ষকের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নেন। সেখানে ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন ও বেসামরিক মানুষ হত্যার প্রতিবাদ জানানো হয়। নৈতিক কারণে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের একটি তিন মাসের ফেলোশিপও প্রত্যাখ্যান করেন।

বদরুদ্দীন উমর আজীবন জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব করার সকল প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছেন। কল্পনা চাকমাসহ পাহাড়ি এলাকার রাজনৈতিক কর্মীদের অপহরণের প্রতিবাদ করেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৯২ সালে জাহানারা ইমামের সঙ্গে মিলে গণআদালতের আয়োজন করেন। বদরুদ্দীন উমর কখনও পুরস্কার ও প্রশংসার পরোয়া

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

উৎসবের আনন্দের বড়দিন

উইলিয়াম প্রকাশ গমেজ

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম বার্ষিকী বড়দিন খ্রীষ্ট মন্ডলীর সবচেয়ে বড় মহা আনন্দের ও পুর্নমিলনের ধর্মীয় উৎসব। এই দিনেই ২০২২ বছর পূর্বে ঈশ্বর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট মানব রূপে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মানবজাতিকে পাপ থেকে উদ্ধার এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য। মানব জাতির পরিত্রানের জন্য এানকর্তা ঈশ্বরের এ আগমন মানব জাতিকে আলোর দিশারী ও আশার আলোর বানী প্রদান করে। মহা আনন্দের এ উৎসব এখন শুধু আর ধর্মীয় রীতিনীতিতে আবদ্ধ নয় এর বিস্তৃতি সমাজের সর্বস্তরে বিদ্যমান। আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুশীলনের তুলনায় এ আনন্দ উৎসবের বড় অংশই এখন বানিজ্যিক লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতা।

বড়দিনের এ মহা আনন্দের সময় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে সবাই প্রস্তুতি গ্রহন করে আধ্যাত্মিক শুদ্ধির জন্য। ধর্মীয় খ্রীষ্টযাগ, প্রার্থনা, পাপস্বীকার, কীর্তন ও মিলনমেলা ইত্যাদি আয়োজনে পুরো ডিসেম্বর মাস ব্যস্ত থাকেন খ্রীষ্টভক্তগন ।

পুরো ডিসেম্বর মাসজুরেই বিশেষ করে থ্যাঙ্কসগিভিং এরপর হতেই বড়দিনের উৎসবের আমেজ পুরো সমাজকে আলোকিত করে তুলে। প্রত্যেকটি শপিং সেন্টার, রাস্তার মোরে মোরে, অফিস-আদালত, বাড়িতে বাড়িতে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয় । বিভিন্ন অফিস-আদালত - বাড়িতে বড়দিন ও ক্রিসমাস পার্টির আয়োজন করা হয়। মনে হয় এ যেন এক আলোকিত ও উৎসবের রঙ্গীন নগরী। বর্তমান পৃথিবীর সুযোগ-সুবিধা, বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা এবং আধুনিক জীবন যাত্রার মান অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে এগিয়ে বর্তমান মানব সমাজ। মানব সমাজের এ রূপান্তরমুখী পরিবর্তরেন ফলে সভ্যতার ইতিহাস হতে অনেক কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। আধুনিকতার বানিজ্যের কাছে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের নৈতিকতা, সামাজিকতার রীতিনীতি ও মূল্যবোধ। আত্ম অহংকার, হিংসা, লোভলালসা, জিদ, পরনিন্দা ও পরচর্চার মধ্যেই আমরা এখন আনন্দ করি, উৎসব করি।

কেউকে ছোট করতে বা হেয় করতে পারলে পার্টি করি। স্যোসাল মিডিয়াতে স্ট্যাটাস দিয়ে নিজেকে অন্যের কাছে দেখাতে চাই আমিই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী এবং শ্রেষ্ঠ মানব।

আমরা এখন মুখোশ পরে চলি মন্দকে মন্দ বলার ক্ষমতার পরিবর্তে নিজের স্বার্থ উদ্ধার নিয়ে ব্যস্ত থাকি। অন্যকে বিপদে ফেলে দিতে পারলে আনন্দ করি। অন্যের সাফল্যে বা উন্নতিতে হিংসা করি এবং তার পতন কামনা করি।

প্রভু যীশু এ জন্মদিন উৎসবের আনন্দের বড়দিনে আমরা নিজ-নিজ অবস্থানে থেকে একটি ন্যায়, আত্ম-মযার্দাশীল সুখী-সম্বৃদ্ধিশীল সমাজ তৈরী জন্য গুনগত ইতিবাচক কাজ করি।

প্রতিজ্ঞা মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে ধারন ও চর্চ্চা করতে হবে পরনিন্দা ও পরচর্চা, লোভ-লালসা, হিংসা-অহংকার পরিত্যাগ করার ।

মানুষের উপকার করতে না পারলেও তার ক্ষতি না করার। বড়দিন সবার জীবনে আশা আলোর বার্তা নিয়ে আসুক, সুখ - আনন্দময় হোক প্রত্যেক মানব জীবন। প্রভু যীশুর জীবন ও তার শিক্ষা আমাদের মানব জাতিকে যেভাবে প্রভাবিত ও পরিচালিত কারছে তা যেন মানুষের মঙ্গল ও আলেকিত সমাজে বিরাজ করে। মেরীল্যান্ড

যে কারণে বড়দিন পালিত হয়

ক্রিসমাস হলো এমন একটা যাদুর কাঠি যার পরশে পৃথিবীর সকল মানুষকে ছুয়ে যায় আর দেখায় সুখ সান্তি ও সমৃদ্ধির পথ

বড়দিন বা ক্রিসমাস একটি বাৎসরিক খ্রিস্টীয় উৎসব। ২৫ ডিসেম্বর তারিখে যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে এই উৎসব পালিত হয়।

এই দিনটিই যিশুর প্রকৃত জন্মদিন কি না, তা জানা যায় না। আদিযুগীয় খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে এই তারিখের ঠিক ৯ মাস পূর্বে মেরির গর্ভে প্রবেশ করেন যিশু। সম্ভবত, এই হিসাব অনুসারেই ২৫ ডিসেম্বর তারিখটিকে যিশুর জন্মতারিখ ধরা হয়।

অন্যদিকে, একটি ঐতিহাসিক রোমান উৎসব অথবা উত্তর গোলার্ধের দক্ষিণ অয়নান্ত দিবসের অনুষঙ্গেই ২৫ ডিসেম্বর তারিখে যিশুর জন্মজয়ন্তী পালনের প্রথাটির সূত্রপাত হয়। বড়দিন বড়দিনের ছুটির কেন্দ্রীয় দিন এবং খ্রিস্টধর্মে বারো দিনব্যাপী খ্রিস্টমাসটাইড অনুষ্ঠানের সূচনাদিবস।

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজ ব্যবসায়ী ও ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম বাংলাদেশে আসে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ০.০৩ শতাংশ খ্রিস্টান। তবে বাঙালিদের কাছে এই দিনটির পরিচয় বড়দিন হিসেবে।

এর কারণ কী? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছেন, মর্যাদার দিক থেকে এটি একটি বড়দিন।

তিনি বলেন, যিশু যেহেতু বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য ধর্ম ও দর্শন দিয়ে গেছেন, বিশ্বব্যাপী বিশাল অংশের মানুষ তার দেয়া ধর্ম ও দর্শনের অনুসারী। যিনি এতো বড় ধর্ম ও দর্শন দিলেন ২৫ ডিসেম্বর তার জন্মদিন। সে কারণেই এটিকে বড়দিন হিসেবে বিবেচনা করে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ।

অধ্যাপক ঘোষ বলেন, ১৮ ও ১৯ শতকে ইউরোপীয়রা এসে এ অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে। যারা ধর্মটি গ্রহণ করেছেন তাদের কাছে এটি আরও মহিমান্বিত বিষয়।

তিনি আরও বলেন, বাঙালি যারা খ্রিস্টান তাদের অধিকাংশই এই ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছেন। তারা ভাবেন যিশু এমন একজন যিনি তাকে ধর্ম দিয়েছেন। তাই তার জন্মদিনটাই তারা সব আবেগ দিয়ে পালন করেন। এ কারণেই দিনটি তাদের কাছে বড়দিন হিসেবে বিবেচিত।

তার মতে বাঙালি সমাজে ১৮ শতকের শেষের দিকে এই বড়দিন পালনের চর্চা শুরু হয়েছিল। একই সময়ে এই অঞ্চলের মানুষ ইউরোপীয়দের অনুকরণে জন্মদিন পালনও শুরু করে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বড়দিনের প্রধান আকর্ষণের অন্যতম হলো লাল সাদা পোশাক আর সাদা চুল দাড়ির সান্টা ক্লজ। এই রাতেই বল্গা হরিণে টানা স্লেজে চেপে পুরো দুনিয়া চষে বেড়ান। ঝুলিতে থাকে উপহার। সব শিশুর হাতে সেই উপহার দিয়ে যান সান্টা ক্লজ।

বড়দিনের অন্যতম আকর্ষণ সান্টা ক্লজ আসলে কী, তা জানেন? কীভাবে এলেন এই সাদা দাড়ি লাল টুপির মানুষটি। কেনই বা শিশুদের উপহার দিয়ে বেড়ান। ইতিহাস থেকে জানা যায়, যিশু খ্রিস্টের মৃত্যুর ২৮০ বছর পরে রোমের মাইরাতে জন্ম হয় সেইন্ট নিকোলাসের। এশিয়ার মাইনর বর্তমান তুরস্কের পাতারা নামক অঞ্চলে তার জন্ম। ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারান তিনি। তার জীবনের একমাত্র ভরসা ও বিশ্বাস ছিল যিশু খ্রিস্টের ওপর। নিজে ছোটবেলায় অনাথ হয়ে যান। তাই গরিব শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

তিনি খুবই মহৎ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। দান-দক্ষিণায়ও সুনাম ছিল তার। মহানুভবতার জন্য তিনি সবার প্রিয় ছিলেন। তিনি মানবরক্ষক হিসেবে বেশ পরিচিত ছিলেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, নিকোলাস ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ও মধ্যরাতে ছেলেমেয়েদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে উপহার দিতেন। গরিব শিশুদের উপহার দিয়ে বেড়াতেন। আকাশে অর্ধেকটা চাঁদ থাকলে নিজেকে আড়াল করে উপহার দিতেন সেইন্ট নিকোলাস। এতেই নিজের আনন্দ খুঁজে পেতেন। সেই থেকে সান্টা নামেই পরিচিতি পেতে থাকেন নিকোলাস।

কিন্তু নিকোলাস তো লাল পোশাক পরে উপহার দিয়ে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

Merry Christmas and Happy New Year

মহামারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানব জাতীকে রক্ষায়
মুক্তিদাতা প্রভু যীশুর বিশেষ অনুগ্রহ একান্ত প্রয়োজন

সবাইকে জানাই শুভ বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা

ক্যালভিন মন্ডল ও পরিবারবর্গ

ফাউন্ডার, ক্যাটরিনা লাভ ফর বাংলাদেশ ইন্ক
ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক।

প্রোটিন কেন গুরুত্বপূর্ণ? কী পরিমাণে খেতে পারেন?

প্রোটিন হলো শরীরে পেশী তৈরির প্রধান উপাদান। ত্বক এবং পেশীর পাশাপাশি এনজাইম, হরমোন, নিউরোট্রান্সমিটার এবং বিভিন্ন অণু তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বলতে পারেন শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে প্রোটিন।

প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড নামক ছোট অণু নিয়ে গঠিত। যা একটি মালার মতো একত্রিত হয়। এই সংযুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো দীর্ঘ একটি প্রোটিনের মালা তৈরি করে। আমাদের শরীর এই অ্যামিনো অ্যাসিড কিছু পরিমাণে উৎপাদন করে। তাই অবশ্যই আপনার খাদ্যের মাধ্যমে অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত প্রানী থেকে পাওয়া প্রোটিন সঠিক অনুপাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের সরবরাহ করে। যেটা আপনি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন: গরু এবং মুরগির মাংস।

কারণ প্রাণীর টিস্যু মানুষের শরীরের টিস্যুর মতোই। আপনি যদি প্রতিদিন মাংস, মাছ, ডিম বা দুগ্ধজাত খাবার খান তাহলে বুঝতে হবে আপনি পর্যাপ্ত প্রোটিন পাচ্ছেন।

যাইহোক প্রাণীজ প্রোটিন না খেলে শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

প্রতিদিন কি পরিমাণ খেতে পারবেন

আপনার কতটা প্রোটিন দরকার সেটা মানুষ ভেদে পরিবর্তণ হতে পারে। বেশিরভাগ পুষ্টিবিদরা পরিমিত পরিমাণেই প্রোটিন গ্রহণ করতে বলেন।

শরীরের ওজনের প্রতি এক পাউন্ডের জন্য গ্রহণ করতে পারবেন ০.৩৬ গ্রাম প্রোটিন (প্রতি কেজিতে ০.৮ গ্রাম)। ১৫০ পাউন্ড ওজনের ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন ৫৪ গ্রাম এবং ১৮০ পাউন্ড ওজনের ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন ৬৫ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন। তবে এখানে একটি কিন্তু আছে । সবার শরীর আলাদা। কারে পরিমাণ, স্তর, বয়স, ওজন এবং আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রোটিন গ্রহণের মাত্রা নির্ভর করে।সূত্র : হেল্‌থ লাইন।

শরীরের উপর লবণের প্রভাব নিয়ে বিভ্রান্তি কম নয়

অতিরিক্ত লবণ শরীরে জন্য ক্ষতিকর বলেই আমরা জানি। কিন্তু লবণ কেন, কীভাবে, কোন মানুষের উপর কতটা প্রভাব রাখে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান অনেকেরই নেই। অথচ আধুনিক জীবনযাত্রায় সে বিষয়ে ধারণা থাকা জরুরি।

জার্মান নিউট্রিশন সোসাইটি দিনে ছয় গ্রামের কম লবণ খাবার পরামর্শ দিচ্ছে। অথচ একটি পিৎসার মধ্যেই দশ গ্রাম পর্যন্ত লবণ থাকে। ফলে মানুষ একটি মাত্র পদেই প্রায় দ্বিগুণ লবণ খেয়ে নিচ্ছেন।

গবেষণার ফল অনুযায়ী অতিরিক্ত লবণ আমাদের ইমিউন সিস্টেমের উপর প্রভাব রাখতে পারে। লবণের মধ্যে যে সোডিয়াম থাকে, সেটি শেষ পর্যন্ত ইমিউন সিস্টেমের কোষে জমা হয়। ফলে কোষের শক্তি কমে যায় এবং কোষের পরিবর্তন ঘটে।

বিস্ময়কর ঘটনা হলো, কোষগুলি তখন মোটেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে না, বরং অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর অর্থ, স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে কোষগুলি আরও জোরালোভাবে ব্যাকটিরিয়াসহ অন্যান্য রোগের মোকাবিলা করতে পারে। বার্লিন এমডিসি বুখের ডমিনিক এন ম্যুলার বলেন, ‘‘অতিরিক্ত সক্রিয় মোনোসাইট কোষ কার্ডিওভাসকুলার রোগও তরান্বিত করতে পারে। ফলে লবণের প্রভাব শুধু ভালো না শুধু খারাপ, তা বলা আরও কঠিন। কোনো ব্যাকটিরিয়া মোকাবিলার ক্ষেত্রে লবণ ভালো কাজও করতে পারে। কিন্তু সার্কুলেটরি সমস্যা আছে, এমন রোগীর জন্য সেটা একটা ঝুঁকি।

একটি মাত্র পিৎসা কার্ডিওভাস্কুলার রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় না। সেটি খাবার আট ঘণ্টা পর এক ব্যক্তির রক্ত পরিক্ষা করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেল, যে ইমিউন কোষগুলির মধ্যে শক্তির মাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

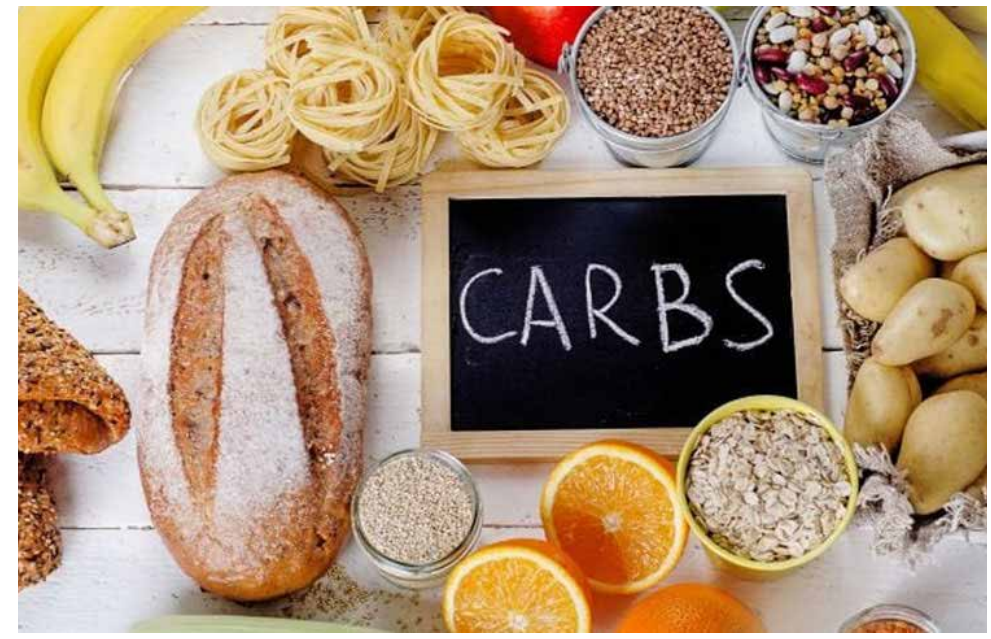

ওজন কমাতে প্রতিদিন কতটুকু কার্বোহাইড্রেট খেতে পারেন

খাবারের তালিকা থেকে অস্বাস্থ্যকর কার্বোহাইড্রেট বাদ দিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি সহজেই হতে শুরু করবে। কিন্তু ব্যক্তিগত চাহিদার সাথে কার্বোহাইড্রেট গ্রহণের পরিমাণ নিয়ে তেমন কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে বিশেষজ্ঞরা কিছু পরিমাণের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই বিষয়ে চলুন জেনে নিই।

যা এড়িয়ে যাবেন: সাদা চিনি, সাদা আটা-ময়দা, প্রসেসড বা প্যাকেটজাত খাবার,

নুডুলস, পাস্তা

দিনে ১০০-১৫০ গ্রাম : যারা সুস্থ, সচল এবং ওজন ঠিক রাখতে চান, তাদের পরিমিতভাবে খাবার গ্রহণ করা উচিত আর দিনে ১০০-১৫০ গ্রাম পরিমাণটা পরিমিতই বলা যেতে পারে। কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করেও ওজন হ্রাস করা সম্ভব। কিন্তু ওজন কমানোর জন্য আপনাকে ক্যালোরি গ্রহণ এবং পরিমাণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন এই কার্বোহাইড্রেটগুলো : সব ধরনের সবজি, প্রতিদিন কয়েক টুকরা ফল, অল্প পরিমাণে স্বাস্থ্যকর স্টার্চ। যেমন: আলু, মিষ্টি আলু, ভাত এবং ওটস।

দিনে ৫০-১০০ গ্রাম : এই পরিমাণটিও উপকারি হতে পারে ওজন কমানোর জন্য। আপনি যদি কার্বোহাইড্রেটের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে এই পরিমাণেও কার্বোহাইড্রেট খেতে পারেন।

এক্ষেত্রে তালিকায় রাখতে পারেন: প্রচুর শাকসবজি, প্রতিদিন ২-৩ টুকরা ফল, স্টার্চ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট সামান্য পরিমাণে

প্রতিদিন ২০-৫০ গ্রাম : এমন কম পরিমানে কার্বোহাইড্রেট খাদ্যতালিকায় রাখলে শরীরের বিপাকের ওপর বড় প্রভাব ফেলে। আসলে যারা দ্রুত ওজন কমাতে চান, যাদের বিপাকীয় সমস্যা আছে, স্থূলতা বা যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের জন্য এটি একটি সম্ভাব্য পরিমাণ হতে পারে। এই পরিমাণ খেলে ওজন সহজেই কমে যায়। প্রতিদিন ৫০ গ্রামের কম খেলে শরীর কিটোসিসে চলে যায়। ফলে মস্তিষ্কে শক্তি সরবরাহ কমে যায়। এটাও খেয়াল রাখতে হবে। তাই এতো কম পরিমাণে খাওয়ার আগে পরামর্শ নেওয়া উচিত।

যে খাবারগুলো খেতে পারেন: প্রচুর পরিমাণে কম কার্বোহাইড্রেটযুক্ত সবজি খেতে হবে।ফল, বাদাম এবং কিছু বীজ যা থেকে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়

সর্তকতা : মনে রাখবেন কম কার্বোহাইড্রেট ডায়েটের অর্থ এই নয় যে, কোনো কার্বোহাইড্রেট খাবেন না। প্রতিটি ব্যক্তি আলাদা এবং একজন ব্যক্তির জন্য যা কাজ করবে সেটা অন্য জনের বেলায় নাও হতে পারে। তাই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ডায়েট করা ভালো। আপনার যদি টাইপ ২ ডায়াবেটিস থাকে তাহলে অবশ্যই পরামর্শ নিন।

ডায়াবেটিসে করলার জুসের উপকারিতা

করলা স্বাদে তেতো হলেও এতে থাকে অনেক পুষ্টিগুণ। করলায় থাকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, জিংকসহ বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ উপাদান। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে করলার জুস খুবই উপকারী। উপমহাদেশ ও চীনের গ্রামাঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসের ওষুধ হিসেবে করলার রস পান করে আসছে।

এ ছাড়া বাত রোগে, লিভার ও শরীরের কোনো অংশ ফুলে গেলে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে করলা ভালো পথ্য। নিয়মিত করলা খেলে জ্বর, হাম ও বসন্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে করলা : ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ম্যাজিকের মতো কাজ করে করলা। এতে এমন উপাদান আছে, যা ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে। তাই প্রতিদিন করলা খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এক গবেষণায় করলার অ্যান্টিডায়াবেটিক বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে। এটি গ্লুকোজ বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে একটি হাইপোগ্লাইসেমিক প্রভাব প্রয়োগ করে।

করলা কিভাবে রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে

করলা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমিয়ে রক্ত থেকে শরীরের কোষগুলোর সুগার গ্রহণ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া করলা শরীরের কোষের ভেতর গ্লুকোজের বিপাক ক্রিয়াও বাড়িয়ে দেয়। ফলে রক্তের সুগার কমে যায়।

বিজ্ঞানীরা মোট তিনটি উপাদান পেয়েছেন, যেগুলোর হাইপোগ্লাইসেমিক ক্রিয়া আছে। এই তিনটি উপাদান হলোচারেন্টিন, ভিসিন ও পলিপেপটাইড-পি। এগুলোর মধ্যে চারেন্টিনের খুব ভালো গ্লাইসেমিক প্রভাব আছে। এ ছাড়া করলায় লেকটিন নামে একটি উপাদান পাওয়া যায়, যা রক্তের গ্লুকোজের ঘনত্ব কমিয়ে দেয়। করলা এবং করলা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমাদের রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এটি যেসব পদ্ধতিতে আমাদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমায় সেগুলো হলো:

১. এটি পেরিফেরাল ও স্কেলেটাল পেশিতে গ্লুকোজের ব্যবহার বৃদ্ধি করে।

২. ক্ষুদ্রান্ত্রে গ্লুকোজের গ্রহণ কমায়।

৩. গ্লুকোনিওজিক হরমোনের উৎপাদন ও ক্রিয়াকৌশলে বাধা প্রদান করে।

৪. আইলেটস অব লেঙ্গারহেন্সের বিটা সেলকে সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে।

শরীরে করলার অন্যান্য উপকারিতা করলার বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত উপকারিতা রয়েছে। ডায়াবেটিস কমাতে সাহায্য করে। করলা ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য পথ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে, তাদের বেশি পরিমাণে তেতো খাওয়া উচিত। করলা বা উচ্ছের রস এবং এই গাছের পাতা নিয়মিত সেবন করলে তা রক্তে চিনির মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।

হজমের জন্য ভালো : খাবার হজম করতে সহায়ক এবং হজম শক্তিবর্ধক এই সবজি। তবে শুধু হজমশক্তিই নয়, করলা ফাইবারে পূর্ণ হওয়ায় এটি কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা থেকেও মুক্তি দেয়।

হার্ট ভালো রাখে : এর তিক্ত রস এলডিএল অর্থাৎ খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি হ্রাস করে।

প্রস্টেট ক্যান্সার : করলা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায় এবং অ্যালার্জি ও যেকোনো রোগের সংক্রমণ রোধ করে। এটি ক্যান্সার কোষের বিস্তার রোধ করে। নিয়মিত করলা খেলে স্তন ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সার এবং প্রস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

ওজন নিয়ন্ত্রণ : ক্যালরি ও ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় করলা ওজন হ্রাসে সহায়তা করে। এটি অ্যাডিপোজ কোষ, যা দেহে ফ্যাট সংরক্ষণ করে তার গঠন এবং বৃদ্ধি বন্ধ করে। এটি পরিপাক ক্রিয়া উন্নতি করে এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলো শরীরকে ডিটক্সাইয়েটে সহায়তা করে, যাতে চর্বি হ্রাস করতে পারে।

ক্ষত নিরাময়ে করলা : করলার দুর্দান্ত একটি বৈশিষ্ট্য এটি। কোনো স্থানে ক্ষত হলে করলার ব্যবহার তৎক্ষণাৎ ওই স্থানের রক্তপ্রবাহ এবং রক্ত জমাট বাঁধা নিয়ন্ত্রণ করে, যার ফলে ক্ষতের দ্রুত নিরাময় হয়।

সুগার কমায় : একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় যে করলার রস তাৎক্ষণিকভাবে ৩০ মিনিটের মধ্যে রক্তে শর্করার মাত্রা কমায় এবং ১২০ মিনিটে উল্লেখযোগ্যভাবে কমায়।

অর্থাৎ করলা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমিয়ে রক্ত থেকে শরীরের কোষগুলোর সুগার গ্রহণ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

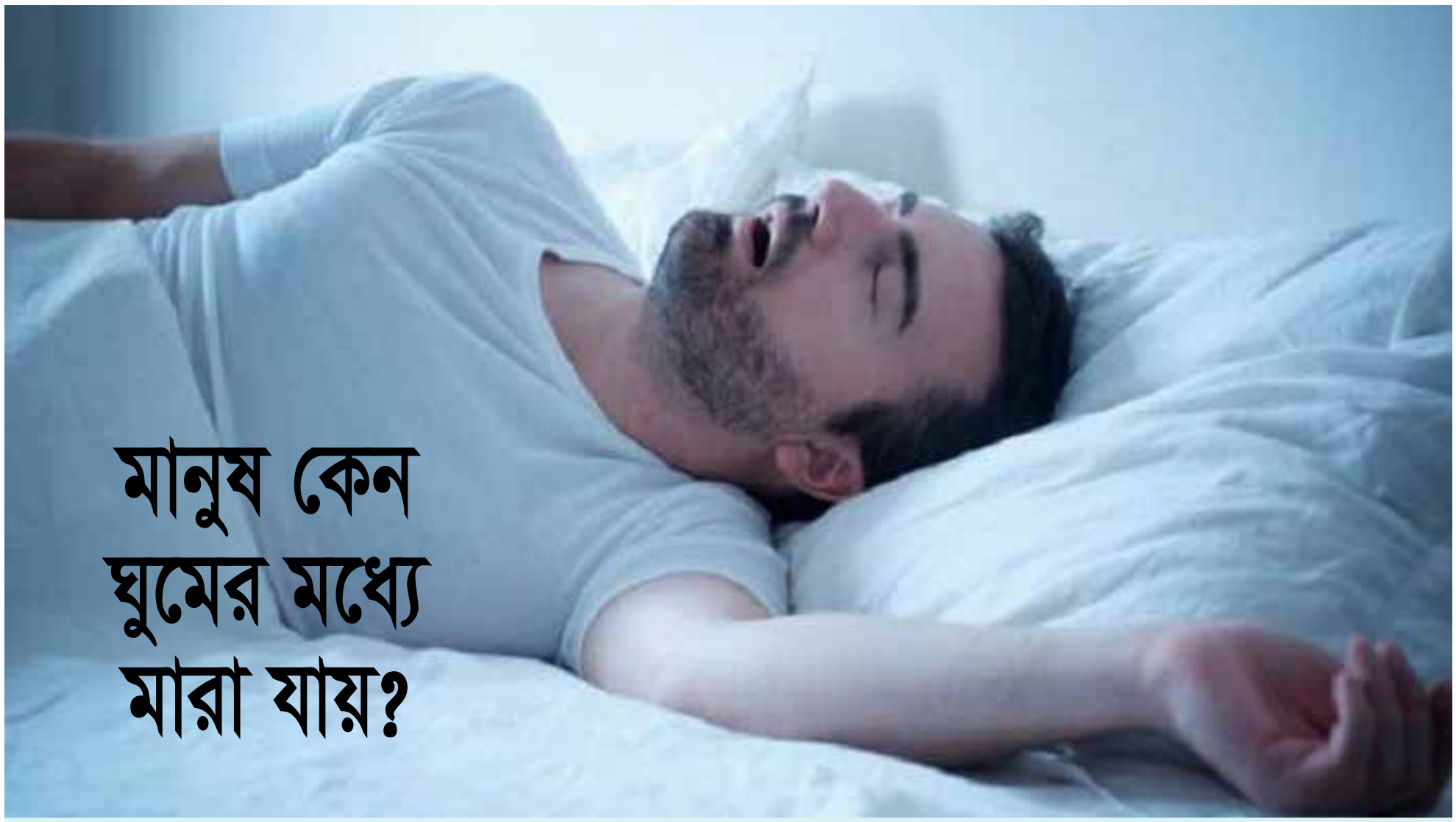

মানুষ কেন ঘুমের মধ্যে মারা যায়?

যখন মানুষ নিজেদের মৃত্যুর কথা চিন্তা করে, বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে ঘুমের মধ্যে মারা যাওয়া প্রায়ই মানুষের কাছে কম ভীতিকর মনে হয়, সাধারণ মানুষের ভাবনা হলো, এ ধরণের মৃত্যু সম্ভবত ব্যথাহীন। আর এ ছাড়া মানুষ তার জীবনের তিনভাগের একভাগ সময়ই ঘুমিয়ে কাটায়। তাই এই ধরণের মৃত্যুকে খুব একটা অস্বাভাবিকও মনে হয় না। কিন্তু যখন এটি অপেক্ষাকৃত কমবয়সী মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে? সেক্ষেত্রে দেখা যায় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনের জন্য এটি বড় ধরণের ধাক্কা হয়ে যায়। অথচ একটি মানুষের ঘুমের মধ্যে মারা যাওয়ার মতো ঘটনা যে কোনো বয়সেই হতে পারে।

কিন্তু কেন মানুষ ঘুমের মধ্যেই মারা যায়? আর এই ধরণের মৃত্যু কী প্রতিরোধযোগ্য?

নিউজ উইকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ সংক্রান্ত গবেষণা বলছে খুব বেশি ঘুম বা খুব কম ঘুম সামগ্রিকভাবে মৃত্যুর ঝুঁকির সঙ্গে জড়িত। তবে ঘুমের পরিমাণ একজন মানুষের ঘুমের মধ্যে মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে কী না, তার কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। এ সংক্রান্ত আরও গবেষণা দরকার।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেশির ভাগ মানুষ ঘুমের মধ্যে মারা যায় স্বাস্থ্যগত নানা জটিলতা ও সমস্যার কারণে। আর এ ধরণের জটিলতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরণের মৃত্যু ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

যুক্তরাজ্যের নটিংহাম ইউনিভার্সিটির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ মেলিন্দ সোভানি বলেছেন, আপনার ঘুমের মধ্যে মারা যাওয়া সাধারণত হার্ট, ফুসফুস বা মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পর্কিত। মাঝে মধ্যে ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তিরা কম গ্লুকোজের মাত্রার কারণে ঘুমের মধ্যে মারা যেতে পারেন। সাধারণত ডায়াবেটিক্স আক্রান্ত রোগীদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

সোভানি জানান, ৩০ এর দশকে একজন পুরুষ রোগী ঘুমের পম্প ডিজিজের কারণে মারা গিয়েছিলেন, এই রোগটি গ্লুকোজ স্টোরেজের একটি অসুখ যা পেশী দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্টের কারণ হয়।

এ ছাড়া মৃগীরোগের মতো স্নায়বিক অবস্থাও ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। কারণ মৃগীরোগ শ্বাসযন্ত্র ও কার্ডিয়াক ফাংশনকে প্রভাবিত করে আকস্মিক মৃত্যু (এসইউডিইপি) ঘটাতে পারে, আর এমনটা ঘুমের মধ্যেও হতে পারে।

২০১৮ সালে ফ্রন্টিয়ার্স ইন নিউরোলজিতে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে এসইউডিইপিতে ভোরের দিকে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর এ সময়ই সাধারণত মানুষ ঘুমে থাকে। একইভাবে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়াতে পারে এবং এটি ঘুমের মধ্যেও হতে পারে।

এ ছাড়া অনেকেই স্লিপ অ্যাপনিয়ায় আক্রান্ত, যাদের ঘুমের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৭ সালে ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের চালানো এক সমীক্ষায় দেখা গেছে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত ব্যক্তির হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ (হার্ট ফেইলর) হয়ে মারা যাওয়ার ঝুঁকি সাধারণ ব্যক্তির থেকে আড়াইগুণ বেশি। সোভানিয়া জানান, অ্যারিথিমিয়াস নামের হার্টের ব্যধি যা অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দনের জন্য দায়ী। তাদেরও ঝুঁকি রয়েছে।

তাহলে উপায়?

শুধু বয়স্করাই নয়, ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হতে পারে কমবয়সী ব্যক্তিরও। সেক্ষেত্রে এমন অনাকাঙ্খিত ঘটনা এড়াতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত ঘুমানো। হাইব্লাড প্রেশার ও ডায়বেটিক্স থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা, নিয়মিত ওষুধ সেবন করা। এ ছাড়া মৃগী রোগ জনিত সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া। ফুসফুস ও হৃৎপিন্ডে কোনো সমস্যা অনুভব করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

কালা ভুনা

কালাভুনা খেতে কে না পছন্দ করে। খুবই সুস্বাদু এই কালা ভুনা পাতে থাকলে আর কোনো পদের দিকেই যেন চোখ পড়ে না। অনেকেই ভাবেন, ঘরে কালা ভুনা রান্না করা বেশ মুশকিল!

উপকরণ : গরুর মাংস ২ কেজি, লবণ স্বাদ মতো, হলুদ গুড়ো ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়ো দেড় টেবিল চামচ, ধনে গুঁড়ো দেড় টেবিল চামচ, জিরার গুঁড়ো দেড় টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, আধা চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ কাপ, কাঁচা পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, আধা কাপ সরিষার তেল, তেজপাতা ৩টি, দারুচিনি ৪টি, গোল মরিচ ৭-৮টি, এলাচ ৪টি, লবঙ্গ ৪-৫টি ও কাঁচামরিচ ৬-৭টি

বাগাড়ের জন্য : সরিষার তেল আধা কাপ, আদা কুচি আধা টেবিল চামচ ., রসুন কুচি দেড় টেবিল চামচ, শুকনো মরিচ ৭-৮টি,প্রয়োজনমতো গরম পানি।

পদ্ধতি : প্রথমে মাংসগুলো ভালো করে ছোট ছোট করে কেটে নিন। তারপর একে একে ১-১৭ নং পর্যন্ত সব উপকরণ মিশিয়ে নিন। তারপর ভালো করে মাংসের সঙ্গে মশলাগুলো মাখিয়ে নিতে হবে। এক ঘণ্টা ঢেকে রেখে মেরিনেট করে নিন। যে পাত্রে রান্না করবেন; ওই পাত্রেই মাংস মেরিনেশন করবেন।

এরপর পাত্রটি চুলায় হাই হিটে ৫ মিনিট ঢেকে রান্না করুন। যখন দেখবেন মাংস থেকে পানি ছাড়ছে, ওই সময় চুলার আঁচ মিডিয়াম আঁচ করে দিন। মাংস ভালো করে নেড়েচেড়ে দিতে হবে এ পর্যায়ে। আবরও ঢেকে ১৫-২০ মিনিট মাঝারি আঁচে সেদ্ধ করতে হবে মাংস। এতে মাংস থেকে সব পানি বেরিয়ে আসবে। এরপর ঢাকনা উঠিয়ে আবারও মাংস নেড়ে দিন। কালা ভুনা রান্নার ক্ষেত্রে আলাদা কোনো পানি ব্যবহার করা যাবে না। মাংস থেকে বের হওয়া পানি দিয়েই রান্না করতে হবে কালা ভুনা। এক থেকে দেড় ঘণ্টা একেবারেই অল্প আঁচে ঢেকে মাংস রান্না করতে হবে এবার। মাঝে মাঝে ঢাকনা উঠিয়ে নেড়ে দিতে হবে। নিচে যেন লেগে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। এভাবে কষাতে কষাতে দেখবেন একসময় মাংসের রং কালচে হয়ে এসেছে।

যখন দেখবেন পানি একেবারেই শুকিয়ে এসেছে, ওই সময় অল্প অল্প করে গরম পানি মিশিয়ে কষাতে হবে। মাংসের রং কালো হতে অন্তত দেড় ঘণ্টা সময় নেবে। ততক্ষণ রান্না করতেই হবে। যখন মাংসের রং আপনার মনমতো হয়ে যাবে, তখন বাগার দিতে হবে।

এজন্য আদা-রসুন কুচি, শুকনো মরিচ পরিমাণমতো তেলে ভেজে নিতে হবে। তারপরে তেলসহ মশলা মাংসের পাত্রে ঢেলে দিতে হবে। এবার মাংস পুনরায় ভালো করে নেড়েচেড়ে নিন। সামান্য গরম মশলা ছিটিয়ে দিতে হবে।

সেইসঙ্গে আস্ত কাঁচা মরিচ ৩-৪টি দিয়ে দিন মাংসে। এভাবে আরও ৫ মিনিট ঢেকে রান্না করুন। তারপর গরম গরম পরিবেশ করুন সুস্বাদু কালা ভুনা।

ভুনা খিচুড়ি

বৃষ্টির দিন উপভোগ করতে খাবার মেন্যুতে ভুনা খিচুড়ি রাখতে পারেন। জেনে নিন ঝরঝরে ভুনা খিচুড়ি রান্নার সহজ কৌশল।

উপকরণ : মুগ ডাল- ১ কাপ, পোলাওয়ের চাল- ৩ কাপ, সয়াবিন তেল- আধা কাপ, পেঁয়াজ কুচি- ১ কাপ, সবুজ এলাচ- ৬টি, লবঙ্গ- ৫টি, তেজপাতা- ২টি, দারুচিনি- ৩ স্টিক, রসুন বাটা- ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা- ১ টেবিল চামচ, হলুদ- ১ চা চামচ, মরিচের গুঁড়া- ১ চা চামচ , জিরার গুঁড়া- ১ চা চামচ , ধনিয়া গুঁড়া- ১ চা চামচ , গরম মসলার গুঁড়া- ১ চা চামচ, লবণ- স্বাদ মতো, কাঁচা মরিচ- কয়েকটি

প্রস্তুত প্রণালি : মুগ ডাল মিডিয়াম আঁচে ভেজে নিন। ডালের রঙ বাদামি হয়ে গেলে নামিয়ে চালের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। ডাল ও চাল একসঙ্গে ধুয়ে বড় চালনির মধ্যে নিয়ে নিন। আধা ঘণ্টা সময় দিন পানি ঝরার জন্য।

প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি ও গরম মসলা ভেজে নিন। পেঁয়াজে বেরেস্তার রঙ চলে আসলে আধা কাপ নরমাল পানি দিয়ে দিন। দুই মিনিট নেড়ে আদা ও রসুন বাটা দিয়ে আরও কয়েক মিনিট নাড়ুন। এবার সব গুঁড়া মসলা ও লবণ দিয়ে দিন। নাড়তে নাড়তে তেল ছেড়ে দিলে প্যান কয়েক মিনিটের জন্য ঢেকে দিন। এরপর চাল ও ডালের মিশ্রণ দিয়ে দিন মসলায়। ভালো করে নেড়েচেড়ে ভাজুন ৮ থেকে ১০ মিনিটের জন্য। ৬ কাপ ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে দিন। বলক চলে আসলে আস্ত কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। মরিচের মাথা সামান্য ভেঙে দিলে চমৎকার সুগন্ধ ছড়িয়ে যাবে খিচুড়িতে। মিডিয়াম আঁচে ১০ মিনিটের জন্য ঢেকে দিন প্যান। এরপর ঢাকনা তুলে নেড়েচেড়ে দমে রেখে দিন ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য। পরিবেশন করুন ঝরঝরে ও সুস্বাদু ভুনা খিচুড়ি।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

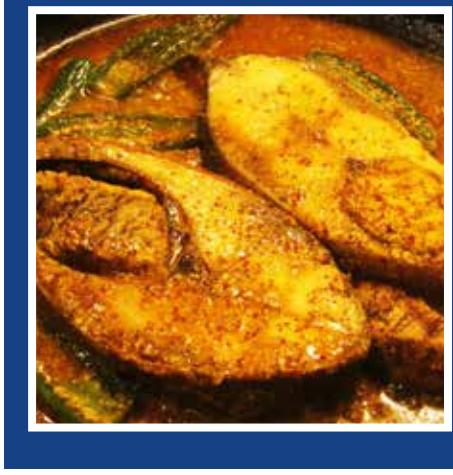

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

শীতে গরম গরম সবজির স্যুপ

এই শীতে সকালে বা বিকেলে স্যুপে পেতে পারেন আরামদায়ক উষ্ণতা। আর শীতের সবজি দিয়ে স্যুপ হলে জমবে ভালো। স্বাদ ও পুষ্টি দুই-ই হলো।

পাপায়া

উপকরণ : কাঁচা পেঁপে কুচি ২৫০ গ্রাম, রসুন কুচি দুই চা চামচ, আদা কুচি এক চা চামচ, মাখন দুই টেবিল চামচ, ক্রিম আধাকাপ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, ভেজিটেবল স্টক চার কাপ এবং লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : ১. একটি প্যানে এক টেবিল চামচ মাখন গলিয়ে এতে কাঁচা পেঁপে, রসুন ও আদা কুচি সামান্য লবণ দিয়ে নেড়ে স্টক দিন। ২. সিদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে ব্লেন্ড করে ক্রিম মিশিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ক্যারট

উপকরণ : গাজর কুচি ৩০০ গ্রাম, রসুন কুচি দুই চা চামচ, আদা কুচি এক চা চামচ, মাখন দুই টেবিল চামচ, ক্রিম আধাকাপ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, ভেজিটেবল স্টক চার কাপ এবং লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : ১. একটি প্যানে এক টেবিল চামচ মাখন গলিয়ে এতে গাজর, রসুন ও আদা কুচি সামান্য লবণ দিয়ে নেড়ে স্টক দিন। ২. সিদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে ব্লেন্ড করে ক্রিম মিশিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

গ্রিন ভেজিটেবলস

উপকরণ : পালংশাক ১০০ গ্রাম, ব্রকলি ৫০ গ্রাম, বরবটি ৫০ গ্রাম, মাখন এক টেবিল চামচ, রসুন কুচি এক চা চামচ, আদা কুচি আধা চা চামচ, সাদা গোলমরিচের গুঁড়া এক চা চামচ, লেবুর রস দুই টেবিল চামচ, ভেজিটেবল স্টক চার কাপ, কর্নফ্লাওয়ার দুই চা চামচ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : ১. সসপ্যানে পানি গরম করে সবজিগুলো এক মিনিট রেখে তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে রাখুন। ২. সাধারণ তাপমাত্রায় এলে পানি ঝরিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। ৩. অন্য সসপ্যানে মাখন গলিয়ে আদা ও রসুন কুচি এবং ভেজিটেবলস পেস্টসহ বাকি সব উপকরণ দিয়ে নাড়তে থাকুন। বলক এলে কর্নফ্লাওয়ার ও সামান্য পানি দিয়ে মিশিয়ে নেড়ে দিন। ৪. স্যুপ কিছুটা ঘন হয়ে এলে নামিয়ে পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

কলিফ্লাওয়ার

উপকরণ: ফুলকপি কুচি ৪৫০ গ্রাম, রসুন কুচি দুই চা চামচ, আদা কুচি এক চা চামচ, মাখন দুই টেবিল চামচ, ক্রিম আধা কাপ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, ভেজিটেবল স্টক চার কাপ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : ১. একটি প্যানে এক টেবিল চামচ মাখন গলিয়ে এতে ফুলকপি, রসুন ও আদা কুচি সামান্য লবণ দিয়ে নেড়ে স্টক দিন। ২. সিদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে ব্লেন্ড করে ক্রিম মিশিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

HALAL
Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

সমস্যাটা মনে হয় আমার

১৮ পৃষ্ঠার পর

মিলিটারি ১৯৭১ সালে এই দেশে যে গণহত্যা করেছিল, মেয়েদের ধর্ষণ করেছিল, সেই অবিশ্বাস্য নৃশংসতায় জামায়াতে ইসলামী নামক রাজনৈতিক দলটি তাদের সাথে ছিল। এই দেশের নাম যদি বাংলাদেশ হয়ে থাকে এবং দেশটি যদি আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে পেয়ে থাকি তাহলে এই দেশের মাটিতে জামায়াতে ইসলামী থাকার অধিকার নেই।

আমি যখন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তখন একদিন আমেরিকান এম্বাসির একজন কর্মকর্তা আমার সাথে দেখা করে তাদের একটা অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিলেন। সিলেট শহরে সুধীসমাজ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সেখানে তারা কথাবার্তা বলবেন। অনুরোধের ঢেঁকি গিলতে হয় তাই আমি ঢেঁকি গেলার জন্য সেই অনুষ্ঠানে যাব বলে কথা দিয়েছি। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময় সেখানে হাজির হয়েছি। সেখানে গিয়ে দেখি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে জামায়াতে ইসলামীকেও সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমেরিকান এম্বাসির যে মানুষটি আমাকে আমন্ত্রণ দিয়ে এনেছেন তিনি পাশে ছিলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই অনুষ্ঠানে আপনারা জামায়াতে ইসলামীকে দাওয়াত দিয়েছেন?'

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন, 'সব রাজনৈতিক দলকেই দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।'

আমি ক্ষিপ্ত হয়ে বললাম, 'আপনি আমাকে চেনেন, আমার সম্পর্কে জানেন, তারপরও আমাকে এখানে ডেকেছেন?'

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন, আমি কোনো সুযোগ না দিয়ে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় তাকে কিছু একটা বলে অনুষ্ঠান থেকে বের হয়ে যেতে শুরু করলাম। ঠিক তখন দেখতে পেলাম সিলেট শহরের জামায়াতের নেতা হাজির হয়েছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের হলের নাম শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নামে দেওয়ার জন্য এই মানুষটি এবং তার দল আমার বাসায় বোমা মারা থেকে শুরু করে অনেকভাবে আমার জীবনের ওপর কম হামলা করেনি। তা ছাড়া বিএনপি জামায়াতের সম্মিলিত সভায় আমাকে মুরতাদ ঘোষণা দেওয়ার কারণে অনেকেই আমাকে মুরতাদ হিসেবে খুন করে বেহেশতে যাওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জামায়াতের নেতা আমাকে দেখে আমার সামনে দাঁড়িয়ে করমর্দন করার জন্য মুখে হাসি ফুটিয়ে হাত এগিয়ে দিলেন। আমি আমার হাত সরিয়ে বের হয়ে এলাম। পেছন থেকে আমেরিকান এম্বাসির কর্মকর্তা ছুটে এসে বললেন, 'স্যার স্যার, ঢাকা থেকে অনেক বড় বড় মানুষ আসছেন, তাদেরকে আপনার কথা বলা হয়েছে। আপনি চলে গেলে আমি এখন তাদেরকে কী বলব?'

আমি বললাম, 'তাদেরকে কী বলবেন সেটা আপনার ব্যাপার, আমার না।'

আমি জানি অনেকে আমার এ রকম ব্যবহারকে যথেষ্ট বিচিত্র বলে মনে করবেন। ৭১-এ জামায়াতে ইসলামীর কার্যকলাপের জন্য বর্তমান জামায়াতে ইসলামী বা ছাত্রশিবিরকে দায়ী করতে রাজি হবেন না। 'অতীত ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের মুখের দিকে তাকিয়ে সবাইকে নিয়ে একত্রে বাংলাদেশ গড়ে তুলি' এ রকম একটা যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করবেন। যারা এই যুক্তি বিশ্বাস করতে চান তারা করতে পারেন কিন্তু আমার পক্ষে সেই যুক্তি মেনে নেওয়া সম্ভব না। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, যতদিন বেঁচে আছি নিজের হাতে জেনেশুনে কোনো যুদ্ধাপরাধী কিংবা তাদের সংগঠনের কারও হাত স্পর্শ করিনি, এই অনুভূতিটি নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

সিলেটের সেই অনুষ্ঠানে আমি যার হাত স্পর্শ করতে রাজি হইনি সেই মানুষটি বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর আমির। জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য তার ছেলেকে মাসখানেক আগে গ্রেফতার করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে খবর পেয়েছি একই কারণে সেই মানুষটিকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

যারা রাজনীতি করেন তারা সবসময় বলেন, রাজনীতিতে নাকি কোনো শেষ কথা নেই। আমি সেই কথাটি মানতে রাজি নই। অবশ্যই রাজনীতিতে শেষ কথা আছে, থাকতেই হবে। বাংলাদেশকে এমনি এমনি কেউ হাতে তুলে দেয়নি। ডেইলি টেলিগ্রাফের ভাষায়, রক্ত যদি স্বাধীনতার মূল্য হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীর আর কোনো দেশ এত মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা কিনে আনেনি। সেই বাংলাদেশের রাজনীতির শেষ কথা হচ্ছে, এই দেশে রাজাকাররা রাজনীতি করতে পারবে না। শুধু শেষ কথা নয়, প্রথম কথাটিও তাই।

দেশে প্রায় হঠাৎ করে নির্বাচন নির্বাচন আবহাওয়া চলে আসার পর জামায়াতে ইসলামী একটা খাঁটি রাজনৈতিক দলের মতো তাদের নিজেদের দাবিদাওয়া উচ্চারণ করতে শুরু করেছে এবং বেশ কিছু রাজনৈতিক দল খুবই নিরীহ ভঙ্গিতে বলছে, 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে তারা যদি অংশ নিতে চায় তারা নিতেই পারে, এটি তাদের ব্যাপার।' এর পরেই তাদের বলা উচিত, 'তবে এই দলটি হচ্ছে স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের দল। নৈতিকভাবে এই দেশে রাজনীতি দূরে থাকুক, এই দেশে তাদের কোনো ধরনের অস্তিত্ব থাকারই অধিকার নেই।' তবে কোনো রাজনৈতিক দল এ কথা বলছে না। মজার কথা হচ্ছে, প্রগতিশীল বামপন্থি দলগুলোও না। যেহেতু অতীতে আলবদরের কমান্ডাররা এই দেশে মন্ত্রী হয়ে দেশ শাসন পর্যন্ত করেছে কাজেই এই দেশের রাজনৈতিক দলের কাছে আমি আসলে বড় ধরনের কিছু আশা করি না। সত্যি কথা বলতে কি, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া আওয়ামী লীগে যখন জামায়াতে ইসলামের নেতাকর্মীরা আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছে তখন থেকে এই দেশের রাজনীতি নিয়ে আমার চাওয়াপাওয়া অনেক কমে গেছে। তবে দেশের মানুষকে কথা দিয়ে সে কথা রেখে এদেশের মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞ। সত্যি কথা বলতে কি, এই দেশ নিয়ে আমার যে একটি মাত্র শখ অপূর্ণ ছিল, সেটি পূর্ণ হয়েছে। এখন আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।

রাজনৈতিক দলের কাছে চাওয়ার কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু দেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছে অবশ্যই আমার কিছু চাওয়ার আছে। শুধু বুদ্ধিজীবী নয়, পত্রপত্রিকার কাছেও আমার চাওয়ার আছে। প্রধান চাওয়াটি হচ্ছে 'নিরপেক্ষ' শব্দটি নিয়ে। দোহাই আপনাদের, যুদ্ধাপরাধী কিংবা তাদের দলবল এবং অন্য সবাইকে নিয়ে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করবেন না। যখন এই দেশে যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনের ব্যাপারটি আসবে, তখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ নিন। আমি বুদ্ধিজীবীদের বলব, সরকারকে কিংবা তাদের দলকে যেভাবে খুশি সমালোচনা করুন, দেশের উন্নতি নিয়ে যেভাবে খুশি তামাশা করতে চান তামাশা করুন, কারও কাছে বেশি কিছু চাইব না, সবাইকে অনুরোধ করব, তাদের লেখা শেষে শুধু একবার পরিষ্কার করে লিখবেন, 'এই দেশে সবাই রাজনীতি করবে, শুধু রাজাকারদের রাজনীতি করার অধিকার নেই।'

আমার এখন একটিমাত্র শখ, নির্বাচনের রাতে আমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাব। ঘুম থেকে উঠে দেখব একটি দল নির্বাচনে জিতে এসেছে। যেটাই জিতুক সেটাকে নিয়ে আমার কোনো ভাবনা থাকবে না, কারণ এই দেশে সব রাজনৈতিক দলই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে পক্ষের দল।

এটি কি খুব বেশি কিছু চাওয়া হয়ে গেল? নাকি এটি আমার একটি সমস্যা? ২০ ডিসেম্বর ২০২২ । মুহম্মদ জাফর ইকবাল শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। প্রতিদিনের বাংলাদেশ এর সৌজন্যে

বিজয়ী সরকারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, যে ইতিহাস এখনো সংরক্ষণ হয়নি

২০ পৃষ্ঠার পর

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদটিও তাঁকে ছাড়তে হয়। ৬. বাংলাদেশের ইতিহাসের মর্যাদাশীল চুক্তির প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। বিজয়ের আগেই প্রণীত এই চুক্তিগুলো থেকে বোঝা যায় যে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে কতখানি নিবেদিত ছিল এই সরকার। স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের স্বীকৃতি অর্জন এবং স্বীকৃতি প্রদানের পরেই মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করবে, যেদিন বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করতে বলবে, সেদিন তারা সৈন্য উঠিয়ে নেবেড়এই শর্তগুলোর উল্লেখ ও বাস্তবায়ন। ৭. আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রেখে জাতির জনকের নিঃশর্ত মুক্তি নিশ্চিত করে তাঁকে মুক্ত স্বদেশে ফিরিয়ে আনা। একটি স্বাধীন, জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী ও রাষ্ট্রচিন্তাসম্পন্ন সফল সরকারের উজ্জ্বল উদাহরণ হলো বাংলাদেশের প্রথম সরকার। তার কীর্তি ও অবদানকে গৌণ করে ভবিষ্যতের সঠিক পথের ঠিকানা কি খুঁজে পাওয়া যাবে? শারমিন আহমদ লেখক ও গবেষক, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কন্যা।দৈনিক প্রথম আলো-র সৌজন্যে

ফুটবলের বরপুত্রকে খোলা চিঠি

২২ পৃষ্ঠার পর

গোল্ডেন বল নিয়ে মাতামাতি না থাকলেও, ইতিহাস গড়ে ফেলেছ তুমি। প্রথম ফুটবলার হিসেবে দুটি বিশ্বকাপের টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার হাতে উঠেছে তোমার। ফুটবল বিশ্ব তো আর কম কিংবদন্তীকে দেখেনি। তবে তুমি হয়ে গেলে এক ও অনন্য। অমরত্বের জন্য বিশ্বকাপ জয়ের জন্য হয়তো এটাও দরকার ছিল তোমার। জিততে শেখানোর মতো, মহাকাব্যের নায়ক তুমি, তুমিই শিখিয়েছিলে হারকে মেনে নেওয়ার সহন-শিক্ষা। জীবনে এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর কি আছে? তুমিই পারো এভাবে দুদিক মেলে ধরতে। উপন্যাসের চরিত্র না হয়ে, তুমিই পারো উপন্যাস হয়ে উঠতে। ফুটবল বিশ্বে তুমি নিজেই তো একটা গোলার্ধ। লিও মেসি, কামিনী ফুলের সুবাস তুমি, এবার যে রূপকথার গল্পখানা শোনালে তা আমরা চিরদিন মনে রাখব। রাজনীতি আমাদের সুখ দেয়নি, সংসার আমাদের স্বস্তি দেয়নি, খোদ প্রেয়সীও মনি-কাঞ্চনের অভাবে ছেড়ে গিয়েছে আমাদের! তুমিই শেষ পর্যন্ত আমাদের মুখে হাসি ফোটালে। ৩৬ বছরে ট্রফি না জেতা নীরব অশ্রু মুছে দিলে। তোমাকে অভিবাদন প্রিয় মেসি! ওয়েব পোর্টাল বিডিনিউজ২৪.কম এর সৌজন্যে

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

$২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

এ পৃথিবী একবার পায় তারে

২৩ পৃষ্ঠার পর

করেননি। তিনি মনে করেন, প্রতিটি পুরস্কারের জন্যই মূল্য দিতে হয়। একই সঙ্গে তিনি এটা বুঝতে পারেন না যে, যখন একজন লেখক নিজের মনের আনন্দের জন্যই লিখছেন, তখন কেন লেখক তার লেখার জন্য পুরস্কার পাবেন। এই চিন্তাধারা থেকেই তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদক, আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, ইতিহাস কাউন্সিল ও ফিলিপস পুরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

বদরুদ্দীন উমর শৈশবে আবৃত্তি করতেন, নাটকে অভিনয় করতেন। শান্তিনিকেতনের সাবেক শিক্ষক সত্যেন ঘোষাল তাঁর স্কুলের হেডমাস্টার হিসেবে যোগ দেওয়ার পর স্কুলের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অনেক বেড়ে যায়। স্কুলজীবনে তিনি শেকসপিয়র ও বার্নার্ড শ'র নাটক করেছেন। ১৯৪৭-এ রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকে অমল চরিত্রে অভিনয় করেন। এখনও রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কবিতা তার মুখস্থ। প্রায়শই তা আবৃত্তি করেন।

তাঁর সম্পর্কে একটি ঘটনা বলে লেখাটি শেষ করছি। ১৯৪৪ সালে ক্লাস সেভেনে থাকার সময় ক্লাসের হাই বেঞ্চগুলো লো বেঞ্চের ওপর কাত করে রেখে চলে এসেছিলেন। দারোয়ান এ অবস্থা দেখে ক্লাস টিচার ধর্মদাস বাবুর কাছে অভিযোগ করেন, কিন্তু অপরাধী শনাক্ত করতে পারেননি। কিন্তু খারাপ সম্পর্কের কারণে অপর একটি ছেলে এই দুষ্কর্মের দায় অবন্তী নামের একটি ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে ধর্মদাস বাবু অবন্তীকে দাঁড় করিয়ে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় বকাবকি করতে শুরু করলে বদরুদ্দীন উমরের নিজের ভেতর একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, এটা অবন্তী করেনি, আমি করেছি। ধর্মদাস বাবু অবন্তীকে ছেড়ে দিলেন কিন্তু প্রকৃত অপরাধীকে কিছু বললেন না। কারণ তিনি মনে করলেন, উমর অপরাধ স্বীকার করে নৈতিক সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। একজন সাহসী, আদর্শবাদী, দৃঢ়চিত্ত, নির্লোভ মানুষ বদরুদ্দীন উমরের জন্মদিনে তাঁকে স্যালুট। সৌজন্যে প্রতিদিনের বাংলাদেশ

গোল্ডেন গ্লাভস নিয়ে অশ্লীল ভঙ্গির কারণ জানালেন মার্তিনেজ

৭ পৃষ্ঠার পর

নিয়েই শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা। বিষয়টি ভালোভাবে নিতে পারেনি ফুটবলবিশ্ব।

মার্তিনেজের এমন কুৎসিত কাজের জেরে তাকে সমালোচনায় ভরিয়ে দিচ্ছেন সবাই। এরপর নিজের এ আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন মার্তিনেজ।

অনেকেই ধারণা করেছিলেন অশ্লীল এ অঙ্গভঙ্গি কাতারের বিভিন্ন আইনের বিপক্ষে। তবে তখনই জানা যায়নি কিছুই।

মার্তিনেজ নিজেই জানালেন কাতারের প্রসঙ্গে কিছু নয় বরং, 'টাইব্রেকারের সময় ফরাসিরা আমার সঙ্গে যা করেছে, এটা তারই জবাব।'

ম্যাচশেষে ফরাসিদের ওপর এতোটাই উত্তেজিত ছিলেন বলে ড্রেসিংরুমে সেলিব্রেশনের সময় এমবাপ্পের নামে এক মিনিট নীরবতাও পালন করতে বলেন তিনি।

মার্তিনেজ বলেন, 'আমি পেনাল্টির সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলাম। ওরা ম্যাচে ৩টি শটে গোল করেছে। কিন্তু তার পরও আমি নিজেকে ঠাণ্ডা রেখেছিলাম। জানতাম, শান্ত থাকতে পারলে ঠিক সেভ করে দেব।'

মার্তিনেজ আরও বলেন, 'আমি খুবই দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসেছি। এই জয় পরিবারকে উৎসর্গ করতে চাই। পুরো পেনাল্টি শুটআউটে আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করেছি। এটিই আমার স্ট্র্যাটেজি ছিল।'

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-806-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@suharuhomesinc.com
Web: www.suharuhomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
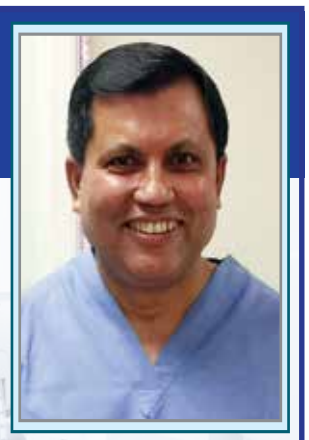
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Members: NSA NATP
Member of AICPA
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze
ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনাল শেষে মেসির হাতে বিশ্বকাপ

৬ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন নিষ্প্রভ। ফাইনালে উইং থেকে নীচে নেমেছিলেন রক্ষণে সহায়তা করতে, রাইটব্যাক জুলস কুন্দের কোনো কাজেই আসেননি ডেম্বেলে বরং ডি মারিয়াকে ফাউল করে আর্জেন্টিনাকে দিয়েছেন পেনাল্টি উপহার।

এবারই প্রথম বিশ্বকাপে কোনো দল পাঁচটা পেনাল্টি পেলো। বিশ্বকাপে মেক্সিকো এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দু'টো বাদে প্রতিটি ম্যাচেই পেনাল্টি পেয়েছে আর্জেন্টিনা। একমাত্র পোল্যান্ডের বিপক্ষেই স্পটকিকে গোল করতে পারেননি মেসি, বাকি সবগুলোতেই পেয়েছেন সাফল্য। বিশ্বকাপের গ্রুপপর্বে সৌদি আরবের বিপক্ষে পেনাল্টিতে গোল করার পর কোয়ার্টার ফাইনাল,সেমিফাইনাল ও ফাইনালে যথাক্রমে নেদারল্যান্ডস,ক্রোয়েশিয়া এবং ফ্রান্সের বিপক্ষে পেনাল্টি পেলো আর্জেন্টিনা এবং গোল করেন মেসি। রেফারিং নিয়ে বিশ্বকাপে অনেক দলই উচ্চকিত। ডাচ ফুটবল ফেডারেশনের টুইটারে স্প্যানিশ রেফারি মাতেউ লোহাজকে বিশ্বকাপে আর ম্যাচ পরিচালনায় না রাখার খবর শেয়ার করে লেখা হয়েছে, 'যাবার আগে কাজটা ঠিকভাবে করে গেছে'। পর্তুগালের পেপে এবং ব্রুনো ফার্নান্দেসের মতো খেলোয়াড়রাও ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছেন ''কাপটা আর্জেন্টিনাকে দিয়ে দিলেই পারে'।' ফাইনালে রেফারি নিয়ে বিতর্ক পিছু ছাড়লোনা আর্জেন্টিনাকেও। ১৯৯০ বিশ্বকাপের ফাইনালে রেফারি কোডেসালের বিতর্কিত সিদ্ধান্তে জিতেছিল জার্মানি, এবার সম্ভবত সেই প্রায়শ্চিত্ত মেসিকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে!

পেনাল্টিতে এগিয়ে যাবার আগে অবশ্য আর্জেন্টিনাই প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল খেলায়। আর্জেন্টিনার গোলের প্রচেষ্টা ছিল ৬টি, অন্যদিকে ফ্রান্স গোলের কোনো চেষ্টাই করেনি প্রথমার্ধে। আর্জেন্টিনার ৬টি প্রচেষ্টার ৩টিতেই গোলপোস্টে ছিল শট, ফ্রান্সের শূন্য। আর্জেন্টিনা পায় দুটো কর্নার, ফ্রান্সের সেই শূন্য।

সমতা ভেঙে যাবার পর আরো আগ্রাসী হয়ে ওঠে আর্জেন্টিনা। ডায়ো উপমেকানোর বাড়ানো বলে আক্রমণে উঠছিল ফ্রান্স, সেখান থেকে কাউন্টার অ্যাটাকে মেসি এবং জুলিয়ান আলভারেজ তিরের মতোই ছুটে যান প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের দিকে। মেসির কাছ থেকে বলটা চলে যায় অ্যালেক্সিস ম্যাকঅ্যালিস্টারের কাছে, বামপ্রান্ত দিয়ে উঠতে থাকা ডি মারিয়াকে বলটা বাড়িয়ে দেন ম্যাকঅ্যালিস্টার। আগুয়ান হুগো লরি শরীরটা পেতে দিয়েছিলেন বলের লাইনে, কিন্তু ডি মারিয়া মেরেছেন ফরাসি গোলরক্ষকের শরীরের উপর দিয়ে। ফাইনালে কিক-অফের ৩৬ মিনিটেই ২-০ গোলে এগিয়ে আর্জেন্টিনা, বাস্তিল দূর্গের পতন এক অর্থে সেখানেই।

প্রথমার্ধেই দুই গোল হজমের পর একাদশে জোড়া পরিবর্তন আনেন দিদিয়ের দেশম। ডেম্বেলে আর অলিভিয়ের জিরুকে তুলে নিয়ে নামান র‍্যান্দাল কোলো মুয়ানি আর মার্কাস থুরামকে। তাতেও খুব একটা ধার বাড়েনি আক্রমণে, বরং বিরতির পর আর্জেন্টিনা তৈরি করেছে আরো কয়েকটি সুযোগ। উলটোদিকে ম্যাচের প্রথম ১ ঘণ্টায় ফ্রান্সের কোনো 'শট অন টার্গেট' নেই! ৬৩ মিনিটের মাথায় কাউন্টার অ্যাটাকে ওয়ান-অন-ওয়ান পরিস্থিতিতে মুখোমুখি ম্যাকঅ্যালিস্টার ও লরি। ফরাসি গোলরক্ষক বলটা ছিনিয়ে না নিলে তৃতীয় গোলটাও পেয়ে যেতে পারতো আর্জেন্টিনা।

শেষের ত্রিশ মিনিটে আস্তে আস্তে রক্ষণের অর্গল বন্ধ করতে থাকেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। ফাইনালে আর্জেন্টিনার সেরা খেলোয়াড় ডি মারিয়াকে তুলে নিয়ে মার্কোস আকুইনাকে নামিয়ে রক্ষণের জোর বাড়ান।

৭০ মিনিটের দিকে প্রথম এমবাপ্পেকে দেখা যায় কিছু একটা করতে। বাম দিক দিয়ে বক্সের ভেতের ঢুকেছিলেন, তারপর বল মেরেছেন পোস্টের উপর দিয়ে।

শেষদিকে বাড়ে নাটকীয়তা। কোলো মুয়ানিকে ফাউল করেন নিকোলাস ওতামেন্দি, পেনাল্টির সংকেত রেফারির। ডানদিকে ঝাঁপিয়েছিলেন এমিলিয়েনো মার্তিনেজ, অল্পের জন্য বাঁচাতে পারেননি এমবাপ্পের নেয়া স্পটকিক। স্কোরলাইন ২-১ করে ফেললো ফ্রান্স।

পরের মিনিটে যেটা হো, সেটা আর্জেন্টিনার দুঃস্বপ্ন। মেসির পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে আক্রমণের সূচনা করলেন কিংসলে কোমান। দিলেন এমবাপ্পেকে। এই ফরাসি স্ট্রাইকারের জোরালো ভলি গোটা শরীর হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েও বাঁচাতে পারলেন না এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। নব্বই মিনিট শেষের ৯ মিনিট আগে, ২-২ সমতা করে ফেললো, ২ মিনিটে ২ গোলে খেলায় ফিরলো ফ্রান্স।

শেষ বাঁশির মিনিট দুয়েক আগে, আবারো আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেয়ার সেরা সুযোগটা পেয়েছিলেন মেসি। বক্সের প্রান্ত থেকে বাম পায়ের শট সোজাসুজি মিসাইলের মতোই ছুটে যায় ফরাসি গোলপোস্টে, কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন লরি। ২-২ সমতায় শেষ হয় নির্ধারিত সময়ের খেলা, অমীমাংসিত থাকায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।

১০২ মিনিটে জুলিয়ান আলভারেজকে তুলে লাউতারো মার্তিনেজকে নামিয়েছিলেন স্কালোনি। অবিশ্বাস্য দুটো মিস করেছেন এই ফরোয়ার্ড। উপমেকানো হেড করে ফিরিয়েছেন একটা শট আর অন্যটা সামনে শুধুই গোলরক্ষককে পেয়ে মার্তিনেজ মেরেছেন বাইরে।

শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার তৃতীয় গোলেও সেই মার্তিনেজেরই ছোঁয়া। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে ডানপ্রান্ত দিয়ে ঢুকে জোরালো এক শট নিয়েছিলেন মার্তিনেজ, লরি সরাসরি শরীর পেতে দিয়েছিলেন বলের সামনে। শক্তিশালী শটটা লরির শরীরে লেগে ফিরে আসে, ফিরতি বল মেসি পাঠিয়ে দেন জালে। গোললাইনের ভেতর থেকে কুন্দে বল ফেরত পাঠালেও গোললাইন প্রযুক্তি জানিয়ে দেয় বল পেরিয়েছে 'লক্ষণরেখা'।

পিছিয়ে পড়েও ফিরে আসা ফ্রান্স ফিরে আসে আবারও। মন্তিয়েলের হ্যান্ডবলে ১১৮ মিনিটে পেনাল্টি পায় ফ্রান্স, তাতে গোল করে হ্যাটট্রিক করেন এমবাপ্পে। ১৯৬৬-তে ইংল্যান্ডের জিওফ হার্স্টের পর বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রথম হ্যাটট্রিক। তাতেই খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে।

মেসি, এমবাপ্পে দুজনেই নিজ নিজ দেশের হয়ে প্রথম শটটা নিতে আসেন এবং গোল করেন। কোমান আর চুয়ামেনি দুজনেই গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন, আর আর্জেন্টিনার সবাই গোল করেছেন প্রথম চার স্পটকিকে। টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে জিতে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জিতলো আর্জেন্টিনা, ১৯৮৬ সালের পর প্রথম। তাতেই মুছে গেল শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সব বিতর্ক। পৃথিবী নামের এই গ্রহের সেরা ফুটবলারের নাম লিওনেল মেসি।

ফাইনালে হ্যাটট্রিকসহ আট গোল করে গোল্ডেন বুট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেন ২৩ বছর বয়সি এমবাপ্পে। আর মেসি জিতলেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বল। সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পেলেন আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক মার্টিনেজ, এবং চ্যাম্পিয়ন দলের উঠতি খেলোয়াড় অ্যানসো ফার্নান্ডেজ পেলেন সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার। - সামীউর রহমান, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◘ Bankruptcy ◘ Civil ◘ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl. Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES

জ্যাকসন হাইটসে নতুন অফিস

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center
Ex Chief of Gastroenterology
St. John's Queens Hospital

Registered Pharmacist
State of New York
Master of Pharmacy
(MPharm) at University of Dhaka
Bachelor of Pharmacy
(Hons) at University of Dhaka

Choudhury S. Hasan, M.D.

Board Certified

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center

All upper endoscopy & colonoscopy done in office under anesthesia

Endoscopy Center:
205-20 Jamaica Ave.
Suite-4, Hollis, NY 11423

97-12 63rd Drive, Suite-CA
Rego Park, NY 11374

40-18 74th Street
Elmhurst,
Jackson Heights NY 11373

Tel: 718-830-3388, Cell: 917-319-4406, Fax: 718-732-1667

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা-কাতারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

২২ পৃষ্ঠার পর

১৩তম ও ২৮তম। চারটি দেশের মাঝে কাতার এগিয়ে আছে মূলত তাদের উচ্চ মাথাপিছু জিডিপি-র কারণে। লোকসংখ্যা কম তাই মাথাপিছু জিডিপির হিস্যা বাকি তিনটি দেশ থেকে যোজন যোজন উচ্চতায় অবস্থান করছে। আইএমএফ এর ডেটাম্যাপ মোতাবেক (যঃঃঢ়ং://ীীী.রসভ.ড়ৎম/বীঃবৎহধষ/ফধঃধসধঢ়ঢ়বৎ/ঘএউচউচঈ@ডঊঙ/) ২০২২ সালে প্রায় ২৮ লাখ লোকের দেশে কাতারে মাথাপিছু জিডিপির পরিমাণ বার্ষিক ৮২ হাজার ৮৯০ মার্কিন ডলার। যেখানে ২১ কোটি ৪০ লাখ লোকের ব্রাজিলে মাথাপিছু জিডিপি ৮ হাজার ৮৬০ মার্কিন ডলার এবং ৪ কোটি ৫৮ লাখ লোকের আর্জেন্টিনায় মাথাপিছু জিডিপি ১৩ হাজার ৬২০ মার্কিন ডলার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব আর সাহসী উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপিও পেয়েছে নতুন উচ্চতা। ২০০৬ সালে আমাদের মাথাপিছু জিডিপির পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৭৬ ডলার, যা বর্তমানে প্রায় দুই হাজার ৭৩০ ডলার। একই নেতৃত্বগুণে রপ্তানি আয়েও বাংলাদেশ সাক্ষী হয়েছে নতুন দিগন্তের। প্রথমবারের মতো অতিক্রম করেছে ৫০ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রকাশিত প্রতিবেদন (যঃঃঢ়://বঢ়న.মড়া.নফ/ংরঃব/াবিব/বঢ়নথবীঢ়ড়ৎঃথ ফধঃধ) মোতাবেক ২০১০-১১ অর্থ বছর আমাদের রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ২২ হাজার ৯২৮ দশমিক ২২ মিলিয়ন ডলার, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে হয়েছে ৫২ হাজার ৮২ দশমিক ৬৫৮ মিলিয়ন ডলার। তৈরি পোশাক পণ্য এর নেতৃত্ব দিচ্ছে, যার মূল প্রবাহ ইউরোপ ও আমেরিকায়। তুলনায় আর্জেন্টিনা-রাশিয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার খুবই ছোট। বিগত অর্থ-বছরে আর্জেন্টিনাতে রপ্তানি করা হয়েছে মাত্র ৯ দশমিক ৫১৮ মিলিয়ন ডলারের নিটওয়্যার, ওভেন গার্মেন্টস, খেলনা ইত্যাদি পণ্য। আর্জেন্টিনার তুলনায় ব্রাজিলে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার প্রায় ১১ দশমিক ৪৭ গুণ বড়। বিগত অর্থ বছর ব্রাজিলে ১০৯ দশমিক ২০২ মিলিয়ন ডলারের গার্মেন্টস, তামাক, প্ল্যাস্টিক ও রাবাবের পণ্য, কারুপণ্য, খেলার জার্সি, ঔষধ, মেডিক্যাল যন্ত্রাংশ, স্টিলের গাড়ির যন্ত্রাংশ ইত্যাদি পণ্য রপ্তানি করা গেছে। গত বছর বাংলাদেশ থেকে কাতারে ৪২ দশমিক ২৯৮ মিলিয়ন ডলারের বিভিন্ন গার্মেন্টস পণ্য ও আলু, পটল, চাল, টমেটো ইত্যাদি বিক্রি হয়েছে। রপ্তানি আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে রূপকল্প ২০৪১ আওতায় বর্তমান সরকার বহুমুখী কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। রপ্তানি বাস্কেটে নতুন নতুন পণ্য যোগ করার লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে। এসব উদ্যোগের ফলে রপ্তানি আয় বাড়লেও অব্যাহতভাবে বেড়ে চলছে আমদানি ব্যয়। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৫২ হাজার ৮২ দশমিক ৬৫৮ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের বিপরীতে আমদানি ব্যয় হয়েছে ৭৫ হাজার ৬০৪ দশমিক ৪০ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত অহহঁধষ ওসঢ়ড়ৎঃ চধুসবহঃং ড়ভ এড়ড়ফং ধহফ ঝবৎারপবং ২০২১-২০২২ মোতাবেক ২০টি শীর্ষ আমদানিকারক দেশের মাঝে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও কাতার অন্যতম।

২০২১-২২ অর্থ বছর নামমাত্র ৯ দশমিক ৫১৮ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে আর্জেন্টিনা থেকে আমদানি করা হয়েছে ৭৯১ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলারের ভৈজ্যতেল, দানাদার জাতীয় খাদ্যশস্য। বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় ৭৮২ মিলিয়ন ডলার। আমদানিকারক দেশের মাঝে ব্রাজিলের অবস্থান অষ্টম, কাতার আছে নবম স্থানে। ব্রাজিলের সাথে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় দুই হাজার ১৩৬ মিলিয়ন ডলার। গত বছর দুই হাজার ২৪৫ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলারের খাদ্য পণ্য যেমন; তেলবীজ, দানাদার শস্য ও চিনি, তুলা, কফি, তামাক জাতীয় পণ্য ইত্যাদি আমদানি করা হয়েছে ব্রাজিল থেকে। বাংলাদেশ তার মোট আমদানির ২ দশমিক ৯ ভাগ করে থাকে কাতার থেকে এবং কাতারের সাথে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় দুই হাজার ১৩৫ মিলিয়ন ডলার। গত অর্থ বছর ৪২ দশমিক ২৯৮ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানির বিপরীতে আমদানি করা হয়েছে দুই হাজার ১৭৭ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলারের জ্বালানি তেল, সার ইত্যাদি পণ্য।

মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতির যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সাথে সকল দেশের বাণিজ্য পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপ্তি নির্ভর করে দুইটি দেশের আর্থিক সঙ্গতি ও রাজনৈতিক সম্পর্কের উপর। আলোচ্য তিনটি দেশের সাথে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিধি কতটা বিস্তৃত এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের আলোকপাত করতে হবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ‘ঋষড় ড়ভ উীঃবৎহধষ জবংড়ঁৎপবং রহঃড় ইধহমষধফবংয ২০২০-২০২১, এড়ষফবহ ঔঁনরষবব ঝঢ়বপরধষ উফরঃরড়হ’ মোতাবেক স্বাধীনতার পর থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে মোট প্রায় ১০১ দশমিক তিন হাজার ৬৭৩ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ সহায়তা হিসেবে পাওয়া গেছে। যার মাঝে ২৮ দশমিক ৫১৯ বিলিয়ন ডলার এসেছে অনুদান হিসেবে এবং ৭২ দশমিক আট হাজার ৪৮৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ। আমাদের আকাশে বাতাসে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের পতাকা পতপত করে উড়লেও তাদের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগিতামূলক অর্থনৈতিক সম্পর্ক শূন্যের কোটায়। তিনটি দেশের করো সাথেই বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক ঋণ-অনুদান আকারে প্রকল্প/খাদ্য-পণ্য সহায়তা সম্পর্কিত কোন আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেশ তিনটিকে দেখা হচ্ছে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় উন্নয়ন সহযোগী দেশ হিসেবে।

উন্নয়ন সহযোগিতা সম্পর্কিত কোন সম্পর্ক না থাকলেও রেমিট্যান্স প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আলোচ্য তিনটি দেশের মাঝে কাতারের অবদান অগ্রগণ্য। বেশি আমদানি ব্যয়ের বিপরীতে কম মাত্রার রপ্তানি আয়ের ফলে সৃষ্ট বাণিজ্য ঘাটতি পুষিয়ে নেয়া হয় রেমিটেন্সের মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে। বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি ২৫ লাখ প্রবাসী কর্মী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন দিন-রাত। রেমিটেন্সের কল্যাণে অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে অদম্য অগ্রযাত্রায়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বজায় থাকছে স্থিতিশীলতা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আগত ২১ হাজার ৩১ দশমিক ৬৮ মিলিয়ন ডলারের রেমিটেন্সের মাঝে কাতার থেকে এসেছে মোট এক হাজার ৩৪৬ দশমিক ৪৭ মিলিয়ন ডলার, যা মোট প্রাপ্ত রেমিটেন্সের ৬ দশমিক ৪০ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত ‘গরমৎধঃরড়হ ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ইৎরবভ ৩৭’ শীর্ষক প্রতিবেদন মোতাবেক ২০২১ সালে বাংলাদেশ ছিল সপ্তম রেমিটেন্স অর্জনকারী দেশ এবং বাংলাদেশে প্রেরণকারী দেশের মাঝে কাতারের অবস্থান ষষ্ঠ। এসময়ে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা থেকেও যৎসামান্য রেমিটেন্স এসেছে বাংলাদেশে।

যৎসামান্য রেমিটেন্স এলেও ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার সাথে খেলাধুলায় আমাদের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। যে ফুটবল নিয়ে আমাদের এত বাড়াবাড়ি, ধরাধরি সেই ফুটবলের দেশ দুটির সাথে আমাদের কোন তুলনাই চলে না। তারা থাকেন প্রথম দিকে দুই তিন নম্বরে, আমরা থাকি শেষ থেকে দশ-বার নম্বরে। এমনকি মাঠের খেলায় তাদের সাথে আমাদের কখনো দেখাই হয়নি। ২০১১ সালে মেসি-গঞ্জালেসরা নাইজেরিয়ার বিপক্ষে খেলে গেছে আমাদের বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে। আমরা স্বচক্ষে তাদেরকে দেখে আপ্লুত হয়েছি। এই যা। আয়োজক দেশ কাতার বাড়ির কাছের প্রতিবেশী হওয়ায় তাদের সাথে মাঝে সাঝে খেলার মাঠে সাক্ষাৎ হয়। অনূর্ধ-২৩ পর্যায়ে বছর চারেক আগে কাতারকে হারিয়েও দিয়েছিল আমাদের ছেলেরা। এতটুকুই।

খেলার মাঠে যাই হোক, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তারা সকলেই আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন লালিত ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’ পররাষ্ট্রনীতির কল্যাণে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কাতার- সকলেই আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। আর্জেন্টিনার লেখক-সম্পাদক বিদুষী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর উদ্যোগে আর্জেন্টিনার বুদ্ধিজীবীরা ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন করে বিবৃতি দিয়েছিলেন, গণহত্যার বিরুদ্ধে নানা রকমের প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিলেন। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে ব্রাজিল-বাংলাদেশ একে অপরকে প্রত্যক্ষ ভোট দিয়ে সমর্থন দেয়ার একাধিক উদাহরণ আছে। কাতার তুলনামূলক ছোট অর্থনীতির দেশ হলেও আমাদেরকে জ্বালানি তেল ও সারের মতো অতীব জরুরি উপকরণ আমদানি করতে হয় কাতার থেকে। অর্থনীতির অগ্রযাত্রা সচল রাখতে কাতার থেকে আগত রেমিটেন্স গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে এই কঠিন সময়ে।

অর্থনীতির কঠিন সময়ে মহামন্দার আশঙ্কায় পুরো বিশ্ব। কোভিড মহামারীতে বিপর্যস্ত বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকট কালে নতুন উপদ্রুপ হিসেব হাজির হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেইন যুদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব আর সাহসী পদক্ষেপে ভর করে বাংলাদেশ সাহসিকাতার সহিত মোকাবেলা করছে বর্তমান সংকট। এমন বৈরী সময়ে হাজার মাইল দূরের দুইটি দেশের খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে খুনসুটি চলতে পারে, কারো নাক ফাটিয়ে নিজেদের কান কাটার কোন মানে হয় না। খেলাধুলা হোক নিরেট বিনোদনের উপলক্ষ। অহেতুক ব্যক্তিগত বৈরিতা পরিহার করে শৈল্পিক ফুটবল উপভোগ করাই হোক খেলা দেখার একমাত্র উদ্দেশ্য।ওয়েব পোর্টাল বিডিনিউজ২৪.কম এর সৌজন্যে

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

ভক্তদের ভালোবাসায় সিক্ত বিশ্বজয়ী মেসিরা

৬ পৃষ্ঠার পর

অবশেষে আর্জেন্টিনা সময় রাত আড়াইটার দিকে শেষ হয় আর্জেন্টাইনদের অপেক্ষার প্রহর। কিন্তু বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে তারা ভুলে গেছেন রাত আর দিনের ব্যবধান।

১৯৮৬ সালে ঠিক এভাবেই ট্রফি হাতে দেশে ফিরেছিলেন কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনা। তিন যুগ পর প্রায়ত কিংবদন্তির শিষ্য লিওনেল মেসি বিমান থেকে বের হয়ে আসেন। তার হাতে সেই সোনালি ট্রফি, সঙ্গে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের পেছনে নায়ক লিওনেল স্কালনি। একে একে বিমান থেকে নেমে আসেন মেসির বীর সহযোদ্ধারা। ধীর পায়ে হেঁটে ওঠেন ছাদখোলা বাসে।

স্বপ্নের ট্রফিসহ বিশ্বজয়ীদের দেখে শুরু হয় জনতার জয়ধ্বনি। 'ভামোস আর্জেন্টিনা' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয় বুয়েন্স আয়ার্সে আকাশ। এরপর যাত্রা শুরু করে ছাদখোলা বাস। বুয়েন্স আয়ার্সের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে যার গন্তব্য ওবেলিস্ক। আর সেটাই উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু। যেখানে দেওয়া হবে মেসিসহ বিশ্বজয়ীদের সংবর্ধনা।

স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়, ১ লাখ ৭৬ হাজার মানুষ অ্যাপের মাধ্যমে আর্জেন্টিনা দলটিকে বহন করা বিমানের অবতরণের দিকে নজর রেখেছিলেন। বিমানবন্দরেই অপেক্ষা করছিল বিশেষ বাস। সেখানে লেখা 'বিশ্বচ্যাম্পিয়ন'। সেই বাসে করে বিমানবন্দরের বাইরে বের হয়ে আসেন মেসিরা।

ছাদখোলা বাস ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। রাস্তার দুই পাশ থেকে ভেসে আসতে থাকে মানুষ আনন্দ চিৎকার। ছাদখোলা বাসে মেসি আর তার সতীর্থেরা কখনো ট্রফি উঁচিয়ে ধরছিলেন আবর কখনো উড়ন্ত চুমো দিচ্ছিলেন ফুটবল-পাগল মানুষগুলোর দিকে। মেসিদের ছাদখোলা বাস আর আর হাজার হাজার মানুষ যাত্রা বুয়েন্স আয়ার্সের কেন্দ্রস্থল ওবেলিস্কের দিকে।

রাজধানীর এই স্মৃতিস্তম্ভটি নানা ক্রীড়া বিষয়ক অর্জনের পর উদযাপনের জন্য ঐতিহ্যবাহী স্থান। আর্জেন্টাইনদের আনন্দ উৎসব যে থাকবে না, আগেই তা বুঝতে পেরে সাধারণ ছুটির ঘোষণা দিয়ে ছিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফার্নান্দেজ।

ফুটবল দলের খারাপ সময়ে পাশে ছিলেন ফুটবল ভক্তরা। এবার ভালো সময়ে ঠিকই ছুটে এসেছেন সেইসব ফুটবলপ্রেমীরা। ট্রফি হাতে মেসির সেই আইকনিক হাসি দেখার স্বপ্ন নিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন ভক্তরা। সেই স্বপ্নপূরণের পর ভক্তরা বলতেই পারেন লিও, সার্থক করেছে আমাদের জনম, তাই তোমাকে ধন্যবাদ।

ডলার সংকটে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভারতমুখিতা বাড়ছে

১৩ পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ বণিক বার্তাকে বলেন, 'কভিডের সময় যখন ফ্রেইট চার্জ অনেক বেড়েছিল, তখন ব্যবসায়ীরা ভারতমুখী হয়েছিলেন। রাশিয়া যখন গম বন্ধ করে দিল, তখনো ভারতের দিকে তাকাতে হয়েছিল। তুলা তো ভারত থেকে আগে থেকেই আসছে। এখন ফুড আইটেমগুলোয় যদি ভারতের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ে, সেটা আমি খারাপ মনে করি না। কারণ এটা আমাদের নিরাপত্তা দেবে। কিছুদিন আগে ফুড আইটেম একবার বন্ধ করে দিয়েছিল। বন্ধ করে দিলেও যেন আমরা পাই, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। ভুটান আর মালদ্বীপ এ সুবিধা পায়। বাণিজ্যমন্ত্রীর সফরের আলোচনায় বিষয়টি গুরুত্ব পাবে। আমরা আগেই তাদের সাতটা পণ্যের বিষয়ে জানিয়েছি। তাহলে আমাদের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।'

তপন কান্তি ঘোষ আরো বলেন, 'গত অর্থবছরে আমাদের রফতানি ভারতে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ভারতেরও বেড়েছে। আমাদের রফতানি ১ দশমিক ২ বিলিয়ন থেকে প্রায় ২ বিলিয়ন হয়েছে। এ বছরের গত পাঁচ মাসে প্রায় ১ বিলিয়ন (রফতানি) হয়েছে। তার মানে এ বছর আড়াই বিলিয়ন হবে, এমন আশা করা যাচ্ছে। আমদানি-রফতানি দুই পক্ষেরই যদি বাড়ে, তাহলে দুই পক্ষই লাভবান হবে। আমাদের রফতানি আরো বাড়বে বলে আশা করছি। রুপি ও টাকায় লেনদেনের সিদ্ধান্ত হলে আংশিক লেনদেন আমরা রুপিতে করতে পারব। এতে ডলারের ওপর কিছুটা চাপ কমবে। বাণিজ্য বাড়লে ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা এখানে উৎসাহ পাবেন। যেহেতু ২০২৬ সালে আমাদের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন আছে। আমরা চাইব আগামীতেও যেন বাজারটা ডিউটি ফ্রি থাকে।'

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে দেশে আমদানীকৃত গমের ৭০-৮০ শতাংশ, চিনির ৯০ ও চালের ৭০-৮০ শতাংশ আসছে ভারত থেকে। আমদানীকৃত পেঁয়াজের শতভাগই আসছে ভারত থেকে। একসময় চাল ও গমের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য আমদানির বাজার পুরোটাই ছিল ভারতনির্ভর। একক দেশের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে দেশে পণ্যগুলোর বাজার প্রায়ই অস্থিতিশীল হয়ে উঠত। পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমদানির উৎসে বৈচিত্র্য এনেছিল বাংলাদেশ। চাল আমদানির উৎস দেশের তালিকায় ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও মিয়ানমারের মতো দেশ। যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে পরিবহন ব্যয় কমাতে গিয়ে পণ্যটির আমদানিকারকরা এখন আবারো ভারতনির্ভর হয়ে পড়ছেন। বর্তমানে দেশে আমদানীকৃত চালের সিংহভাগই ভারত থেকে আসছে।

দেশে বার্ষিক গমের চাহিদা ৭৫ লাখ টন। পণ্যটি আমদানিতে বাংলাদেশের নির্ভরতা সবচেয়ে বেশি ছিল রাশিয়া, ইউক্রেন ও কানাডার ওপর। এর মধ্যে ৪৫ শতাংশই আসত রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে। যুদ্ধের কারণে দুটি দেশ থেকেই আমদানি এক প্রকার বন্ধ। কানাডায়ও সর্বশেষ মৌসুমে খরার কারণে পণ্যটির উৎপাদন ভালো হয়নি। এ অবস্থায় গমের শীর্ষ সরবরাহকারী দেশ হয়ে উঠেছে ভারত। চিনি আমদানিতে অনেক আগে থেকেই ভারতনির্ভর বাংলাদেশ। বর্তমান পরিস্থিতি সে নির্ভরতা আরো বাড়িয়েছে।

দীর্ঘ সীমান্ত ও সাংস্কৃতিক নৈকট্যের কারণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অত্যন্ত জোরালো বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। একসময় দুই দেশে পণ্য আমদানি-রফতানির বড় একটি অংশ ছিল অনানুষ্ঠানিক। তবে গত এক দশকে একাধিক বাণিজ্য চুক্তি সই, আমদানি-রফতানি সহজীকরণ, শুল্ক বাধা দূর করা, দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের সতর্ক প্রহরা ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার হওয়ায় সীমান্তকেন্দ্রিক অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য অনেকটাই কমে এসেছিল। এর বিপরীতে আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে দ্বিগুণেরও বেশিতে।

দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ভারত থেকে যে পণ্যই আমদানি করা হোক, সেটা বাংলাদেশের স্বার্থেই করা হয়। কারণ যা দরকার তা সস্তায় ও প্রয়োজনমাফিক পাওয়া যায়। এছাড়া বাণিজ্যিক আলোচনার ক্ষেত্রে এক ধরনের ভাষাগত সুবিধাও পাওয়া যায়। সমস্যা হলো দেশটি থেকে মাঝেমধ্যে কোনো কোনো পণ্যের সরবরাহ একেবারেই বন্ধ করে দেয়া হয়। এসব পণ্যের অনিশ্চিত উৎস হয়ে উঠেছিল ভারত। এখন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক সরবরাহ চেইন ভেঙে গিয়েছে। জাহাজের ভাড়া প্রায় ছয় গুণ বেড়েছে। তুলা আমদানি করতে গেলে দেখা গেল পণ্যের দামের চেয়ে পরিবহন ব্যয় বেশি। সে কারণে আমদানিকারকরা এখন বাধ্য হয়েই ভারতের দিকে ঝুঁকেছেন।

ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (আইবিসিসিআই) সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'অর্থনীতি এমন একটা জিনিস যে "পানি ঢালের" দিকেই যাবে। যেহেতু আমাদের কারখানার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে কাঁচামাল আনতে হয়, ট্রান্সপোর্টের ভাড়া পাঁচ-সাত গুণ বেড়ে গিয়েছে, সেজন্য পাশের দেশ থেকে আনাটাই ব্যবসায়ীদের জন্য সাশ্রয়ী হয়। যেহেতু ভারত থেকে আনা সহজ, তাই আমদানি বেড়ে গিয়েছে। এখন অন্য কোনো দেশ থেকে আনা যদি ভারত থেকেও সাশ্রয়ী হয়, তাহলে অবশ্যই সেদিকে ব্যবসায়ীরা ঝুঁকবেন। যে দেশ থেকেই হোক, এখন কম দামে জিনিসপত্র এনে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। সেজন্য ভারত থেকে আনা যদি সস্তা হয়, অবশ্যই ভারত থেকে নিয়ে আসবে।'

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত থেকে প্রতিযোগিতা সক্ষম মূল্যে পণ্য পাওয়া গেলে সেটিকে ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে বাজার বৈচিত্র্যকরণের গুরুত্ব রয়েছে। একক দেশের ওপর নির্ভরতার কিছু বিপদও রয়েছে। গম বা তুলার মতো অপরিহার্য পণ্য রফতানি আকস্মিক বন্ধ হয়ে গেলে তা নতুন সংকটের জন্ম দেবে। সস

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে বাণিজ্য বাড়াতে হবে। দেখা যাচ্ছে ভারতে রফতানিও বাড়ছে। বিদ্যমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে নতুন অর্থনীতির আবির্ভাব হয়েছে। এ সুযোগ অবশ্যই আমাদের নিতে হবে। তবে বাজারে বিভিন্ন ধরনের বিষয়, যেমন রফতানি নিষেধাজ্ঞার মতো ইস্যু আছে, এ কারণে কোনো দেশের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন করা ঠিক হবে না। যোগাযোগ অব্যাহত রেখে যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অর্থনীতির সূত্র ধরেই বিদ্যমান পরিস্থিতির সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।' সুত্র বণিকবার্তা

আসছে সাড়ে ৭ লাখ কোটি টাকার নির্বাচনমুখী বাজেট

১৩ পৃষ্ঠার পর

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। অর্থ বিভাগের মতে, উল্লিখিত সূচক জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে নিয়ামক হিসাবে কাজ করবে। যদিও চলতি অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে অর্থ বিভাগ।

এদিকে কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল বৈঠকে দেশের অর্থনীতি খাতের অগ্রগতি, বিশ্ব ও জাতীয় অর্থনীতির বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া সেখানে আগামী ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সামষ্টিক অর্থনীতির অবস্থা আলোচনায় উঠে আসে। সেখানে অর্থনীতিতে এই মুহূর্তে চারটি সংকট শনাক্ত করা হয়। এগুলো হচ্ছে মূল্যস্ফীতি, রেমিট্যান্স ঘাটতি, ভর্তুকির চাপ ও রাজস্ব আয়। এই সংকট মোকাবিলায় রাজস্ব আয় বাড়ানো, রেমিট্যান্স বাড়াতে সব ধরনের পদক্ষেপ এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি জ্বালানি ও বিদ্যুতের মূল্য সমন্বয় করা হবে।

সূত্র আরও জানায়, কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল বৈঠকে আগামী বছরে অর্থনীতিতে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা হচ্ছে ডলারের মূল্যবৃদ্ধি, রাশিয়ার ঋণে কিস্তি পরিশোধ ও ভর্তুকির টাকা জোগান দেওয়াকে। সেখানে বলা হয়, রাশিয়ার ঋণে দেশে বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে এই ঋণের কিস্তি শুরু হবে। এছাড়া ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিদেশি ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধ ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে, যা উদ্বেগ তৈরি করেছে।

ডলারের এই সংকট কাটাতে রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আয় বাড়াতে জোর দেওয়া হয়। কারণ ডলারের একটি বড় জোগান আসে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স থেকে। কিন্তু রেমিট্যান্স থেকে আয় কমছে। এজন্য রেমিট্যান্স বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মতো একটি অ্যাপ খোলার সিদ্ধান্ত হয়। এ অ্যাপ ব্যবহারের জন্য প্রবাসীদের একটি কার্ড দেওয়া হবে। ওই কার্ড ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক অ্যাপের মাধ্যমে একজন প্রবাসী তার পরিবারের কাছে রেমিট্যান্সের অর্থ পাঠাতে পারেন। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এতে আগামী দিনগুলোয় রেমিট্যান্স আরও বাড়বে।সুত্র যুগান্তর

পণ্য আমদানিতে ভারতের কোটা চায় বাংলাদেশ

১৩ পৃষ্ঠার পর

সেপা স্বাক্ষরিত হলে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানি ১৯০ শতাংশ বাড়বে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশে ভারতের রপ্তানি ১৮৮ শতাংশ বাড়বে।

ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়লেও গত অর্থবছরে দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে ৬৫ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের আমদানির তুলনায় রপ্তানির পার্থক্য, অর্থাৎ বাণিজ্য ঘাটতি ১ হাজার ৪১৮ কোটি ডলার। ২০২০-২১ অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল ৮৬০ কোটি ডলার। গত অর্থবছরে ভারত থেকে বাংলাদেশ প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য ভারত থেকে আমদানি করে, যার বড় অংশই খাদ্যপণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি। সেপার আওতায় ভারত থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি স্বল্পমূল্যে ও আরও সহজে আমদানি করতে পারবে বলেও মনে করা হচ্ছে। এ চুক্তি হলে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন নন-ট্যারিফ ও প্যারা-ট্যারিফ প্রত্যাহার হবে। ফলে ভারতে রপ্তানি সম্ভাবনা ও বাংলাদেশে ভারতের বিনিয়োগ বাড়বে।

জানা গেছে, বাংলাদেশের পাটপণ্যের ওপর আরোপিত অ্যান্টি ডাম্পিং শুল্ক প্রত্যাহার চাইবেন বাণিজ্যমন্ত্রী। ২০১৭ সালে প্রতি টন বাংলাদেশি পাটপণ্যের ওপর ১৯ থেকে ৩৫২ ডলার পর্যন্ত অ্যান্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করে দেশটি।

মন্ত্রীর ভারত সফর প্রসঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ বলেন, ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হলে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে না। ওই সময় বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে সরকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে চায়। এরই ধারাবাহিকতায় ভারতের সঙ্গে সেপা চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে এবারের সফর থেকে।

আলোচনা শুরুর পর পূর্ণাঙ্গ চুক্তি হতে কতদিন সময় লাগবে- এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এটা অনেক বড় চুক্তি। তাই স্বাভাবিকভাবেই অনেক ধরনের আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন হবে। তবে আমাদের লক্ষ্য তিন বছরের মধ্যে চুক্তি করা। তাহলে ২০২৬ সালের পর যে চ্যালেঞ্জ আসবে, সেগুলো মোকাবিলা করা সহজ হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সেপাকে মুক্তবাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) একটি উন্নত সংস্করণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এরই মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বেশ কয়েকটি বাণিজ্য অংশীদারের সঙ্গে এ চুক্তি করেছে ভারত। ২০২৬ সালের আগে ভারত, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, জাপান, সিঙ্গাপুরের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য বা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি করতে চায় সরকার।

হঠাৎ ভারত-চীন সীমান্তে উত্তেজনা কেন?

১৪ পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, এলএসি কোথায় রয়েছে তা সম্পর্কে ভিন্ন ধারণার কারণে সৈন্যদের (দুই দেশের) মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে।

ভারত-চীন সীমান্তের এলএসি মূলত তিন ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম ভাগটি লাদাখের ভারতীয় ভূখণ্ডকে ঘিরে রেখেছে। মধ্যভাগটি ভারতের হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করেছে। আর পূর্বাঞ্চলটি অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যসীমাকে বিভক্ত করেছে।

গত কয়েক বছরে চীনের পিএলএ সেনারা সবচেয়ে বেশি অনুপ্রবেশ করেছে পশ্চিম ভাগে। অর্থাৎ লাদাখ অঞ্চলে। তবে মধ্য ও পূর্ব ভাগেও মাঝে মাঝে সীমানা লঙ্ঘন করে অনুপ্রবেশ করেছে চীনা সৈন্যরা। দিল্লি অভিযোগ করে বলেছে, গত দুই বছরে এলএসির মধ্য ভাগ অর্থাৎ উত্তরাখন্ডের সীমা ভেদ করে প্রচুর চীনা সেনা অনুপ্রবেশ করেছে।

চীনা সৈন্যদের এসব অনুপ্রবেশ রোধ করা ভারতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে স্বীকার করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, সেনাবাহিনী ও ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের (আইটিবিপি) মধ্যে আরও ভালো অপারেশনাল সমন্বয়ের প্রয়োজন। কারণ উভয় বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের 'গুরুতর অভাব' রয়েছে। এলএসি পরিচালনায় এই দুই সংস্থার মধ্যে কে প্রধান ভূমিকায় থাকবে সেটি নিয়েও দীর্ঘ দিন ধরে বিতর্ক রয়েছে। সরকার চায় এলএসি পরিচালনায় বড় ভূমিকা পালন করুক আইটিবিপি। আর সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব পালন করুক সেনাবাহিনী।

তবে ভারত সরকার চাইলেও এ কাজ করতে পারছে না। কারণ নিরাপত্তা বিশ্লেষক লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডি এস হুদা আইটিবিপিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রাখতে একটি মামলা করেছেন। তাঁর যুক্তি, এলএসি ইস্যুতে সেনা কর্মকর্তারাই চীনের সঙ্গে সমস্ত বৈঠকে প্রধান ভূমিকা রাখে এবং সীমান্তসংকট সেনাবাহিনীই সামলায়।

দুই সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে না পারলেও এলএসি নিয়ন্ত্রণে অস্ত্র-সরঞ্জামের মজুত বাড়িয়েছে ভারত। দূরপাল্লার মনুষ্যবিহীন আকাশযান, উচ্চ প্রযুক্তির নজরদারি ক্ষমতাসম্পন্ন রাডার, হালকা মেশিন গান, অ্যাসল্ট রাইফেল, রকেট লাঞ্চার এবং অত্যাধুনিক এম-৭৭৭ অস্ত্র মজুত করেছে।

এ ছাড়া এলএসির সমান্তরালে প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করেছে ভারত। এটি অরুণাচল ফ্রন্টিয়ার হাইওয়ে নামে পরিচিত। এটি একটি সংযোগ প্রকল্প। এই প্রকল্পের কারণেও চীনের সঙ্গে ভারতের উত্তেজনা বেড়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। কারণ চীন চায় না, ভারত তার সীমান্তে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করুক।

সম্প্রতি ভারত সীমান্ত ঘিরে চীনের ক্ষোভের অন্যতম কারণ ভারতীয় সেনাদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বলেই মনে করছেন বেশির ভাগ বিশ্লেষকেরা। বিশেষ করে দৌলত বেগ ওল্ডির রাস্তা, বিশ্বের উচ্চতম এয়ারস্ট্রিপ এবং গালওয়ান উপত্যকার পশ্চিম দিকে শ্যাওক নদীর পার্শ্ববর্তী রাস্তা নির্মাণ ভালোভাবে গ্রহণ করেনি চীন।

ভারতের সাবেক কূটনীতিক পি স্টোবদান বলেছেন, 'সীমান্তের পাশ দিয়ে ছুটে চলা রাস্তাগুলোই চীনা সৈন্যদের অনুপ্রবেশের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। বাড়িয়ে তুলেছে উত্তেজনা।'

সাম্প্রতিক উত্তেজনার পেছনে অন্য একটি কারণ অবশ্য খুঁজে পেয়েছেন ডেনমার্কে নিযুক্ত ভারতে রাষ্ট্রদূত ও চীন-ভারত সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ যোগেশ গুপ্ত। তিনি বলেছেন, এলএসি থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে উত্তরাখণ্ড প্রদেশে গত অক্টোবরে ভারতীয় ও মার্কিন সৈন্যরা যৌথ সামরিক মহড়া করেছে। এ মহড়া সম্ভবত ভালোভাবে নেয়নি চীন।

তবে এসব কারণ ছাড়াও 'জাতীয়তাবাদী মনোভাব' এই সংঘর্ষের পেছনে অন্যতম অনুঘটক বলে মনে করেন চীনের লানঝু ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল এশিয়ান স্টাডিজের সাবেক ডিন ইয়াং শু। তিনি বলেছেন, 'ক্রমশ বেড়ে চলা জাতীয়তাবাদী মনোভাব সাম্প্রতিক সংঘর্ষকে উসকে দিয়েছে। উভয় পক্ষের মধ্যেই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয়তাবাদ তীব্রভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ভারতীয় সামরিক বাহিনী প্রতিশোধ নিতে চায়, কারণ ১৯৬২ সালের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ক্ষত এখনো শুকায়নি তাদের।' ইয়াং শু আরও বলেছেন, 'বেইজিং ও নয়া দিল্লির নেতৃত্ব যদি অযৌক্তিক মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে এলএসি বরাবর আরও ঝগড়া, সংঘর্ষ ও উত্তেজনা বাড়বে।'

এ উত্তেজনার আসলে শেষ কোথায়, আপাতত কেউ জানে না তার সদুত্তর। সূত্রঃ দ্য ডিপ্লোম্যাট, দ্য ইকোনমিস্ট, এনডিটিভি, হিন্দুস্তান টাইমস ও সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট

৪১ সালে বাংলাদেশের জনগণ হবে প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১১ পৃষ্ঠার পর

পরিণতি। আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করছি আগ্রাসনের জন্য নয়, শান্তিরক্ষার জন্য।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে পররাষ্ট্রনীতি আমাদের দিয়ে গেছেন- সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়। আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করবো না। আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখেই চলবো।

তিনি বলেন, আমরা একটা স্বাধীন দেশ।স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি থাকতে হবে। যদি কখনো বহির্শত্রুর আক্রমণ হয়, সেটা যেন আমরা প্রতিহত করতে পারি। আর যে কোনো যুদ্ধে যেন জয়ী হতে পারি, সেভাবে আমাদের নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী; অর্থাৎ সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমরা প্রশিক্ষণকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেই এবং প্রশিক্ষণের জন্য অবকাঠামো আমরা আওয়ামী লীগ সরকারে এসে করে দিয়েছি।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

বিএনপি কিভাবে আবার ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছে - প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

১১ পৃষ্ঠার পর

আহত করার সংস্কৃতির সূচনা করেছে।

প্রধানমন্ত্রী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কঠোর সমালোচনা করে তাদেরকে 'বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রতিবন্ধী বুদ্ধিজীবী' হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, তারা একটি অগণতান্ত্রিক বা অবৈধ সরকার আনার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের মতো একটি গণতান্ত্রিক বা আইনি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করছে।

'যাদের বিবেক ও মানবতাবোধ আছে, তারা কিভাবে অগ্নিসংযোগকারী সন্ত্রাসীদের সমর্থন করে' তিনি প্রশ্ন করেন।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সরকারের আমলের উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলনা করে শেখ হাসিনা বলেন, তার দল যখনই ক্ষমতায় আসে, তখনই দেশ এগিয়ে যায়। আর বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশ পিছিয়ে যায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি সরকারের আমলে মাথাপিছু আয় ছিল ৩০০ মার্কিন ডলারের বেশি যা এখন ২৮২৪ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর মাত্র ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেয়েছিল, যা তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করে। তখন খাদ্য ঘাটতি ছিল ৪০ লাখ টন, তা থেকে খাদ্য উদ্বৃত্ত ২৬ লাখ টনে উন্নীত করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্রের কারণে ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসতে পারেনি। পরে ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি সরকার ২৬ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য উদ্বৃত্ত থেকে বাংলাদেশকে আবার খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত করে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩০০০ মেগাওয়াটে নামিয়ে আনে।

তিনি বলেন, দেশে এখন ২৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও কাজী জাফরুল্লাহ প্রমুখ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ২৪ ডিসেম্বর রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দলের ২২তম জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আওয়ামী লীগের এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও যুব মহিলা লীগের নবনির্বাচিত নেতাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি কে এম শাখাওয়াত মুন সাংবাদিকদের জানান, এর আগে দুই সংগঠনের নবনির্বাচিত নেতারা গণভবনে প্রধানমন্ত্রীকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। সূত্র : বাসস

দেশে কোথায়ও গণতন্ত্র নেই বললেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

১০ পৃষ্ঠার পর

করছেন।

বিকালে প্রেস ক্লাবে ভাসানী অনুসারী পরিষদ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে দুই শতাধিক নেতাকর্মী ডা. জাফরুল্লাহর কাছে ফুলের তোড়া দিয়ে ভাসানী অনুসারী পরিষদে যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু। জাফরুল্লাহ বলেন, হাজী সেলিম ১০ বছর কারাদণ্ডাদেশ থাকলেও তাকে জামিন দেয়া হয়। কিন্তু ৩ বারের প্রধানমন্ত্রী বয়োজ্যেষ্ঠ খালেদা জিয়ার জামিন হয় না। আজকে সবাই সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হতে না পারলে এ বৈষম্য থেকে মুক্তি সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, আজকে সরকারের এক মন্ত্রী বললেন- কে সাধারণ সম্পাদক হবেন তা নির্ধারণ করবেন একজন। বড় বড় দলে এই সমস্যা। নেতাকর্মীদের ভোটের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করা যায় না। যদি তাই হতো তাহলে কর্মীদের প্রতি নেতাদের ভালবাসা ও কমিটমেন্ট ঠিক থাকতো। জাফরুল্লাহ চৌধুরী বিএনপি'র দেয়া ২৭ দফা নিয়ে বলেন, এখানে আরও কাজ করতে হবে। আজকে আমরা কথা বলতে পারি না, মিছিল করতে পারি না। করতে হলে পুলিশের অনুমতি নিতে হয়। পুলিশ অনুমতি দেয়ার কে? স্বাস্থ্য ও পররাষ্ট্রনীতিতে সরকার সবচেয়ে বেশি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানুষ আজ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। যাদের অর্থ আছে তারাই চিকিৎসা করতে পারছেন। ওষুধের দাম আকাশচুম্বী, সেদিকে সরকারের নজর নেই। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই। প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে তিনি বলেন, চা খাওয়ার আমন্ত্রণ করে মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলায় আজ দুই বছর যাবৎ মাওলানারা জেলখানায়।

অথচ খুনী, দুর্নীতিবাজ ও লুটেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন- ভাসানী অনুসারী পরিষদের সদস্য সচিব হাবিবুর রহমান বিজু, কেন্দ্রীয় নেতা এডভোকেট ওয়াহিদুর রহমান, আবু ইউসুফ সেলিম, বাবুল বিশ্বাস, জামিল আহমেদ, আরিফুর রহমান, হাবিবুর রহমান, রাজু আহমেদ প্রমুখ।

সুত্র মানবজমিন

সীমা অতিক্রম না করতে যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ারি চীনের

৯ পৃষ্ঠার পর

নিয়েছেন। এর মধ্যেই ওয়াশিংটনকে সতর্ক করে এসব কথা বললেন ওয়াং।

গত মাসে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশগুলোর জোট জি-২০-এর নেতাদের সম্মেলন হয়েছে। সেখানে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৈঠক করেছেন। ২০১৭ সালের পর দুই দেশের নেতাদের প্রথম বৈঠকে তাইওয়ানসহ অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

তাইওয়ানকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে মনে করে চীন। তবে চীনের এই দাবি নাকচ করে আসছে তাইওয়ান। তারা নিজেদের স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে দাবি করে। অপর দিকে বেইজিংয়ের দাবি, তাইওয়ান ইস্যুতে ওয়াশিংটন বাড়াবাড়ি করছে। সাম্প্রতিক সময়ে তাইওয়ান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

চীন এ হুমকিও দিয়েছে, তাইওয়ান ইস্যুতে প্রয়োজনে সামরিক হস্তক্ষেপ করবে তারা।

সির সঙ্গে আলোচনায় তাইওয়ান ঘিরে বেইজিংয়ের ক্রমে আক্রমণাত্মক ও জবরদস্তিমূলক তৎপরতায় আপত্তি জানান বাইডেন। তিনি বলেছিলেন, এতে তাইওয়ান প্রণালি ও সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট এবং বৈশ্বিক উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটছে।

এদিকে সি তাইওয়ানকে 'প্রথম লাল সীমা' বলে বর্ণনা করেছেন। চীন-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সীমা অতিক্রম করা যাবে না বলে বাইডেনকে জানান তিনি।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ওয়াং ইর ফোনালাপের পর শুক্রবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। বিবৃতি অনুযায়ী, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, বালির সম্মেলনে দুই রাষ্ট্রপ্রধান যেসব বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন, সেসব বিষয়ে বাস্তবসম্মত নীতি প্রণয়ন ও জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে।

ওয়াং ই আরও বলেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির জন্য যেসব নীতি প্রয়োজন, সেসব বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা বাড়াতে হবে। সম্পর্ক, সব স্তরে সংলাপের ওপর জোর দেওয়া ও যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান করতে হবে। তিনি বলেছেন, চীন সব সময় শান্তির পক্ষে।

ব্যাংক নোটে জায়গা পাচ্ছেন মেসি

৬ পৃষ্ঠার পর

এক পাশে থাকবে মেসির ১০ নম্বর জার্সি পরা একটি ছবি। সেখানে থাকবে মেসির স্বাক্ষরও। তার নিচে লেখা থাকবে 'কাতার-২০২২' এবং লিওনেল মেসির নাম। অন্য পাশে থাকবে ২০২১ সালে কোপা আমেরিকার শিরোপা জয়ের পর উল্লাস করা দলগত ছবি।

প্রসঙ্গত, আর্জেন্টিনার দীর্ঘ ৩৬ বছরের অপেক্ষার পালা ঘুচিয়েছেন লিওনেল মেসি। তার জাদুকরী পায়ের ছোঁয়ায় তিন যুগ পর আর্জেন্টিনা জিতেছে বিশ্বকাপ। সোমবার রাতে দেশে ফিরে মেসি-ডি মারিয়ারা পেয়েছেন রাজকীয় বরণ। আনন্দে ভাসছে গোটা দেশ।

ভারতে ২৪ ঘণ্টাই হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে বললেন রাহুল গান্ধী

৫ পৃষ্ঠার পর

বলেন, প্রথম দিকে লোকজন আমার কাছে এসে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রায় যোগদান এবং গান্ধীর সাথে হাঁটাকে ভয়াবহ রাজনৈতিক ভুল হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

'তখন আমি নিজের কাছে নিজেই জানতে চাইলাম। আমার ভেতরের কণ্ঠস্বর বলেছিল, কমল, ভারত টোডনে কি নাহি জোডনে কি মদদ করো (দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য কর, ভাঙতে নয়)। এই সময়ে আমাকে দেশের প্রয়োজন।'

তবে দেশটির প্রখ্যাত এই অভিনেতা রাজনৈতিক জোট গঠনের বিষয়ে কোনও কথা বলেননি।

গত বছরের এপ্রিলে তামিলনাড়ুতে প্রথম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যায় কমল হাসানের রাজনৈতিক দল মাক্কাল নিধি মাইয়াম।

দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ তামিলনাড়ু থেকে গত ৭ সেপ্টেম্বর ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করেছিলেন রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসের এই এমপি ইতোমধ্যে আড়াই হাজার কিলোমিটারের বেশি পথ অতিক্রম করেছেন। আগামী রোববার থেকে আট দিনের জন্য যাত্রা বিরতি ঘোষণা দিয়েছে কংগ্রেস। পরে ৩ জানুয়ারি থেকে এই যাত্রা শুরু হয়ে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব অতিক্রম করবে। শেষ হবে জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরে।

আজারবাইজানের বিমানবন্দরে ২০ পাসপোর্টসহ বাংলাদেশি আটক

৫ পৃষ্ঠার পর

তল্লাশিকালে তার কাছে ২০টি বাংলাদেশি পাসপোর্ট ও দুটি স্ট্যাম্প পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ওই ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে লোকজনকে টাকার বিনিময়ে কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইউরোপের কোনও একটি দেশে পাঠানোর নাম করে আজারবাইজানে নিয়ে যায়। পাসপোর্ট পরীক্ষার সময় তার কাছে সার্বিয়ার জাল ভিসাও পাওয়া গেছে।

বারী সুপার মার্কেট

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

HALAL حلال FOOD

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

ria Money Transfer
দ্রুত ও নিরাপত্তার সাথে টাকা পাঠানো হয়

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

. নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

ফুটবলের কল্যাণে বাংলাদেশ-আর্জেন্টিনার সম্পর্কে গভীরতা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এমনকি বাংলাদেশে আর্জেন্টিনার দূতাবাস খোলার বিষয়েও আলোচনা হচ্ছে। দুই দেশের সম্পর্ক এখন গভীর হচ্ছে। এতে বাংলাদেশ কতটা লাভবান হবে? বাংলাদেশের ফুটবলেরই বা কতটা কাজে আসবে এই সম্পর্ক?

কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, আনুষ্ঠানিকভাবে সবকিছু চূড়ান্ত না হলে এখনই এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন। তবে দুই দেশের বাণিজ্যে এর প্রভাব পড়বে। পাশাপাশি পর্যটন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই সম্পর্ককে কাজে লাগানো যেতে পারে।

বাণিজ্যে সম্ভাবনা

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে আর্জেন্টিনায় ৬৮ লাখ ৫৪ হাজার ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। তবে বাংলাদেশ থেকে দেশটিতে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয় তার ৮৮ শতাংশের বেশি তৈরি পোশাক। অন্যদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্জেন্টিনা ৯০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশে। মূলত সয়াবিন তেল, ভুট্টা ও তুলা বেশি আমদানি করে বাংলাদেশ।

বিশ্লেষকরা বলছেন, আইসিটি পণ্য আর ই কমার্সের জন্যও আর্জেন্টিনা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হতে পারে। ইউরেনিয়ামসহ নানা ধরনের খনিজ আছে দেশটিতে যা বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। গত জুলাইতে ঢাকায় আসা আর্জেন্টাইন সরকারি প্রতিনিধি দলটি তাদের দেশ থেকে তুলা, গুঁড়ো দুধ ও রসুন আমদানির প্রস্তাব দিয়েছিলো বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের কাছে। আবার বাংলাদেশ থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, ঔষধ, প্লাস্টিক পণ্য, সিরামিক ও তৈরি পোশাক আমদানির জন্য আর্জেন্টিনার প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে আর্জেন্টিনা অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়ে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''আর্জেন্টিনা তো আর্থিকভাবে অতটা স্বচ্ছল না। তাদের মূল্যস্ফীতি অনেক বেশি। তবে হ্যাঁ, আমাদের দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানির সম্পর্ক আছে। সেটা বাড়ানো যেতে পারে। সেটাও যে খুব বেশি কিছু হবে আমার সেটা মনে হয় না। সব মিলিয়ে কারও সঙ্গে সম্পর্ক হলে সেটা তো খারাপ না।''

ফুটবলের উন্নতিতে কী কাজে আসবে?

আর্জেন্টিনা ও বাংলাদেশের ফুটবলের ব্যবধান যোজন যোজন। একটি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দল অন্যটি র‍্যাংকিংয়ে শেষের দিকে। আর্জেন্টিনার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন কি ফুটবলে কাজে লাগানো যায়? জানতে চাইলে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''পুরো বিষয়টি তো এখন মিডিয়ায় আলোচনা হচ্ছে। মূলত আলোচনার টেবিলে না বসলে কোনো কিছুই পরিস্কার করে বলা যাবে না। তবে এটুকু বলা যায়, ওখানে তো ক্লাবগুলোর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা স্বাধীন। সরকার চাইলে কী হবে জানি না, তবে কোনো ক্লাব যদি চায় আমাদের কোন ক্লাবের সঙ্গে কাজ করতে পারে। আসলে কী হবে এখনই বলা যাচ্ছে না।''

১৯৮৬ সালে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল মাদরেকা কাপ। সেখানে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল বাংলাদেশ ফুটবল দলের মুখোমুখি হয়েছিল। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কয়েকজন খেলোয়াড় ওই ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন। ম্যাচটিতে ৫-২ গোলে হেরে যায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পক্ষে গোল দুইটি করেছিলেন আশরাফ উদ্দিন আহমেদ চুন্নু ও শেখ মোহাম্মদ আসলাম। আর্জেন্টিনার সঙ্গে সম্পর্কে ফুটবলের কতটা লাভ হবে জানতে চাইলে শেখ মোহাম্মদ আসলাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''আমরা যদি ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা করতে পারি সেটা ফুটবলে কাজে লাগবে। ওদের কোন একাডেমিতে যদি বাংলাদেশের তরুণ ফুটবলাদের পাঠানো যায় বা একাডেমি থেকে প্রশিক্ষক বাংলাদেশে আসেন সেটা অবশ্যই বাংলাদেশের কাজে আসবে। পাশাপাশি তরুণ ফুটবলার হান্ট প্রক্রিয়ায়ও আর্জেন্টিনার প্রশিক্ষকদের আমরা চাইলে কাজে লাগাতে পারি।''

ঢাকায় চালু হবে আর্জেন্টিনার দূতাবাস

আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উপাসনা মন্ত্রী সান্তিয়াগো আন্দ্রেস ক্যাফিয়েরো আগামী মার্চে বাংলাদেশ সফরে আসতে পারেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, ''ঢাকায় আর্জেন্টিনার দূতাবাস খোলার সিদ্ধান্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের সময় নেওয়া হবে। দুই দেশের মধ্যে একটি ভালো সম্পর্ক আছে। আমি আশা করি, এই সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হবে।'' অন্যদিকে, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফার্নান্দেজ গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো এক চিঠিতেও জানিয়েছেন তার দেশ আগামী বছর পুনরায় ঢাকায় কূটনৈতিক মিশন স্থাপনে কাজ করছে।

স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে দূতাবাস খুলেছিল আর্জেন্টিনা। ১৯৭৮ সালে সেটি গুটিয়ে নেয়ার পর দেশটি ঢাকায় মিশন খোলার আর উদ্যোগ নেয়নি।

অন্যদিকে ব্রাজিলে বাংলাদেশের দূতাবাস থাকলেও আর্জেন্টিনায় কোনো দূতাবাস খোলেনি বাংলাদেশ। এবারের বিশ্বকাপের সময় আর্জেন্টিনাকে ঘিরে বাংলাদেশের উন্মাদনার খবর ব্যাপক প্রচার পেয়েছে দেশটিতে। এর মধ্যেই দেশটি বাংলাদেশে দূতাবাস খোলার একটি প্রক্রিয়া শুরু করেছে যাকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

দুই দেশের সরকার প্রধানের শুভেচ্ছা বিনিময়

২০২২ সালের ফিফা বিশ্বকাপ শিরোপা জয় করায় আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফার্নান্দেজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ১৯ ডিসেম্বর আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন বার্তা পাঠান তিনি। বার্তায় শেখ হাসিনা লিখেছেন, ''বাংলাদেশের জনগণ এবং আমার পক্ষ থেকে, আর্জেন্টিনার ফুটবলের দুর্দান্ত জয়ে আপনাকে ও আর্জেন্টিনা প্রজাতন্ত্রের বন্ধুত্বপূর্ণ জনগণকে এবং ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপজয়ী দলকে আন্তরিক অভিনন্দন। এ অভিনন্দন জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনার জাতীয় ফুটবল দলের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নশীপ জয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উদযাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের প্রশংসা ও ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছে।''

এদিকে শেখ হাসিনার অভিনন্দন পাওয়ার পর বাংলাদেশের জনগণকে এক টুইট বার্তায় ধন্যবাদ জানান আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফার্নান্দেজ। নিজ দেশ ও বাংলাদেশের পতাকা, ভালোবাসা, হাত মেলানোর চিহ্নসহ টুইট করেন তিনি। মেসিদের প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, "ধন্যবাদ শেখ হাসিনা এবং পুরো বাংলাদেশের জনগণকে। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা যে বন্ধন এবং পারস্পরিক স্নেহ দেখেছি, তা বর্ণনাতীত। আজ দুই দেশের পতাকা এখানেও (আর্জেন্টিনায়) উড়ছে। আসুন এ বন্ধন আরও গভীর ও দৃঢ় করি।''

আর্জেন্টিনায় উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা

বাংলাদেশ এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে ভৌগলিক দূরত্ব ১৭ হাজার ৫০ কিলোমিটারের। কিন্তু ফুটবলের কল্যাণে সেই দূরত্ব অনেকটাই কমে এসেছে। বাংলাদেশের সমর্থকরা যেভাবে আর্জেন্টিনাকে সমর্থন করছে, একইভাবে বাংলাদেশের ক্রিকেটের সমর্থনে ফেসবুকে গ্রুপ খুলেছে আর্জেন্টাইনরা। তারাও উদযাপন করছেন বাংলাদেশের জয়। বাংলাদেশের খেলার সময় কোন গানগুলো বাজানো হয় বা শোনা হয়, আর্জেন্টাইন সমর্থকরা সেসব জানতে চাচ্ছেন। অনেক আর্জেন্টাইন নিজের হাতেই বাংলাদেশের পতাকার ট্যাটু এঁকেছেন। আর সেই ট্যাটু দেখিয়ে মেসির জন্ম নেয়া বাড়ির সামনে গিয়ে ছবিও তুলেছেন। আর্জেন্টিনার অনেক বাড়িতে এখন উড়ে বাংলাদেশের পতাকা।

১৯৮৬ সাল থেকেই বাংলাদেশের ফুটবলের সমর্থকরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিল দলকে সমর্থন করে আসছে। এরপর যতগুলো বিশ্বকাপ হয়েছে সবগুলোতেই দেশের সমর্থকরা এই দুই দলকে সমর্থন করে গেছেন। এবারের উন্মাদনার মতো অন্য বিশ্বকাপগুলোতেও উন্মাদনা ছিল। তবে এবারের বিশ্বকাপ খেলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি জায়গায় বড় পর্দায় দেখার আয়োজন করে মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান নগদ। সেখানে হাজার হাজার সমর্থক এক সঙ্গে খেলা দেখেছেন।

নগদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর এ মিশুক বলেন, "আমরা মহসিন হলের মাঠে, টিএসসি, ডাচের পেছনেসহ চার জায়গায় জায়ান্ট স্ক্রিনে খেলা দেখার ব্যবস্থা করি। শিক্ষার্থীরা সবাই একসঙ্গে খেলা দেখার সুযোগ পাওয়ায় সমর্থনের বিষয়টি সামনে এসেছে। এতদিন একসঙ্গে এত সমর্থককে দেখা যায়নি। ফলে বিষয়টি বিশ্ববাসীর নজরে আসে। আমাদের এই আয়োজন যে এতদূর যাবে আমাদেরও ধারণা ছিল না।''-সমীর কুমার দে, ডয়চে ভেলে ঢাকা

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

ঢাকায় এনআরবি অ্যাক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেলেন সার্টিফাইড শেফ খলিলুর রহমান

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ উত্তরীয় এবং সম্মাননা ক্রেস্ট তার হাতে তুলে দেন।

অ্যাওয়ার্ড পেয়ে শেফ খলিলুর রহমান বলেন সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যারা এই সামিটে যোগদান করেছেন তারা কোনো না কোনোভাবে বাংলাদেশকে সম্মানিত করছে। তাদের জন্য এই সম্মাননা অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের। একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি এতে করে আমার কাজের গতি এবং দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল এজন্য মহান স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করি এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করি সকল মানুষের প্রতি। আমি সবসময় আমার দেশকে বুকে লালন করি। আমি সবসময় দেশকে মিস করি। আমাদের দেশে যারা বেকার আছে তার বেকার বসে না থেকে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, শেষ হিসেবে কোর্স করে নিজেদের পরিবর্তন করতে পারবে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারবে। এসময় তিনি আরও বলেন, তরুনরা তাদের ক্যারিয়ার সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি আমার কাছে আসে, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো তার পাশে দাড়াতে। আমি বিশ্বাস করি তরুনরাই আগামীর ভবিষ্যত। তাই দেশ গঠন করতে হলে তরুনদের হাত সবার আগে শক্তিশালী করতে হবে।

অনুষ্ঠানে এনআরবি ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সাখাওয়াত জন চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষসহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বর্তমান সরকারের সাফল্য ও উন্নয়নের প্রশংসা করে সালমান এফ রহমান বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে ১৪ বছরের মধ্যে মানুষের মধ্যে সেই বিশ্বাসটুকু হয়েছে যে বাংলাদেশে উন্নয়ন সম্ভব। এর আগে যারা ক্ষমতায় ছিল তারা কেউ সেটা পারেননি। কারণ তারা মনে করতো, বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে দুর্ঘটনাক্রমে; এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে না। কিন্তু বর্তমান সরকার প্রমাণ করেছে বাংলাদেশও বিশ্বে রোল মডেল হতে পারে।'

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই দুই খাতে অনাবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ করতে আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এনআরবি ওয়ার্ল্ড এ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার সাখাওয়াত জন চৌধুরী বলেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন এখন বাস্তব। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পার করে বাংলদেশ এখন টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের দিকে ধাবমান। এমতাবস্থায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ করা সময়ের দাবি।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। একইসঙ্গে তারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষির উন্নয়নেও এগিয়ে আসেন। স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট গ্রিডের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এখন সময়ের দাবি।'-আকিব মাহমুদ প্রেরিত

যে কারণে বড়দিন পালিত হয়

২৪ পৃষ্ঠার পর

বেড়াতেন না। তবে সান্টা ক্লজের পোশাক লাল কেন? এর পেছনেও কারণ রয়েছে। ইতিহাস বলে, নিকোলাসকে দেখা যেত বাদামী এবং আরও অন্য রঙের পোশাকে। এর মধ্যে রয়েছে বেগুনি, সাদা, কালোসহ আরও বেশ কিছু রঙের পোশাক। তবে বর্তমান সময়ে যে সান্টাকে দেখা যায় তার চেহারা আর গড়ন তৈরি করেন আমেরিকান কার্টুনিস্ট থমাস নাস্ট। ১৮৮১ সালে তিনিই হারপার উইলকি নামে এক পত্রিকায় লাল রঙের পোশাকে সান্টাকে আঁকেন। সেখানে সান্তা হরিণটানা গাড়িতে চড়ে কাঁধে উপহারভর্তি ঝোলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাচ্চাদের উপহার দেওয়ার চিত্র ফুটে ওঠে। এরপরই সান্টার পোশাক হয়ে যায় লাল-সাদা। আর ক্রিসমাসের উদযাপনেও এই রং প্রাধান্য পেতে থাকে। থমাস নাস্ট সান্টাকে সবুজ পোশাকেও আঁকেন। তবে লাল-সাদা পোশাকেই সান্টা বেশি জনপ্রিয়তা পায়। সান্টার চেহারাকেও বড় করে আঁকেন থমাস। কারণ নিকোলাসের চেহারা খুব অল্পই দেখা যেত। বাড়ি বাড়ি ঘুরে চিমনি দিয়ে শিশুদের উপহার পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিকোলাসের চেহারা অনেকটাই আড়ালে থাকতো। তাই পরে থমাসের আকা সেই সান্টার আদলেই গড়ে উঠে বর্তমান সময়ের শিশুদের প্রিয় সান্টা ক্লজ।

বড়দিন বাংলাদেশের জাতীয় ছুটির দিন। বাংলাদেশের খ্রিস্টানরা ক্রিসমাসে একে অপরকে উপহার দেয় এবং দেখা করে। বড়দিন বাংলাদেশের জাতীয় ছুটির দিন। এ দিনে বাচ্চারা বড়দের কাছ থেকে টাকা বা খেলনা উপহার পায়। লোকেরা একে অপরকে 'শুভ বড় দিন' (মহান দিবসের শুভেচ্ছা) বলে শুভেচ্ছা জানায়। গ্রামাঞ্চলে সাজানোর জন্য কলাগাছ এবং পাতা ব্যবহার করা হয়, তবে শহরে ক্রিসমাস ট্রি, ব্যানার এবং বেলুন ব্যবহার করা হয়। এ দিনে হোটেলগুলোতে বিশেষ অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হয় এবং বড়দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানগুলো টিভিতে দেখানো হয়। ক্রিসমাসে ঐতিহ্যবাহী খাবারের মধ্যে রয়েছে ক্রিসমাস কেক, পিঠা এবং কুকিজ। খ্রিস্টানরা গির্জা পরিদর্শন করে এবং বড়দিনের কেক তৈরি করে। গির্জা আলো এবং ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে সাজানো হয়। গির্জার গায়করা বাংলা ক্রিসমাস গান পরিবেশন করেন। বড়দিনের সকালে গির্জায় বড়দিনের ভোজকে প্রীতিভোজ বলা হয় এবং কীর্তন বলা হয়।

জন্মদিনের বদরুদ্দীন উমর: এখনও সমান সক্রিয়

২৩ পৃষ্ঠার পর

চাকরি ছেড়ে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন সেই সময়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সংস্কৃতি পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেছিলেন ১৯৭৪ সালে। তবে কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই জরুরি অবস্থার কারণে সংস্কৃতি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। স্বাধীন দেশে সংস্কৃতি বন্ধ হওয়ার বিষয়টি উমরকে স্বাধীন বাংলাদেশে শাসকদের চরিত্র বুঝতে সহায়তা করেছিল বলে বিভিন্ন সময়ে জানতে পেরেছি। ১৯৮১ সালে সংস্কৃতি আবার প্রকাশ হয়েছিল। পরে অনিয়মিত হয়ে গেলেও এখনও তা প্রকাশিত হচ্ছে।

বদরুদ্দীন উমর কেন এখনও প্রাসঙ্গিক রাখতে পেরেছেন নিজেকে- এমন আলোচনা প্রায়ই শুনতে পাই। এই কথার সহজ উত্তর হতে পারে- এখনও তিনি সক্রিয় আছেন বলেই তিনি প্রাসঙ্গিক। উমর লিখেছেন দুই হাতে। সত্যিকার অর্থেই দুই হাতে তিনি লিখেছেন। উমরের পাঁচ খণ্ডে আমার জীবন নামের প্রায় ১৫৫০ পৃষ্ঠার আত্মজীবনীর দিকে তাকালে তাঁর লেখার ব্যাপ্তি বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। একবার আলোচনার মাঝে জানতে চাইলাম, আপনার এত দীর্ঘ কলেবরের আত্মজীবনী লেখার পেছনে উদ্দেশ্য কী? তিনি স্বভাবজাত ক্ষেপে গিয়ে বললেন, লেখার পেছনে আবার উদ্দেশ্য কী থাকবে? আমার যা জীবন, তা-ই লিখেছি। যাদের জীবনে কোনো ঘটনা নেই তাঁরা কী বুঝবে! আমার কোনো লেখাতেই একটি বাক্যও অপ্রয়োজনীয় নয়। ২০১৯ সালে বের হয় তাঁর আত্মজীবনীর পঞ্চম খণ্ড। এটা বের হওয়ার পরে জানতে চেয়েছিলাম, সামনে আরও লিখবেন কিনা? বলেছিলেন, আত্মজীবনী আর লিখব না। ওই পর্যন্তই থাকুক। তারপরে আবার বললেন, এখন যে দুঃসময় চলছে তাতে আত্মজীবনী লেখার চেয়ে অন্য লেখা আরও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষায় উমরের মতো আরও বিশাল পরিসরে আত্মজীবনী কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। রাহুল সাংকৃত্যায়ন পাঁচ খণ্ডে লিখেছেন আমার জীবনযাত্রা। সেটি প্রায় ২৮০০ পৃষ্ঠার। উমর তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছিলেন একজনের জীবন সমসাময়িক সমাজ ও ইতিহাসের কতটুকু ধারণ করে তার উপরই নির্ভর করে এক একজনের আত্মজীবনীর মূল্য। আমরা যখন উমরের এই কথার পেছনের দিকে তাকাই তখন স্মরণ করতে পারি- উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে উমরের পরিবার এই অঞ্চলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই পরিবারে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট, কৃষক সংগঠক ছিলেন। আবার এই পরিবারে ছিল চাকরিজীবী ও জমিদার। উমর দেখেছেন তাঁর বাবা-দাদার কাছে এই উপমহাদেশের তথা সর্বভারতীয় অনেক নেতা আসা-যাওয়া করতেন। সেখান থেকে বিদেশে শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, সক্রিয় রাজনীতি, দেশভাগের ফলে নিজের পরিবারে সৃষ্ট জটিলতা; আবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে আন্ডারগ্রাউন্ডের জীবন, মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টিতে না গিয়ে চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টিতে যাওয়া, বাঙলাদেশ লেখক শিবির, ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল এবং ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক কমিটি- এইসবের দিকে তাকালে উমরের দীর্ঘ জীবনের অর্থপূর্ণ পরিণতি দেখা যায়। বিরানব্বই বছরেও উমর এখনও যেভাবে তাঁর চিন্তা, লেখা ও সাংগঠনিক অবস্থান দিয়ে নিজেকে সক্রিয় রেখেছেন তা বাংলাদেশে বিরল। বদরুদ্দীন উমরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা। এহ্সান মাহমুদ : সহ-সম্পাদক, সমকাল

এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়ন রোজিনা ইসলাম-কে সংবর্ধিত করেছে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সম্মানজনক 'এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড' পাওয়া বাংলাদেশের সাহসী সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম-কে সংবর্ধিত করেছে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। সম্প্রতি তিনি এই অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে

এখনো রোজিনার মতো সাংবাদিকরা আছে বলেই সরকারী দূর্নীতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে। সরকারী বিজ্ঞাপন না পেয়েও কোন কোন মিডিয়া পাঠক প্রিয়তার জোরে দায়িত্বপালন করে চলেছে। সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম সাহসিকতার সাথে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ, দেশের সাংবাদিক ও প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিকদের মুখ উজ্জল করেছেন। তেমনী তার এই স্বীকৃতি সাহসী সাংবাদিকতায় অন্য সাংবাদিকদের উৎসাহিত করবে।

সংবর্ধনার জবাবে রোজিনা ইসলাম তাঁর প্রতি সমর্থন ও ভালোবাসা জানানোর জন্য সাংবাদিকসহ প্রবাসী জনসমাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, আমি আমার দায়িত্ববোধের জায়গা থেকেই কাজ করি এবং সততার সাথে আজীবন পেশাগত দায়িত্ব চালিয়ে যাবো। যুক্তরাষ্ট্রের 'এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড' আমার দায়িত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ৯ ডিসেম্বর শুক্রবার রোজিনা ইসলামসহ বিভিন্ন দেশের ৮ জন ব্যক্তিকে ২০২২ সালের 'এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়নস অ্যাওয়ার্ড' তুলে দেন। খবর ইউএনএ'র।

সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে গত ১৯ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় উল্লেখিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রেসক্লাবের সভাপতিত্ব এবং সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও করেন আবু তাহের সভায় সভাপতিত্ব করেন। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে রোজিনা ইসলাম-কে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ, বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট হাসান ফেরদৌস, সাপ্তাহিক দেশবাংলা সম্পাদক ডা. সরোয়ারুল হাসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, আজকাল সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকু, নিউইয়র্ক-এর প্রথম আলো'র সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, টিবিএন ২৪ এর সাংবাদিক সুলতানা রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রানু ফেরদৌস, লেখক রহমান মাহবুব প্রমুখ।

মনজুর আহমদ বলেন, সাংবাদিকতা সবসময়-ই সাহসী কাজ। কাজের মধ্যেই তো পরে দূর্নীতির বিরুদ্ধে লেখা। আগে সাহসী সাংবাদিক বলতে কিছু শুনিনি। আজকের দিনের প্রেক্ষাপটেই সাহসী সাংবাদিক হতে হয়, বলতে হয়।

হাসান ফেরদৌস বলেন, সাংবাদিকদের মূল ও প্রথম দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে সত্য তুলে ধরা, ক্ষমতাশীল মানুষদেরকে সত্য কথা জানানো। আর ক্ষমতাশীলরা সত্য কথা পছন্দ করে না। তারা নিজেদেরকে 'ভালো' বলা পছন্দ করে।

ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান বলেন, দেশের ন্যায় প্রবাসেও অনিয়ম-অনৈতিকতা চলছে। এসবের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সোচ্চার হওয়া দরকার। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সোসাটির নির্বাচনে ভোটার বানানোও এক ধরনের অপরাধ, অন্যায়।

ডা. ওয়াজেদ এ খান বলেন, সৎ আর সাহসী সাংবাদিকতা সহজ নয়। এমন সাংবাদিকদের ঝুঁকি নিয়েই দায়িত্ব পালন করতে হয়। 'ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারী' নামক একটি রির্পোটের কারনেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন-কে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। সত্য বলা আর অধিকার প্রতিষ্ঠার মূল্যায়ন এখনো আছে বলেই রোজিনা ইসলামের মতো সাংবদিকরা 'এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড' পায়। তাঁর এই প্রাপ্তি বাংলাদেশে সাহসী সাংবাদিকতার পথকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। জাকারিয়া মাসুদ বলেন, রোজিনা ইসলাম আরো বড় বড় রিপোর্ট করে আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবেন-এটাই আমার বিশ্বাস। ইব্রাহীম চৌধুরী তার বক্তব্যে রোজিনা ইসলামকে সাহসী সাংবাদিকতার নিবেদিত কর্মী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সম্মানজনক অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য তাঁকে অভিনন্দিত। রোজিনা বাংলাদেশের সাংবাদিকদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর এ কাজ সাংবাদিকদের জন্য প্রেরণা হয়ে কাজ করবে।

সুলতানা রহমান বলেন, সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম আমার অনেক পুরনো বন্ধু। আমারা এক সাথেই একই কাগজেও কাজ করেছি। তাঁর অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে আমরা সবাই খুশি। পেশাগত বাঁধা রোজিনাকে আরো বেগমান করে তুলে, বাঁধা ভাঙার আনন্দ রোজিনার প্রধান শক্তি।

রোজিনা ইসলাম বলেন, আমার মামলাটি ছিলো 'রাষ্ট্র বনাম রোজিনা ইসলাম'। এমন একটি মামলা থেকে ফিরে এসে কাজটি চালিয়ে যাওয়া কঠিন কাজ হলেও আজকের অ্যাওয়ার্ড আমাকে আমার দায়িত্বপালনে অনপ্রেরণা যুগাবে। তিনি বলেন, আমি আজীবন সাংবাদিকতা করে যাবো, কোন বাঁধাই আমাকে আটকাতে পারবে না। তার বিপদের সময় দেশ ও প্রবাসের সাংবাদিকরা পাশে দাঁড়িয়ে তাকে যে সাহস যুগিয়েছেন এজন্য তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে আবু তাহের সাহসী সাংবাদিকতায় অ্যাওয়ার্ড প্রদান করায় ইউএস ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে স্বাগত জানান এবং সাংবাদিক রোজিনা ইসলামকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এমন আওয়ার্ড সকল সাহসী সাংবাদিকদের অনুপ্রাণিত করবে।

সবশেষে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে রোজিনা ইসলামের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেয়া হয়।

সিনিয়র সাংবাদিক হাসান মাহমুদ, শাহেদ আলম, টাইম টিভির অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-এর যুগ্ম সম্পাদক মমিন মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম সোলায়মান, নিউইয়র্ক বাংলা সম্পাদক আফরোজা ইসলাম, লেখক শেলী জামান খান, রওশন হক প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল প্রেসক্লাবের সদস্য সুলতানা রহমানের নতুন জীবন শুরুকে স্বাগত জানিয়ে কেক কাটা। এ সময় সুলতানার বর শাহিন পারভেজও উপস্থিত ছিলেন।

আরো উল্লেখ্য, ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সিনিয়র সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম একের পর এক দুর্নীতিবিরোধী রিপোর্ট করে খ্যাতি লাভ করেছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেছেন। তাঁর কারামুক্তির দাবিতে বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকরা বিক্ষোভ প্রতিবাদ করেছেন। নিউইয়র্কেও তাঁর গ্রেফতার ও কারামুক্তির দাবিতে বাংলাদেশী সাংবাদিকরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন। তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি একাধিক আন্তর্জাতিক পুরষ্কার লাভ করেছেন।

আটলান্টিক সিটিতে প্রবাসী হিন্দুদের 'প্রার্থনা হল' এর দ্বার উন্মোচন

আটলান্টিক সিটি: নিউ জারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে গত বিশ ডিসেম্বর মংগলবার প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্যোগে 'প্রার্থনা হল' এর দ্বার উন্মোচন করা হয়েছে। ওইদিন সন্ধ্যায় আটলান্টিক সিটির ১৪১১, পেনরোজ এভিনিউর 'প্রার্থনা হল' এর দ্বার উন্মোচন উপলক্ষে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল হোমযজ্ঞ, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতা থেকে পাঠ, জপমালা, সমবেত প্রার্থনা, ভজন, কীর্তন, প্রসাদ বিতরন ইত্যাদি।

পশ্চিম ভার্জিনিয়াস্থ নতুন বৃন্দাবনের ব্রম্মচারি শুভানন্দ দাস ফিতা কেটে 'প্রার্থনা হল' এর দ্বার উন্মোচন করেন। এসময় কৃষ্ণভক্তদের সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম', আর তা অপূর্ব এক সুর মূর্ছনার সৃষ্টি করে।এছাড়া কৃষ্ণ ভক্তদের উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে প্রার্থনা হল জুড়ে ভিন্ন এক আবহের সৃষ্টি হয়।

প্রবাসে হিন্দু সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্নবাজ ও কৃষ্ণভক্ত সুব্রত চৌধুরী, সুমন মজুমদার, প্রভীন ভিগ, দীপক শাহ, বিনোদ ভেলোর, মেহুল মাকাডিয়া, শান্তনু সরকার, সুনীল শর্মা, মনোজিৎ সাহার উদ্যোগে এই 'প্রার্থনা হল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । উদ্যোক্তাদের অন্যতম আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী জানান, কৃষ্ণনাম প্রচারের পাশাপাশি প্রবাসে হিন্দু সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যেই তাঁদের এই 'প্রার্থনা হল' প্রতিষ্ঠা। তিনি আরো জানান, প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের মনোভূমে হিন্দু ধর্মের মূল্যবোধ জাগরুক রাখাও এই প্রার্থনা হল প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য।

আটলান্টিক সিটিতে প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্যোগে 'প্রার্থনা হল' প্রতিষ্ঠার সংবাদে কমিউনিটিতে বেশ সাড়া পড়েছে।

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন ও ঢাকায় দূতাবাস কর্মীদের নিরাপত্তা চায় যুক্তরাষ্ট্র

৫ পৃষ্ঠার পর

ওই বাসা থেকে বেরিয়ে যান।

সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় প্রায় ৪৫ বছর আগের গুমের ঘটনা ও সামরিক শাসনামলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে রাষ্ট্রদূতের কাছে স্মারকলিপি দেয় 'মায়ের কান্না' নামে একটি সংগঠন। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওইদিন দুপুরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করেন পিটার হাস। বৈঠকে রাষ্ট্রদূত তার ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার কথা উল্লেখ করে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন।

এদিকে ঢাকায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ওই ফোনালাপের বিষয়ে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম টেলিফোনে মার্কিন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়েন্ডি শারম্যানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের পারস্পরিক অগ্রাধিকারের বিষয়ে আলোচনা করেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাঁরা কূটনৈতিক সম্পর্কের ভিয়েনা সনদের বিষয়ে পারস্পরিক অঙ্গীকারের বিষয়ে আলোচনা করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শাহরিয়ার আলম এটা নিশ্চিত করেছেন, বাংলাদেশে কূটনৈতিক সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। তিনি টেলিফোনে মার্কিন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন, রাষ্ট্রদূতেরা বরাবরের মতো পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পেতে থাকবেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রদূতদের জনসমক্ষে বিবৃতি দেওয়ার আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বুঝতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ফোনালাপকালে ওয়েন্ডি শারম্যান তাঁর বাংলাদেশ সফরের কথা উল্লেখ করেন। সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে নির্বাচনে বাংলাদেশের বিজয়ের জন্য তিনি প্রতিমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। তিনি আন্তর্জাতিক ফোরামে একে অপরকে সমর্থন করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পিটার হাসের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরদিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের সঙ্গে আলোচনা করেছে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক মার্কিন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানানো হয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বোঝা উচিত রাষ্ট্রদূতদের - পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা: ঢাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের প্রকাশ্যে বিবৃতি দেওয়ার আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে বুঝতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।

গত ২৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মার্কিন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়েন্ডি শেরম্যানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পারস্পরিক অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় দুই মন্ত্রী কূটনৈতিক সম্পর্ক ও ১৯৬১-এর ভিয়েনা কনভেনশনে পারস্পরিক প্রতিশ্রুতির বিষয়েও কথা বলেছেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে কূটনৈতিক সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ পূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ। রাষ্ট্রদূতরা বরাবরের মতো পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পেতে থাকবেন।

রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা ও সরকারের করণীয়

ঢাকা : কূটনীতিকদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের জন্য স্পর্শকাতর বিষয়ে সরকারকে আরও কৌশলী হতে বলেছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকেরা। একজন রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। মন্ত্রীরা যাই বলুন না কেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের শাহীনবাগে যাওয়ার বিষয়টি সরকার আগে থেকেই জানতো। সেখানে যেন কোন ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সেটা আগে থেকেই ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার ছিল। সরকার বিষয়টি যেভাবে দেখভাল করেছে তা সঠিক হয়নি বলেই মনে করছেন কয়েকজন সাবেক কূটনীতিক। এতে বিভেদ বেড়েছে, গণতন্ত্রের কোন লাভ হয়নি।

বাংলাদেশে 'গুম' হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত 'মায়ের ডাক' নামের একটি সংগঠনের সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম তুলির শাহীনবাগের বাসায় গত ১৪ ডিসেম্বর গিয়েছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। সেখানে বাইরে অবস্থান করছিলেন 'মায়ের কান্না' নামের পৃথক একটি সংগঠনের নেতাকর্মীরা। 'মায়ের কান্না' হলো ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর বিদ্রোহ দমনের নামে বিমানবাহিনীর সহস্রাধিক সদস্য 'গুমে'র ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সংগঠন। তুলির বাসায় ২৫ মিনিট অবস্থান করে বের হওয়ার পর অনেকটা ধস্তাধস্তির মধ্যে পড়েন মার্কিন দূত। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হন। দ্রুত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে যে ঘটনাটি ঘটেছে তার ব্যাখা দিতে গিয়ে সাবেক রাষ্ট্রদূত সাইফুল ইসলাম সবুজ বলেন, ''একজন কূটনীতিক যে দেশে থাকেন সেখানে তিনি যে কোন কাজ করতে পারেন। আপনার তার কাজ পছন্দ না হলে আপনি তাকে বের করে দিতে পারেন। আইনে তাকে সেই সুরক্ষা দিয়েছে যে, সে দিনে দুপুরে খুন করলেও আপনি তাকে কিছু করতে পারবেন না। বিদেশি কূটনীতিকরা যে দেশে যান তার নিজের দেশের সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও তার দেশের বৈদেশিক নীতি যেগুলো আছে সেটা দেখা তার দায়িত্ব। ট্রাম্প যাওয়ার পর বাইডেন প্রশাসনের কাছে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। এখানে তো বিদেশি কূটনীতিকরা নিয়মিত কথা বলেই যাচ্ছেন। এই কথা বলা তো ভিয়েনা কনভেশন পারমিট করে না। কোনটা বাংলাদেশ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য আর কোনটা গ্রহণযোগ্য না সেটা দেখার অধিকার কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের আছে। কেউ বেশি করে ফেললে সরকার তাকে বের করে দিতে পারে। কিন্তু এখানে তো তেমন কিছু হয়নি। মার্কিন রাষ্ট্রদূত তো মানবাধিকার দেখতে গেছেন। তার কাজ আপনার পছন্দ না হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে ডাকতে পারেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত যে ওইদিন সেখানে গেছেন সেটা তো সরকার জানত। তার সঙ্গে তো বাংলাদেশের সিকিউরিটি থাকে। সরকার তার যাওয়াটাকে পছন্দ করেনি। সরকারের উচিৎ ছিল, তার সঙ্গে কথা বলা। তার যাওয়াটাকে বাংলাদেশ সরকার যেভাবে হ্যান্ডেল করেছে সেটা আমার কাছে সঠিক মনে হয়নি।''

যে দিনটাতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওই বাসায় গেছেন, সেটা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন। কেন তিনি এই দিনটাতেই সেখানে গেলেন? জানতে চাইলে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলেন, ''১৪ ডিসেম্বর নিয়ে যে কথা হচ্ছে, সেটা আমরা বলতে পারি। কিন্তু সেটা তো উনার স্বাধীনতার প্রশ্ন। আমরা তো উনাকে বলতে পারি না উনি কোথায় যাবেন। তবে হ্যাঁ, উনি যদি সকালে বধ্যভূমিতে গিয়ে তারপর ওখানে যেতেন তাহলে হয়ত সেটা শোভন দেখাতো। তবে উনি কোথায় যাবেন বা যাবেন না সেই সিদ্ধান্ত তো আমরা দিতে পারি না।''

জনাব হোসেন বলেন, কোন কূটনীতিক অভিযোগ শুনতে যেতে পারেন কিনা সেটা বলা কঠিন। তবে নিষিদ্ধ নয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ বা তাদের বাসায় যেতে কূটনীতিকদের কোন বাধা নেই।

কেন আমাদের বিদেশি কূটনীতিকদের কাছে যেতে হয়? জানতে চাইলে তৌহিদ হোসেন বলেন, ''এর দু'টো কারণ আছে। এক. এটা আমাদের পুরনো রোগ। আমরা দীর্ঘদিন থেকেই এটাতে অভ্যস্ত। আমাদের এখানে নির্বাচন যখন হয়েছেও তখনও কিন্তু পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে সবসময়ই দুর্বল ছিল। অনেক সময় মানুষ যখন প্রতিকার পায় না, তখন খড়কুটো ধরে বাঁচার মতো তাদের কাছে যায়। যেহেতু গণতন্ত্র বা মানবাধিকারের ব্যাপারে তারা সোচ্চার, কাজেই অনেকে মনে করেন তাদের কাছে বললে সুরাহা হতে পারে। আর দুই. যখন সরকারের কাছ থেকে প্রতিকার পাওয়া যায় না তখন অনেকেই তাদের কাছে যান। এটা রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। তবে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা একেবারেই কাঙ্খিত না।''

বধ্যভূমিতে না গিয়ে মার্কিন দূতের নিখোঁজ বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমনের বোনের বাসায় যাওয়ার সমালোচনা করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। ওই দিনই এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, ''আজ সকালে দেখলাম ২০১৩ সালে 'গুম' হওয়া বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমনের বাসায় গেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। রাষ্ট্রদূত বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে গেলে বেশি খুশি হতাম। আমরা কিন্তু সিএনএনে দেখেছি যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি মাসে কত মানুষ গুম হয়, কত নারী ধর্ষিত হয়, কত মানুষ খুন হয়।''

আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেন সাংবাদিকদের বলেছেন, ''তিনি যে ওখানে গিয়েছেন তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জানা ছিল না। মার্কিন দূতকে জানিয়েছি আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের। মার্কিন দূত অধিকতর নিরাপত্তা চাইলে আমরা সে ব্যবস্থা করবে। ওই ঘটনায় তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন।''

ঘটনার পরদিন ১৫ ডিসেম্বর মার্কিন দূতাবাসের এক টুইট বার্তায় বলা হয়, ''মর্কিন দূত পিটার হাস 'মায়ের ডাকে'র সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন তাদের কথা শোনার জন্য। বিশ্বে যারা গুমের শিকার হয়েছেন তারা ও তাদের পরিবারের পাশে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির কেন্দ্রে রয়েছে মানবাধিকার। রাষ্ট্রদূত হাস মায়ের ডাক-এর সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, জোরপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের সংগঠন হচ্ছে মায়ের ডাক, সেখানে রাষ্ট্রদূত ওই পরিবারের সদস্যদের কথা শুনেছেন।''

একজন রাষ্ট্রদূত এভাবে অভিযোগ শুনতে কারও বাসায় যেতে পারেন কিনা? জানতে চাইলে অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ''যেহেতু আমাদের রাজনীতিতে বিভাজন আছে। বিরোধী দলে যারা থাকেন তাদের একটা ধারণা বিদেশিদের কাছে যদি অভিযোগগুলো করা যায় তাহলে তাদের অবস্থানটা শক্ত হয়। বিভাজনের রাজনীতির কারণে বহু বছর ধরে এই ধারণাটা আছে। রাজনীতিতে যত বেশি বিভাজন থাকবে তত তাদেরও লাভ। কারণ এতে তাদের অর্থনৈতিকসহ যেসব সুবিধা বা জাতীয় স্বার্থ সেগুলো সহজেই তারা নিতে পারবে। কতখানি গণতন্ত্রের জন্য, কতখানি মানবাধিকারের জন্য সে প্রশ্ন থাকে। কারণ পৃথিবীর অনেক জায়গায় এমন আছে কিন্তু সেখানে তো সম্ভব নয়। একই জিনিস ভারতে বা চীনে করাতো সম্ভব না। বাংলাদেশে বিভাজনের রাজনীতির কারণে একটা জায়গা তৈরি হয়। তবে এবার যেটা ঘটেছে তার মধ্যে অনেকগুলো সমস্যা রয়ে গেছে। যে তারিখে তিনি গেছেন ১৪ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের ইতিহাস অল্প যারা জানেন তারাও ভালো করে জানেন যে, ওই দিনটা বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস। ৭১ এর সঙ্গে অন্যতম সম্পর্কিত একটা দিন। এই দিনটাকে তিনি কেন বাছাই করে নিলেন সেটাও প্রশ্ন থাকবে। আবার মায়ের কান্না নামের সংগঠনের যারা সেখানে সেদিন গেলেন তারাও কেন ওইদিনই সেখানে গেলেন, পরদিনও যেতে পারতেন সেটাও একটা বিষয়। এতে বোঝা যাচ্ছে তার এই সফরে বিভাজন বাড়ল, কমল না। কূটনৈতিক মহল বিভাজন বাড়াবে কেন? তারা তো কমাতে চেষ্টা করবে। আমি বুঝি না, এটা গণতন্ত্রের জন্য কতটা লাভ হল? আমার প্রশ্ন এটা করে তিনি কী পেলেন? তাই আমি মনে করি, যারা গণতন্ত্র বা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন তাদের আরও বেশি সচেতন হওয়া উচিত। সেই দেশের ইতিহাস আরও ভালো করে জানা দরকার। এই বিভাজনটা যত বাড়বে তাতে আমাদের দেশের ক্ষতি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মূল কথা হল গণতন্ত্রের কোন লাভ হলো না। গণতন্ত্রের কথা বলতে হলে তাদের আরও বেশি সচেতন হওয়া দরকার।''

ওই দিনটা বদলে অন্য কোন দিন মার্কিন দূত শাহীনবাগে গেলে ভালো হতো বলে মনে করেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমশের মবিন চৌধুরী। তিনি বলেন, ''উনি যে কারও বাসায় যেতে পারেন, এতে কোন বাধা নেই। উনাকেই পছন্দ করতে হবে, তিনি কার বাসায় যাবেন, আর কার বাসায় যাবেন না। উনার কোথায় যেতে নিষেধাজ্ঞা নেই। ঢাকার বাইরে গেলে নিরাপত্তার জন্য সরকারকে জানাতে হবে। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগনের জন্য একটা হৃদয়বিদারক একটা দিন। ওই দিনটাতে কূটনীতিকদের যদি কোথায় যেতে হয় নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার বুদ্ধিজীবীদের বাসায় যাওয়া বা বধ্যভূমিতে যাওয়াই উচিৎ। ওইখানে উনি যাওয়ার পর যে ঘটনাটি ঘটেছে তখন কিন্তু সরকার তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে। রাষ্ট্রদূতদের নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ সরকার সবসময় যথার্থ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। আমার মনে হয়, ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের যে বিষয়টা সেটা তিনি সঠিকভাবে মাথায় রাখেননি।''

একটা গুমের বিচার তো এমনিতেই হওয়া উচিত বলে মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবীর। তিনি বলেন, ''সারা বিশ্বেই কূটনীতিকদের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে দিতে হবে কোন বাধা বিপত্তি ছাড়া। আমাদের রাষ্ট্রদূত ওয়াশিংটনে থাকলে তাকেও দিতে হবে, আবার মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে থাকলে তাকেও দিতে হবে। প্রচলিত আইনের মধ্যে থেকে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। আমি মনে করি, একটা অপরাধ হলে তো আইনি কাঠামো আছে। এখন বিচার হয় না বলে যে লোকজন ওইদিকে যায় কিনা সেটা আমি বলতে পারব না। শহরের মধ্যে কারও বাসায় দাওয়াত খেতে গেলে বা কোন বন্ধুর বাসায় গেলে সেটা সরকারকে জানিয়ে যেতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে নিরাপত্তার ইস্যু থাকলে অবশ্যই সরকারকে বলতে হবে, সরকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। আমি যখন ওয়াশিংটনে বা দিল্লিতে ছিলাম তখনও এইভাবেই দায়িত্ব পালন করেছি।''

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৮ সালের আগস্টে ঢাকার মোহাম্মদপুরে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের গাড়িবহরে হামলা চালিয়েছিল এক দল সশস্ত্র যুবক। ডয়চে ভেলে

আবারও আ.লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের সাধারণ সম্পাদক

৫ পৃষ্ঠার পর

লীগের দুই গুরুত্বপূর্ণ পদে শেখ হাসিনা এবং ওবায়দুল কাদের পুনর্নির্বাচিত হলেন। সভাপতি পদে শেখ হাসিনার নাম প্রস্তাব করেন উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু। সমর্থন করেন দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। পরে কাউন্সিলররা তা উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করেন।

এ পদে দ্বিতীয় কোনো প্রার্থী না থাকায় আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন তাদের নির্বাচিত ঘোষণা করেন। এই কমিটি আগামী তিন বছরের জন্য নির্বাচিত করা হলো।

এর আগে বিকেল ৩টায় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্বোধন করেন দলটির সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আওয়ামী লীগের সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশনে সারা দেশ থেকে আসা প্রায় ৭ হাজার কাউন্সিলর অংশ নেন। তাদের মতামতের ভিত্তিতে দলটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। তারা ৮১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করবেন। সম্মেলনের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও প্রবীণ আইনজীবী ইউসুফ হোসেন হুমায়ুনকে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের অপর দুই সদস্য হলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সাহাবুদ্দিন চুপ্পু।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় শান্তির সাদা পায়রা উড়িয়ে আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলনের প্রথম পর্ব উদ্বোধন করেন শেখ হাসিনা।

এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে সম্মেলন রূপ নেয় জনসমুদ্রে। সম্মেলনস্থল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কানায় কানায় পূর্ণ হয়।

আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগ, মৎস্যজীবী লীগ, শ্রমিক লীগ, মহিলা লীগ, যুব মহিলা লীগ, তাঁতি লীগ এবং ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সারা দেশের সাংগঠনিক জেলা থেকেও নেতাকর্মীদের ঢল নামে সম্মেলনে।

সারা দেশে কাউন্সিলর ও ডেলিগেটের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও সভাপতিমণ্ডলীর পরিষদের সদস্যরা সম্মেলনে যোগ দেন। এ ছাড়া দলের সাধারণ সম্পাদকসহ দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ওবায়দুল কাদেরেই ভরসা রাখল আ.লীগ

নানা আলোচনা-গুঞ্জনের মধ্যেই ওবায়দুল কাদেরের ওপরই ভরসা রাখল আওয়ামী লীগ। আবারও ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন ওবায়দুল কাদের। টানা তিন মেয়াদে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে রেকর্ড গড়লেন তিনি। এর আগে স্বাধীন বাংলাদেশে কোনো নেতাই টানা তিন মেয়াদে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হতে পারেননি।

২৪ ডিসেম্বর শনিবার আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশনে ওবায়দুল কাদেরকে তৃতীয়বারের মতো সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করা হয়।

এর আগে বিকেল ৩টায় রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়।

পরে সাধারণ সম্পাদক পদে ওবায়দুল কাদেরের নাম প্রস্তাব করেন নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাধন চন্দ্র মজুমদার। সমর্থন করেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পনিরুজ্জামান তরুন।

এ পদে দ্বিতীয় কোনো প্রার্থী না থাকায় আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন তাদের নির্বাচিত ঘোষণা করেন। এই কমিটি আগামী তিন বছরের জন্য নির্বাচিত করা হলো।

সভাপতির পর সাধারণ সম্পাদকই দলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। টানা দুই মেয়াদে সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন ওবায়দুল কাদের। সম্মেলন সামনে রেখে তিনি গত দুই মাস জেলায় জেলায় দলীয় কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন। আগেই গুঞ্জন চলছিল, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বিরোধী দলের আন্দোলন মোকাবিলায় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনিই থেকে যাচ্ছেন।

২০১৯ সালে সর্বশেষ সম্মেলন হয়েছিল ২০ ও ২১ ডিসেম্বর, সেই সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের দ্বিতীয়বারের মতো সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ (বাগ) বার্ষিক সিভিক এনগেজমেন্ট নৈশভোজ অনুষ্ঠিত

নিউইয়ক: বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ (বাগ)-এর বার্ষিক সিভিক এনগেজমেন্ট ডিনার অনুষ্ঠানে আমেরিকান জনপ্রতিনিধি ও মূলধারার রাজনীতিকরা বাংলাদেশী কমিউনিটি বিশেষ করে মুসলিম কমিউনিটির কল্যাণে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছেন, আমেরিকায় ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়, ধর্মীয় সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি জোরদার

করার মধ্য দিয়ে সকল কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে হবে। এজন্য তারা অতীতের মতো আগামী দিনেও বাগ এর পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। বাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিউইয়র্ক সিটি ও ষ্টেট প্রশাসনের সাথে লবি ডে'র মাধ্যমে স্কুলে হালাল ফুড সরবরাহ, দুই ঈদে হডিডে ঘোষণা সহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। আগামী বছর অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিলে নিউইয়র্কের রাজধানী আলবেনীতে পরবর্তী লবি ডে আয়োজিত হবে বলে বাগ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়।

বুধবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে নতুন প্রজন্মের ইলহাম আনসারী ও রুমাইসা আনসারী। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাগ-এর প্রেসিডেন্ট জয়নাল আবেদীন। আমন্ত্রি অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু, রবার্ট জ্যাকসন ও জেসিকা রামোস, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান কে মামদানী, অ্যাসেম্বলীওম্যান জেসিকা গঞ্জালেস রোজাস, সিটির ডেপুটি পাবলিক এডভোকেট কাশিফ হোসাইন, ইমাম আইয়্যুব আব্দুল বারী, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, ড্রাম এর নির্বাহী পরিচালক ফাহাদ আহমেদ, সিটি কাউন্সিলওম্যান জুলি উন-এর প্রতিনিধি ফারাহ সালাম, এনওয়াইসি কমিশন অন হিউম্যান রাইটস-এর রাসেল রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেসিকা গঞ্জালেস ও সিটির ডেপুটি পাবলিক এডভোকেট কাশিফ হোসাইন এর পক্ষ থেকে কয়েকজন বাগ কর্মকর্তাদের মাঝে সাইটেশন প্রদান করা হয়। সবশেষে ধন্যবাদ জানান বাগ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার কামাল ভূইয়া। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বাগ-এর সেক্রেটারী শাহানা মাসুম ও মোহাম্মদ খান। খবর ইউএনএ'র।

পেনসিলভেনিয়ার আপার ডার্বি টাউনশিপ কাউন্সিল কর্তৃক বাংলাদেশী বংশোদ্ভোত জনাব আবু আমিন রহমান এবং ডাঃ ফাতেমা আহমেদকে সংবর্ধনা প্রদান

আপার ডার্বি টাউনশিপ, পেনসিলভানিয়া: পেনসিলভানিয়ার আপার ডার্বি টাউনশিপ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভোত জনাব আবু আমিন রহমান এবং ডাঃ ফাতেমা আহমেদকে সংবর্ধনা দিয়েছে। আপার ডার্বি টাউনশিপে গত বুধবার, ২১ ডিসেম্বর এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আপার ডার্বি টাউনশিপ কাউন্সিল জনাব আবু আমিন রহমানকে ডেলাওয়্যার কাউন্টি এবং বৃহত্তর ফিলাডেলফিয়ায় তাঁর দীর্ঘকালের কমিউনিটি পরিসেবা এবং মূলধারার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নতুন অভিবাসী সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে সচেতনতা ও ক্ষমতায়নে সহায়তা করা এবং তাঁর প্রচেষ্টার ফলস্বরুপ বাংলাদেশি-আমেরিকানরা নির্বাচিত হয়ে মিলবোর্ন এবং আপার ডার্বি টাউনশিপে স্থানীয় সরকারে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকার করার জন্য এবং গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবা, সকলের জন্য চিকিৎসা ও সামাজিক সেবা প্রদান করায় ডাঃ ফাতেমা আহমেদকে সম্মননা প্রদান করা হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আবু আমিন রহমান এবং ডাঃ ফাতেমা আহমেদ তাঁদের প্রতি সমর্থন ও ভালোবাসা জানানোর জন্য আপার ডার্বি টাউনশিপ কাউন্সিল, আপার ডার্বি টাউনশিপ বাসিন্দা এবং পেনসিলভেনিয়ায় বসবাসকারী সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আবু আমিন রহমান এবং ডাঃ ফাতেমা আহম্মেদ বলেন, স্বীয় দায়িত্ববোধের জায়গা থেকেই এই কাজ গুলি করে যাচ্ছেন এবং সততার সঙ্গে ভবিষ্যতেও উনারা এ কাজগুলো অব্যাহত রাখবেন।

উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উভয়কে অভিনন্দন জানাতে আরো উপস্থিত ছিলেন পেনসিলভেনিয়ায় বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী যেমন আপার ডাবী, সেন্টার সিটি, নর্থ ইষ্ট, ল্যান্সডেল, বেনসালাম এবং ডেল্যাওয়ার থেকে অনেক বাংলাদেশী।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত আপার ডার্বি টাউনশিপের মাননীয় মেয়র এবং কাউন্সিলারগন জনাব আবু আমিন রহমান এবং ডাঃ ফাতেমা আহমেদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। ইহাছাড়াও উপস্হিত বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে আপার ডার্বির তরুন নব নির্বাচিত কমিউনিটি পারর্সন নুরালাম চৌধুরী বিপু তাঁদের ফুলের তোড়া প্রদান করেন।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির আয়োজনে বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপন

নিউ ইয়র্ক: বিপুল সংখ্যক নেতা ও কর্মীদের উপস্হিতিতে ১৯শে ডিসেম্বর ২০২২ সমবার জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যাহারা আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয় ।

সভায় বিভিন্ন বক্তারা বিজয় দিবসের তাৎপর্য ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের স্রিতিচারন করেন । বক্তারা বলেন, কিছু সংখ্যক কুচক্রী মহল জাতীয় পার্টির মাননীয় চেয়ারম্যানের উপর ষড়যন্ত্র মুলক মামলা দিয়ে, দলের কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার প্রয়াসের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান । সভায় বক্তব্য রাখেন, সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া , সাধারন সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল, মাহবুবুর রহমান অনিক, এস এম ইকবাল, আব্দুল কাদির লিপু, আবুল কাসেম চৌধুরী , শক্তি গুপ্তা , উত্তম ডাকুয়া, হেলাল উদ্দিন, রুবেল আহমদ , রোজি ফাহিম প্রমুখ ।

সমগ্র অনুষ্টান পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সাধারন সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল । প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ফিলাডেলফিয়ায় “বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ডেলাওয়্যার ভ্যালি’র দুই দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য ‘সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব’

৫৪ পৃষ্ঠার পর

পেনসিলভানিয়া কনভেনশন সেন্টার-এ আরেকটি সুবর্ণ জয়ন্তীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশুকিশোর ও তাদের অভিবাবকরা বিজয় দিবসের জাতীয় পতাকা ও বাংলাদেশের বিজয়ের গানের সুরমূর্ছনার সাথে মঞ্চে এসে একটি অনবদ্য মিউজিক্যাল প্যারেড করে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে, জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে ।

বিএডিভি’র বর্তমান প্রেসিডেন্ট আশিক আনসার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক দিতি হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক শোয়েব আহমেদ এর সাদর সম্ভাষণ এর মধ্য দিয়ে। এর পরে অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন পর্বে উপস্থাপনা করেন দিতি হোসাইন, আব্দুল হাফিজ চৌধুরী, রুমানা আলম, ইশরাত জাহান পিকু ও নুরুন বেগম। সোমা কুন্ডু - এর তত্ত্বাবধানে শিশুকিশোরদের দেশাত্মবোধক পরিবেশনা, এবং জলি দাস-এর সংগীত নিকেতনের সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনার পরে পরিবেশিত হয় বিএডিভি’র নিজস্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানড়-অংশ নেন প্রতিথযশা সংগীত শিল্পী সালাহউদ্দিন আহমেদ, জাফর বিল্লাহ, তাদের সাথে দলীয় সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন মুরাদ হোসেন, লাবিব হোসেন, এশা হোসেন, স্বপন দাস, ইসরাত জাহান পিকু ও অন্যান্যরা । বিজয় দিবসের এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাটি ছিল অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও হৃদয় ছোঁয়া। বিএডিভির সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক-উত্তরীয় পরিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সম্মান প্রদর্শন করেন বিএডিভি’র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ।

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা :

বিএডিভি’র সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ডেলাওয়ার ভ্যালি অঞ্চলে বসবাসরত ১১ জন মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ সম্মান জানাতে উদ্যেগ নেয়. তারা হলেন মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের ,আবু তাহের ভূঁইয়া , শওকত ইমাম, প্রণব দাস, লুৎফর রহমান, শারাফাত আলী খান, এ কে এম ফজলুল হক, হাবিব সিদ্দিকী, মতিউর রহমান, আবু আমিন রহমান এবং জিয়াউদ্দিন আহমেদ । তাঁদের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আবু তাহের , শওকত ইমাম, শারাফাত আলী খান, আবু আমিন রহমান এবং জিয়াউদ্দিন আহমেদ। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জনাব শওকত ইমাম।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মুক্তিযোদ্ধা কণ্ঠসেনাদের স্বীকৃতি ও সম্মাননা :

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের তিন প্রখ্যাত মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠসেনা কাদেরী কিবরিয়া, শহীদ হাসান এবং রথীন্দ্র নাথ রয় কে সম্মানপূর্বক ভাবে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয়, এবং মুক্তিযুদ্ধের এইসকল অতন্দ্র প্রহরীদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন বিএডিভি’র প্রাক্তন সভাপতি-সালাহউদ্দিন আহমেদ, হিরণ্ময় শিকদার, ফেরদৌস জান, এবং তাদের উত্তরীয় পরিয়ে দেন যথাক্রমে ইভা সাক্কার, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান রুখসানা হাসিব। এর পরপরই শুরু হয় স্বাধীন বাংলা বেতার এর কণ্ঠশিল্পীদের স্মৃতি জাগানিয়া গান, মঞ্চে আসেন যথাক্রমে কাদেরী কিবরিয়া, শহীদ হাসান এবং রথীন্দ্র নাথ রয়.

বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

ফিলাডেলফিয়ায় "বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ডেলাওয়্যার ভ্যালি'র দুই দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য 'সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব'

৪৮ পৃষ্ঠার পর

ফিলাডেলফিয়াতে ২০২২ এর ১৭ই ডিসেম্বর লেখা হয় আরেক ইতিহাস--"স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" থেকে এই গুণী শিল্পীরা ফিলাডেলফিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম একসাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন ভাবে তুলে ধরেন, বাংলাদেশিদের জন্য যা ছিল অভূতপূর্ব এবং অত্যন্ত গর্বের ।

বিএডিভি'র সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক "এঞ্জেলস অফ বাংলাদেশ" অ্যাওয়ার্ড:

১৯৭১ এ ঐতিহাসিক ব্লকেড আন্দোলনে, ফিলাডেলফিয়া ও বাল্টিমোর এ অপেক্ষমান পাকিস্তানগামী জাহাজে যুদ্ধের-রসদ সামগ্রী উত্তোলন বন্ধের প্রতিবাদে যুক্ত থাকা বিএডিভির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মজহারুল হক এবং প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি মোনায়েম চৌধুরীকে "এঞ্জেলস অফ বাংলাদেশ" অ্যাওয়ার্ড এ ভূষিত করে বিএডিভি। এই উপলক্ষে ৯১ বছর বয়সী জনাব মজহারুল হকের একটি ভিডিও বার্তা দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করা হয় ।

বিএডিভি'র বিশেষ সম্মাননা :

শিল্প সংস্কৃতি ও ভাষা আন্দোলন তথা একুশের চেতনাকে উজ্জীবিত রাখতে সেই সাথে বিএডিভির সাংগঠনিক তৎপরতাকে অসাম্প্রদায়িক, নিরপেক্ষ, অরাজনৈতিক ভাবে একটি লক্ষ্যে কাজ করে যেতে, ডেলাওয়্যার ভ্যালি অঞ্চলে তিন যুগের বেশি সময় ধরে অবধান রাখায়, বিএডিভি তিনজনকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানায়। তাঁরা হলেন: সাংস্কৃতিক বেক্তিত্ব সুস্মিতা গুহ-রয় ও সালাহউদ্দিন আহমেদ, এবং বিএডিভি'র ইলেকশন-কমিশনার অধ্যাপক ফারুক সিদ্দিকী । এর পাশাপাশি ফিলাডেলফিয়াতে বাংলা মায়ের ভাষা ও একুশের চেতনাকে উজ্জীবিত রাখতে বিশেষ অবদান রাখায় বিএডিভি সম্মাননা জানায় চিত্রগ্রাহক আবুল ফজল ও চিত্রকর শাজাদা সুলতানা-কে।

আমন্ত্রিত শিল্পীদের পরিবেশনা :

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিলেন কিংবদন্তি শিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদির সুযোগ্য কন্যা--তনিমা হাদি, দিলরুবা খানের সুযোগ্য কন্যা--শিমুল খান এবং স্বনামে ধন্য সংগীত শিল্পী শুভ্র দেব. তাদের অনবদ্য পরিবেশনায় বিএডিভির সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি আনন্দ আর উচ্ছাসে সবাইকে ছুঁয়ে যায়।

শিশুকিশোরদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা :

প্রায় ৬০০ আসন বিশিষ্ট পেনসিলভানিয়া কনভেনশন সেন্টার এ এই আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানটি বিকেল ৩টা থেকে রাট ৯টা পর্যন্ত চলে, এর আগে বাচ্চাদের ছবি অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন সাদিয়া নিশাত আহমেদ। শিশুদের ছবি অঙ্কনের পুরস্কার বিতরণ করেন শাজাদা সুলতানা ও রুমু আহমেদ।

অনুষ্ঠানের রিসেপশন ডেস্কটি সজ্জিত করা হয় বিএডিভির স্মৃতিজাগানিয়া ছবির পোস্টার এর সমারোহে, সেখানে ছিল সারিবদ্ধ ভাবে ইজেলে সজ্জিত বিএডিভি'র ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলো, শিল্পী মশিউল আহমেদ এর করা বিএডিভি'র একটি অনবদ্য লোগো-পোস্টার । ছিল থরে থরে উপহার সামগ্রী, বাংলাদেশ-বিএডিভি গোল্ডেন জুবিলী ল্যাপেল পিন, স্মারক উত্তরীয়, বিএডিভি-লাইফ টাইম মেম্বারদের জন্য স্মারকক্রেস্ট সহ আরো উপহার সামগ্রী ।

নিউ-জার্সি সুপেরিয়র কোর্ট এর বিচারক :

বিএডিভি'র পক্ষে নিনা আহমেদ এই প্রতিষ্ঠানের তরুণ প্রজন্ম-প্রতিনিধিদের মধ্যে বিচারক রাহাত এন বাবর কে অতিথিদের সম্মুখে পরিচয় করিয়ে দেন । উল্লেখ্য যে রাহাত এন বাবর, প্রাক্তন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল, যিনি আমেরিকার নিউ-জার্সি সুপেরিয়র কোর্ট এর বিচারক হিসেবে বাংলাদেশিদের মধ্যে সর্ব প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত হন ২০২২-এ ।

গোল্ডেন জুবিলী "বাংলা শিখা" ম্যাগাজিন :

"বাংলা শিখাড়্বাংলাদেশ , রেডিয়েন্ট মাইলস্টোনস" শীর্ষক একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছে বিএডিভি, এটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার, এবং নাট্যআন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক, অনুবাদক ও কবি বদরুজ্জামান আলমগীর, বাংলাশিখা'র উন্মোচন উপলক্ষে মঞ্চ আলোকিত করেন বেঙ্গল ইনস্টিটিউট এর ডিরেক্টর প্রখ্যাত আরকিটেক্ট প্রফেসর খালিদ আশরাফ এবং ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়ার ডেন্টিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট এর ভাইস-ডীন প্রফেসর হায়দার আলী, বিএডিভি-প্রকাশনাতে বিশেষ অবদানের জন্য বদরুজ্জামান আলমগীরকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয় ।

বিএডিভি-র পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয় ওয়াশিংটন ডিসি বাংলাদেশ মিশন দূতাবাসকে, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাটি বিএডিভি'র কাছে হস্তান্তর করার জন্য, যেটি সিটি হল প্রাঙ্গনে উত্তোলিত হয়, সেইসাথে বিএডিভি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানায় ফিলাডেলফিয়া অফিস অফ সিটি রিপ্রেসেন্টেটিভ এর মিস শিলা হেস, এবং ফিলাডেলফিয়া সিটি মেয়র-অফিস ও মেয়র জিম কেনি- কে ।

এই প্রথম ফিলাডেলফিয়ার ইতিহাসে বাংলাদেশ কমুনিটির বিজয় উৎসব এতো জাকজমকপূর্ণ আয়োজনে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ডেলাওয়্যার ভ্যালি - বিএএডিভিই আয়োজন করেছে , যা সকল অংশগ্রহণকারী ও দর্শক যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগগ্রহন করেছেন তাদের সকলেরই ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকে বিএডিভি'র উত্থান ও দীর্ঘ পথযাত্রায় বাংলাদেশ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ডেলাওয়্যার ভ্যালি -বিএডিভি'র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবড়্প্রকৃত অর্থেই অর্থবহ ও বর্ণিল হয়ে ইতিহাসের পাতায় এবং সম্পৃক্ত অনেকের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করবে বহুদিন।

কলকাতায় প্রথম বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত

কলকাতা: কলকাতার যোগেশ মাইম একাডেমিতে গত রবিবার (১৮ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হলো প্রথম ভারত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব। উক্ত উৎসবে নিউইয়র্ক প্রবাসী নাট্যকার খান শওকত রচিত ৪টি নাটক মন্চস্থ করেছে দুই বাংলার ৪টি নাট্য গ্রুপ। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর দুই বাংলার নাট্যকর্মীদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক নাটক নিয়ে এবারই প্রথম ভারত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব উদযাপিত হলো।

যথাযোগ্য ভাব গাম্ভীর্যের সাথে দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জলন করেন উৎসবের প্রধান অতিথী বাঁকুড়ার সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীন নাট্যজন গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। এসময় মন্চে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব সুমন চক্রবর্তী, ষ্টার জলসা/জি-বাংলার বিশিষ্ট অভিনেতা বিমান চক্রবর্তী, অংশগ্রহনকারি ৪টি নাট্যদলের ৪ জন নির্দেশক এজহারুল হক মিজান, সন্জয় সাহা, কিশোর দত্ত ও সমিত চৌধুরী, টালীগন্জ থেকে আসা চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের সদস্য ঈদ্রজিৎ সান্যাল, কুন্তল, বিতান, অমিত, রতন, আগরতলা নিউজের ইন্দ্রজিৎ গুপ্তা, আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক ঋষি বাবু এবং কয়েকজন নাট্য পরিচালক। তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সুমন চক্রবর্তী। তিনি দুই বাংলার চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুর কথা এবং ভারত বাংলাদেশ মৈত্রীর কথা তুলে ধরার আহবান জানান।

উদ্বোধনী পর্বে প্রদীপ প্রজ্জলনের পর নাট্য উৎসবের থীম সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সেটি রচনা করেন খান শওকত এবং সুর দিয়েছেন নিউইয়র্কের শিল্পকলা একাডেমির সাবেক সাধারন সম্পাদক ও বর্তমান সহ সভাপতি কণ্ঠশিল্পী মিলন কুমার রায়। থীম সঙ্গীতের কথাগুলো হলোঃ দুই বাংলার নাট্যমোদিরা ভালোবাসায় এক হবে, হাসবো আমরা মিলবো আমরা বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবে। দুই বাংলার নাট্যমোদিরা ভালোবাসায় এক হবে, হাসবো আমরা মিলবো আমরা বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবে। এসো গাই গান, ভালোবাসার গান, এসো গাই গান সম্প্রীতির গান../ সাতচল্লিশে ভাগের আগে, আমরা কি আলাদা ছিলাম, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়াতে, বিভক্ত হয়ে গেলাম। কাঁটাতারের সীমানা থাকুক দেশ ভাগের নামে, আমরা মিলবো ভাষার টানে ভালোবাসার খামে। এসো গাই গান, ভালোবাসার গান../ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়তে মুজিব হলেন শহীদ, আজও বাঙালিদের মন ও মননে মুজিব চিরন্জীব। দুই বাংলার নাট্যমোদিরা ভালোবাসায় এক হবে, হাসবো আমরা মিলবো আমরা বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবে। এসো গাই গান, ভালোবাসার গান, এসো গাই গান সম্প্রীতির গান ...।

উক্ত নাট্য উৎসবে মোট ৪টি নাট্যগ্রুপ অংশগ্রহন করেন। ক্রমনুসারে প্রথমেই মন্চে আসেন কুমিল্লার সারথী থিয়েটার। তাদের নাটকের নামঃ ৭ই মার্চের ভাষণ। রচনাঃ খান শওকত। নির্দেশনাঃ এজহারুল হক মিজান। মিউজিকঃ কমল চন্দ্র দাস, পোষাকঃ রাইয়ানুল জান্নাত রোজা। অভিনয় করেনঃ মো. বশীরুল আনোয়ার, কমল চন্দ্র দাস, ফয়সাল আহমেদ, এস. এ. এম আল মামুন, এবং এজহারুল হক মিজান। এ নাটকে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাসনের পটভূমি ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়।

এরপর মন্চে আসেন ভারতের বনগাঁর গোবরাপুর সংবিত্তি নাট্য সংস্থা। তাদের নাটকের নামঃ আমার নাম শেখ মুজিব। রচনাঃ খান শওকত। নির্দেশনাঃ কিশোর দত্ত। অভিনয়েঃ গোবিন্দ কর, রামপ্রসাদ ঘোষ, মিন্টু দত্ত এবং রিমা কর। এ নাটকে বঙ্গবন্ধুর নিজের বয়ানেই স্বাধীনতার পটভূমি ও তার স্বপ্নের সোনার বাংলার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়। বঙ্গবন্ধু চরীত্রে সুনিপুণ অভিনয় করেন কিশোর দত্ত।

এরপর মন্চে আসেন কলকাতার যাদবপুর দলমাদল। তাদের নাটকের নামঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, রচনাঃ খান শওকত, নির্দেশনাঃ সন্জয় সাহা। অভিনয়েঃ স্বরূপ কুমার বোস, অরুণাভ মণ্ডল, সুমন্ত দাস, সৌরভ দাস, সঞ্জয় সাহা, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, সুধা কুম্ভকার, অনিন্দিতা ভট্টাচার্য্য, নেহা দেবনাথ, সাত্যকি চন্দ, তপজ্যতি কর, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, সুবীর মণ্ডল, রাজেশ সরকার, শুভাশিস দাস এবং চিত্রিতা রায়। এ নাটকে ১৯৭১ সালের উত্তাল মার্চ মাসের বিভিন্ন বিষয়, বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার, কারাবরণ এবং ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্টের হত্যাকাণ্ড তুলে ধরা হয়। এ নাটকে বঙ্গবন্ধু চরীত্রে অভিনয় করেন সন্জয় সাহা।

সবশেষে মন্চে আসেন ভারতের হাওড়ার ব্যাপ্তি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। তাদের নাটকের নামঃ মুজিব বাইয়া যাওরে। রচনাঃ খান শওকত। মঞ্চ পরিকল্পনা ও নির্দেশনাঃ সমিত চৌধুরী। শিল্পীদের নামঃ সমিত চৌধুরী, অঙ্কিত ভট্টাচার্য, সঞ্জয় আচার্য, সৌমেন পাহাড়ি, শুভজিৎ দে, সৌভিক দাস, সৌমিক বসু, অনুপ দাস, সৌরভ মুখার্জি, প্রতিপ সাউ, দিব্যেন্দু বণিক, দীপেন সাহা, অরুণাভ দাশগুপ্ত, কৌস্তভ চক্রবর্তী, শ্রেয়সী গাঙ্গুলি, রিম্পা রুইদাস, ঐশী সর্দার, অনুপা ঘোষ, অদৃজা চ্যাটার্জী, তাপসী ব্যানার্জী, সায়নী সরকার, এবং তৃষিতা বসু। এ নাটকে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, সংগ্রাম, কারাজীবন এবং হত্যাকাণ্ডের বিভিন্ন দিক অভিনয়, কোরিওগ্রাফি এবং মাঈমের কম্বিনেশনে ফুটিয়ে তোলা হয়।

পুরো অনুষ্ঠানে আলোক নির্দেশনা করেন বিশিষ্ট আলোক শিল্পী সুব্রত সরকার এবং সাউন্ড কন্ট্রোল করেন সুবির কুমার। বাংলাদেশ থেকে আরও দুটো গ্রুপ এ উৎসবে অংশগ্রহনের কথা ছিলো। কিন্তু ভিসার জটিলতায় তারা অংশ নিতে পারেননি। তারা হলেন সিলেটের দেশ থিয়েটার এবং ঢাকার বঙ্গবন্ধু থিয়েটার।

প্রধান অতিথি গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দুই বাংলার সম্পর্ককে আরও আন্তরিক ও সুদৃঢ় করতে এ ধরনের আয়োজন বারবার হওয়া দরকার এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দেশপ্রেমের কথা ছড়িয়ে দেয়া দরকার।

ভারত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবের বাংলাদেশ কমিটির সভাপতি নাট্যজন এজহারুল হক মিজান তার বক্তব্যে সবাইকে আসছে ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য নাট্য উৎসবে সবাইকে অংশগ্রহনের আহবান জানান।

এ নাট্য উৎসবের মূল উদ্যোক্তা যাদবপুর দলমাদলের সভাপতি সন্জয় সাহা বলেন, নাট্যকার খান শওকতের লেখা পড়লে এটাকে নাটক মনে হয়না, মনে হয় জীবন্ত ঘটনা দেখছি। কারন তার লেখা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত, নিরপেক্ষ, হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী এবং সত্য ইতিহাস। প্রতিটা সংলাপের পরতে পরতে তিনি তথ্য তুলে ধরেছেন। আলোচ্য বিষয়ে প্রচুর গবেষনা না করলে এ ধরনের সংলাপ লেখা যায়না। এ পর্যন্ত তার লেখনী নিয়ে আমাদের উদ্যোগে দুই বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে অনেকগুলো নাট্য সেমিনার ও পাঠচক্র। আমার বিশ্বাস তার লেখা নাটকগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার ইতিহাস এবং বঙ্গবন্ধুর বর্নাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাসমুহ নাটকের সংলাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে সবার মাঝে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

নিউইয়র্ক থেকে প্রেরিত নাট্যকার খান শওকতের অডিও ভাসন মাইকে বাজিয়ে শুনানো হয়।

নাট্যকার খান শওকত তার বক্তব্যে সবাইকে ধন্যবাদ দেন এবং আসছে ফেব্রুয়ারিতে ২য় নাট্য উৎসব সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। ভারত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবের ভারত কমিটির পক্ষে নাট্যজন কিশোর দত্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আসছে ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা এবং বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী নাট্য উৎসব সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

খান শওকত প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ ইয়র্কে ইউএসবিসিসিআই উইমেন্স এন্টারপ্রেনিউর সামিট ও অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠিত

নিউ ইয়র্ক: নারী উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি ও তাদের উৎসাহিত করতে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ইউএসবিসিসিআই) উদ্যোগে হয়ে গেল 'ইউএসবিসিসিআই উইমেন্স এন্টারপ্রেনিউর সামিট এবং উইমেন এন্টারপ্রেনিউর অ্যাওয়ার্ডস-২০২২'।

আজ শনিবার নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে এ অনুষ্ঠান হয়। দ্বিতীয়বারের মতো নারী উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি ও তাদের উৎসাহিত করতে আয়োজন করা হয়েছে 'উইম্যান এন্টারপ্রেনিউর অ্যাওয়ার্ড'।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মেকডালিনা কুলসিজ ও চেম্বারের পরিচালক শেখ ফরহাদ। স্বাগত বক্তব্য দেন আয়োজক সংগঠনের প্রধান কার্যনির্বাহী ও প্রেসিডেন্ট লিটন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেনড্নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন লুইস, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড আই, ওয়েপ্রিন, দিলীপ চৌহান, ডেপুটি কমিশনার, দ্য নিউইয়র্ক সিটি, মেয়র অফিস ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার, অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী, ডেমোক্র্যাট ডিস্টিক লিডার, এট লার্জ কুইন্স নিউইয়র্ক। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লীসা সরিন, প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও, ব্রঙ্কস চেম্বার অব কমার্স।

অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেনড্সাহেরা চৌধুরী, কো-ফাউন্ডার, এস জে ইনোভেশন, পুজা রায়, ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও, স্ট্যাটস ভেঞ্চার্স ইনক, মেকডালিনা কুলসিজ, নাহিদ আহমেদ, প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও, উরবান সেটার, আহাদ আলী, সিইও, আহাদ অ্যান্ড কোং-সিপিএ, ইমরান ভূঁইয়া, ডাইরেক্টর অব সেলস, এক্সিট রিয়েলিটি প্রিমিয়াম, সাহেদ ইসলাম, ফাউন্ডার এস জে ইনোভেশনসহ আরও অনেকে।

নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রতি বছর ১৯ নভেম্বর তারিখটিকে নারী উদ্যোক্তা দিবস বা উইম্যান এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডে হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে জাতিসংঘ। এরই অংশ হিসেবে ১৭ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ১৩ জন নারী উদ্যোক্তাকে সম্মাননা জানিয়েছে ইউএসবিসিসিআই।

সম্মাননা পাওয়া ১৩ নারী উদ্যোক্তারা হলেনড্সুমনা রিমি প্রতিষ্ঠাতা স্টাইল উইথ মি, ডিম্পল উইলাবাস প্রেসিডেন্ট ও সিইও রিদম নেশন এন্টারটেইনমেন্ট, রোকসানা আহমেদ প্রতিষ্ঠাতা, রোকসানা হালাল ডেলাইটস, পুজা রাই প্রতিষ্ঠাতা স্টেটস ভেনচার করপোরেশন, নাহিদ আহমেদ, প্রেসিডেন্ট ও সিইও আরবান সাটার, মাহবুবা রহমান সিইও ইনফিনিটি বিউটি বার, আনা গাজারা, চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার ভারসাইলস ভেনচার, অর্পি আহমেদ, প্রতিষ্ঠাতা ব্রাইড বাই অর্পি, মেহেজাবিন মাহাবুব মেহা, সিইও ওমেনস ফ্যাশন, সাহেরা চৌধুরী কো ফাউন্ডার এস জে ইনোভেশন, ফাতেমা নাজনীন প্রিসিলা, প্রতিষ্ঠাতা প্রিসিলা নিউইয়র্ক আই এন সি, মেগডালিনা কুলিটস, সিইও অরেঞ্জ রিভার মিডিয়া ও ফারজানা হক চেয়ারম্যান হাইমোকান্তি ট্রেড করপোরেশন।

স্বাগত বক্তব্যে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট ও প্রধান কার্যনির্বাহী মো. লিটন আহমেদ বলেন, 'আমরা সবাই এখানে জড়ো হয়েছি এই অঞ্চলে এবং এর বাইরেও নারী উদ্যোক্তা দিবসের অর্জন উদযাপন করতে। আজকের সামিটে নতুন উদ্যোক্তারা তাদের কর্মজীবন এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনে কীভাবে কাজ করেছে তা বিভিন্ন শ্রোতাদের জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ এবং তথ্য গ্রহণ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।'

আজকের ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীদের নানা পেশাদারদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে এবং তাদের সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করারও সুযোগ পেয়েছে। এই সামিট নতুন নারী উদ্যোক্তাদের তাদের পরবর্তী পরামর্শদাতা, বন্ধু এবং ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সংযুক্ত করবে।

বিশ্বের শতাধিক দেশের সঙ্গে এ বছরের ১৭ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রির (ইউএসবিসিসিআই) উদ্যোগে উদযাপন করা হয়েছে 'নারী উদ্যোক্তা দিবস-২০২২'।

বর্তমানে অনলাইনভিত্তিক উদ্যোগে নারী উদ্যোক্তাদের উপস্থিতি তুলনামূলক বেশি লক্ষ্য করা যায়। কারণ সামাজিক ও পারিবারিক দায়বদ্ধতা এবং প্রতিবন্ধকতা বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায় না বলে অনলাইনভিত্তক উদ্যোগে নারীরা খুব স্বচ্ছন্দেই পদচারণা করতে পারে।

এ আয়োজনে অন্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য দেনড্প্রতিষ্ঠানের সহসভাপতি ইউএসবিসিসিআই'র ভাইস প্রেসিডেন্ট বখত রুম্মান বিরতীজ, সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সংগঠনের পরিচালক শেখ ফরহাদ, উইমেন এম্পাওরমেন্ট কমিটির চেয়ারপারসন রুমা আহমেদ, একসপো ইউএসবিসিসিআই বদরুদুজ্জা সাগর, শেখ ফারজানা।-প্রেসবিজ্ঞপ্তি অনুসারে '

বাংলাদেশে আসছেন মেসি!

৫০ পৃষ্ঠার পর

স্টেডিয়াম মাতোয়ারা করে দিয়েছিলেন তিনি। আরও একবার এই ফুটবল জাদুকরের ঢাকা আসার সম্ভাবনার খবর জানিয়েছে আর্জেন্টিনার গণমাধ্যম। দেশটির সংবাদমাধ্যম 'ক্লারিন' জানিয়েছে, ব্রাজিলে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুন্নেসা নিয়েছেন নতুন এই উদ্যোগ। মেসিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন তিনি। সাদিয়া ফয়জুন্নেসা ব্রাজিলে রাষ্ট্রদূতের পাশাপাশি আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে ও চিলিতেও কূটনৈতিক দূতের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।আর্জেন্টিনার জাতীয় সংবাদ সংস্থা 'তেলাম'কে তিনি বলেন, 'দেখুন, আমরা মেসিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে চাই।' ক্লারিনকে সাদিয়া ফয়জুন্নেসা বলেছেন, 'আমরা মেসিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। বাংলাদেশে আমরা একটি ম্যাচ আয়োজন করতে চাই। মেসি খুব জনপ্রিয়। আমরাও ফুটবলের জন্য আর্জেন্টাইনদের ভালোবাসি। তাই আমাদের দেশে তাকে পাওয়া হবে বড় সম্মানের ব্যাপার।' বাংলাদেশে কীভাবে আর্জেন্টিনা দল এতো জনপ্রিয় সেটিও তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুন্নেসা। বলেন, 'দেখুন, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন থাকায় বাংলাদেশে ফুটবল সব সময়ই জনপ্রিয় ছিল। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলকে নিয়ে বেশি আগ্রহ বাড়ে। আর কিংবদন্তিতে পরিণত হন ডিয়েগো ম্যারাডোনা। বাংলাদেশের অনেক মানুষ তখন বিশ্বকাপ দেখেছে। বাংলাদেশের অনেক মানুষ আর্জেন্টিনার খেলা দেখেন। ছোটবেলায় আমরা ঘরে বসে খেলা দেখেছি। রাত তিনটায় লোকজন একত্র হয়ে খেলা দেখেন।' অতীত ধারাবাহিকতায় এখনও আর্জেন্টিনার ভক্তের কমতি নেই এই দেশে। এবার কাতার বিশ্বকাপেও মেসিদের সমর্থন আর আর্জেন্টিনার জয় উদযাপন চলছে চারপাশে। যে খবর উঠে এসেছে ফিফা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও। আবার আর্জেন্টিনাতেও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সমর্থনে একটি পেজ খোলা হয়েছে। এই বন্ধন ও বন্ধুত্বের পথ ধরে কুটনৈতিক অঙ্গণেও সাড়া পড়েছে। এরইমধ্যে বাংলাদেশে আগামী বছর দূতাবাস খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। যেটি বন্ধ আছে ১৯৭৮ সাল থেকে।

শীতকালীন ঝড়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রস্টবাইটের আশঙ্কা ১০ লাখের বেশি মানুষ বিদ্যুৎহীন

৫৪ পৃষ্ঠার পর

হাসের রেকর্ড বলা হচ্ছে। পশ্চিমের রাজ্যগুলোর অন্যান্য স্থানেও, তাপমাত্রা কমতে কমতে মাইনাস ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নেমে এসেছে। প্রতিবেশী মন্টেনাতেও কয়েক দফা সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড গড়েছে।

উত্তর ডাকোটা এবং দক্ষিণ ডাকোটা দুটি স্থানেই ব্যাপক তুষারঝড় আঘাত হেনেছে। শিকাগোতে, শীতকালীন ঝড়ের সতর্কতা শনিবার পর্যন্ত কার্যকর রয়েছে, এর সাথে কয়েক ইঞ্চি পুরু তুষারপাত এবং ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো বাতাস বইছে। কানাডায়, অন্টারিওর বেশিরভাগ অংশ এবং কুইবেকের কিছু অংশেও বড় শীতকালীন ঝড় বয়ে যেতে পারে যা ক্রিসমাসের পুরো ছুটি জুড়ে স্থায়ী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ফ্লাইট-ট্র্যাকিং সাইট ফ্লাইটএওয়্যার অনুসারে, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রে ৫,৩০০টিরও বেশি ফ্লাইট ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়ে গিয়েছে। ভ্রমণে বিঘ্ন ঘটতে পারে এমন আশঙ্কায়, ইউনাইটেড, ডেল্টা এবং আমেরিকানসহ প্রধান এয়ারলাইন্সগুলো তাদের ফ্লাইট রি-শিডিউল বা পুনঃনির্ধারন করতে ইচ্ছুক যাত্রীদের জন্য ফি মওকুফ করার প্রস্তাব দিয়েছে। ভারী কুয়াশার কারণে কিছু দৃশ্যমান না হওয়ায় বুধবার কলোরাডো-ওয়াইওমিং সীমান্তের রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কেনটাকি, নর্থ ক্যারোলাইনা, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, নিউ ইয়র্ক, জর্জিয়া এবং ওকলাহোমা রাজ্যের গভর্নররা নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। আবহাওয়ার কারণে উইসকনসিন অঙ্গরাজ্য "জ্বালানি জরুরি অবস্থা" ঘোষণা করেছে। অন্যান্য রাজ্য, যেমন মেরিল্যান্ডে, ঝড়ের আগেই জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় যাবতীয় প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। অন্যরা ওয়ার্মিং শেল্টার বা উষ্ণায়ন আশ্রয়কেন্দ্র খুলেছে। সূত্র: বিবিসি।

ভ্রমণ বিঘ্নিত

নর্থ ও সাউথ ডাকোটা, ওকলাহোমা, আইওয়াসহ অন্যান্য স্থানের পরিবহন বিভাগগুলো প্রায় শূন্য দৃশ্যমানতা, বরফে ঢাকা রাস্তা ও তুষারঝড়ের খবর দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাসিন্দাদের বাড়িতে থাকার জন্য জোরালো আহ্বান জানিয়েছে তারা।

ওকলাহোমায় গত বৃহস্পতিবার (২২ ডিসেম্বর) সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত দুজনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্টাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেসিয়ার তার রাজ্যে তিনটি প্রাণহানির তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওহাইওতে ৫০টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত একজনের মৃত্যু হয়েছে। মিশিগানে ৯টি ট্র্যাক্টর ট্রেলারের দুর্ঘটনায় সড়ক যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে চালকদের রাস্তায় না উঠতে পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হুচল এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, রাস্তাগুলো আইস স্কেটিং রিংকের মতো হতে চলেছে। এর ওপর গাড়ি চলতে পারবে না।

ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটঅ্যাওয়ারের হিসাবে, গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রায় পাঁচ হাজার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এবং আরও ৭ হাজার ৬০০টি বিলম্বিত হয়েছে।

এনডব্লিউএসের গ্লাসগো শাখার প্রধান পূর্বাভাসদাতা রিচ মালিয়াওকো বলেছেন, সেখানে বাতাসের তাপমাত্রা রাতারাতি মাইনাস ৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে (মাইনাস ৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রায়) নেমে গিয়েছিল। এই আবহাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে সতর্ক করেছেন তিনি।

মালিয়াওকো বলেন, 'এ ধরনের ঠান্ডা বাতাসে আপনি যদি গরম কাপড় না পরেন, তাহলে অনাবৃত ত্বক পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হতে পারে।' ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হলে শরীরে উষ্ণ রক্তপ্রবাহের অভাবে ত্বকের টিস্যু জমে গিয়ে ফেটে যেতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে অঙ্গহানি পর্যন্ত হতে পারে।

১০ লাখের বেশি মানুষ বিদ্যুৎহীন

যুক্তরাষ্ট্রে তুষারঝড়ের কবলে ১০ লাখের বেশি মানুষ শুক্রবার (২৩ ডিসেম্বর) বিদ্যুৎহীন বলে এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এএফপির বলছে, ঝড়ের কারণে মহাসড়কগুলো বন্ধ হয়ে যায়, উড়োজাহাজের ফ্লাইট বাতিল করতে হয়। এতে ক্রিসমাসের ছুটিতে ভ্রমণকারীদের দুর্দশায় পড়তে হয়। ভারী তুষারপাত ও ঠান্ডা বাতাসে পানি বরফে পরিণত হয়। নাতিশীতোষ্ণ দক্ষিণের রাজ্যসহ দেশের বেশিরভাগ এলাকায় এ পরিস্থিতি তৈরি হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের (এনডব্লিউএস) মতে, ২০ কোটির বেশি মার্কিন নাগরিক আবহাওয়া সতর্কতার অধীনে ছিলেন। কারণ, হিমবাহের কারণে তাপমাত্রা ৫৫ ফারেনহাইটের (-৪৮ সেলসিয়াস) কাছাকাছি ছিল।

নিউ ইয়র্কের হামবুর্গে ৩৯ বছর বয়সী জেনিফার অরল্যান্ডো বলেন, 'আমি রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না। কোথাও যেতে পারছি না। মহাসড়কে বিদ্যুতের লাইন ধসে পড়ায় এখানে ৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল।'

পাওয়াররুটজ.ইউএস ট্র্যাকার অনুসারে, হাজার হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহকের জন্য তীব্র ঠান্ডা একটি তাত্ক্ষণিক উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে। কারণ তারা বিদ্যুৎবিহীন ছিলেন। এএফপিকে জানান, টেক্সাসের এল পাসোতে মেক্সিকো থেকে আসা অভিবাসীরা গির্জা, স্কুল ও নাগরিক সেবা কেন্দ্রে জড়ো হন।

শিকাগোতে গৃহহীনদের সাহায্য করতে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের কর্মী বার্ক প্যাটেন বলেন, 'আমরা হ্যান্ড ও ফুট ওয়ার্মারসহ কোট, টুপি, গ্লাভস, কম্বল, স্লিপিং ব্যাগসহ ঠান্ডা আবহাওয়ার অনুষঙ্গ সরবরাহ করছি।'

স্যালভেশন আর্মির শিকাগো এরিয়া কমান্ডার মেজর কালেব সেন বলেন, মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিতে আমাদের কেন্দ্র খোলা ছিল। আমরা এই মুহূর্তে যাদের দেখছি, তাদের কেউ কেউ এ বছর গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। আবার কেউ কেউ ভীত সন্ত্রস্ত। কারণ, তারা এই প্রথমবারের মতো আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন।

মেসিদের বিশ্বজয় অবৈধ, আবার হোক ফাইনাল! দাবি ২ লাখ সমর্থকের

৫৪ পৃষ্ঠার পর

রেফারিকেনির্বাসিত হতে হয়েছিল। ফিফাও তেমন কিছু ভাবলে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জেতা নিয়ে প্রশ্নউঠবে। লিয়োনেল মেসিদের কাছ থেকে কি কেড়ে নেওয়া হবে বিশ্বকাপ? আর্জেন্টিনার তৃতীয়বিশ্বকাপ জয় কি বৈধ নয়? আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স টানটান ফাইনাল নিয়ে খুশি ননফুটবলপ্রেমীদের একাংশ। তাঁদের দাবি, আবার আয়োজন করতে হবে ফাইনাল ম্যাচ।দু'লাখ মানুষ সই করেছেন এই দাবির সমর্থনে। তাঁদের অধিকাংশই ফ্রান্সের সমর্থক। বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ ২-২ গোলে শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত সময়ের শেষে ফল ছিল৩-৩। পরে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে ফ্রান্সকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। এইফলাফলে ক্ষুব্ধ ফ্রান্সের দু'লাখ সমর্থক। তাঁরা আর্জেন্টিনার প্রথম দু'টি গোলের বৈধতানিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের দাবি, প্রথম দু'টি গোল পাইয়ে দেওয়া হয়েছে মেসিদের। সে জন্যইফ্রান্স হেরে গিয়েছে। তাই আবার আয়োজন করা হোক ফাইনাল ম্যাচ।

ফাইনালের রেফারি সাইমন মার্সিনিয়ার সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি তাঁদের। ফ্রান্সের ক্ষুব্ধসমর্থকদের দাবি, প্রথম যে পেনাল্টি আর্জেন্টিনাকে দেওয়া হয়েছিল, সেটা আদৌ পেনাল্টিছিল না। ওসমানে দেম্বেলে মোটেও ফাউল করেননি অ্যাঞ্জেল দি মারিয়াকে। অত্যন্ত সামান্যস্পর্শ হয়েছিল। যেটাকে কোনও ভাবেই ফাউল বলা যায় না। ফুটবলের মতো বডি কন্ট্যাক্টখেলায় না চাইলেও এটুকু স্পর্শ হতে পারে। দি মারিয়ার দ্বিতীয় গোল নিয়েও আপত্তি তুলেছেন তাঁরা। ক্ষুব্ধ সমর্থকদের দাবি, আগেইক্রিস্টিয়ান রোমেরো ফাউল করেছিলেন কিলিয়ন এমবাপেকে। তবু ফ্রান্সের ফুটবলারদেরদাবি না মেনে ফাউল দেননি রেফারি। বরং খেলা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন পোল্যান্ডেররেফারি। ফ্রান্সের ফুটবলপ্রেমীদের দাবি, রেফারি যথাযথ ভাবে খেলা পরিচালনা করলে প্রথমার্ধে ২-০ব্যবধানে এগিয়ে যেতে পারত না আর্জেন্টিনা। তা হলে নির্ধারিত সময়েই এমবাপের জোড়াগোলে ম্যাচ জিতে পর পর দু'বার বিশ্বকাপ জেতার নজির গড়ত ফ্রান্স।সূত্র আনন্দবাজার

হোম কেয়ার রেখেই সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services
আশা হোম কেয়ার

$22.50
/Per Hour

(646) 744-5934
(716) 772-9243
*আমরা ৭ দিনই খোলা।

আপনার পছন্দের এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ার সেবা নিতে পারেন
Aasha Social Adult Day Care

● নিজস্ব ব্যবস্থায় ডে কেয়ার আনা নেয়া ● খাবার ● খেলাধুলা ● শরীরচর্চা ● নামাজ

Eshaa Rahman
Vice President

অতিরিক্ত সেবা সমূহঃ

০১ সরকারী হাউজ রেন্ট
০২ ফুড স্ট্যাম্প
০৩ ডিসাবিলিটি বেনিফিট
০৪ ক্যাশ এসিস্ট্যান্স
০৫ সোসাল সিকিউরিটি বেনিফিট
০৬ মেডিকেইড/মেডিকেয়ার
০৭ এছাড়াও সরকারী সুবিধা পেতে আবেদন সহায়তা।

আমাদের শাখাঃ

Jackson Heights Office:
37-47, 73rd Street 206
Jackson Heights, NY 11432

Jamaica Office:
89-14 168th Street
Jamaica, NY 11432

Bronx Office:
3150 Rochambeau Ave, Bronx, NY 10467 Cell: (607) 796-6231, (347) 784-2849

Buffalo Office:
149 Milburn Street, Buffalo NY 14212, Phone: (716) 507-9890

Buffalo Office:
2115 Starling Ave, 2Fl, Bronx, NY 10462

Jamaica Office:
167-30, Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

আমাদের সকল সেবা শুধুমাত্র আপনার একটি ফোন কলের দূরত্বে

নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো অনন্য আয়োজনে বাঙালির বড়দিন উদযাপন

৫৪ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর অ্যালেন গমেজ, জেমস কোড়াইয়া, ডেনিস রোজারিও, ইলিয়াস রোজারিও, ম্যারিল্যান্ডের সুকুমার পিউরিফিকেশন, উৎসবের আহ্বায়ক সুখেন জোসেফ গমেজ, যুগ্ম আহ্বায়ক ফ্রান্সিস গমেজ ও জুড সিমন্ত পিউরিফিকেশন, সদস্য সচিব কর্নিলিয়াস ডি রোজারিও, প্রধান সমন্বয়কারী গোপাল সান্যাল, শিল্প নির্দেশনায় জাহেদ শরীফ, মিডিয়া কমিটির প্রধান আবদুল হামিদ, ববি রিবেরু, এলড্রিন ফ্রেজার, অ্যান্ড্রু বুলবুল গমেজ, ক্যানেকটিকাটের মিথিলা রোজারিও এবং সাংবাদিক হাসানুজ্জামান সাকী প্রমুখ।

ফ্যামিলি গেইম শো পরিচালনা করেন অভিনেতা ও টিভি উপস্থাপক খাইরুল ইসলাম পাখি, অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সাদিয়া খন্দকার ও স্বাধীন মজুমদার।

পরে সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন মনিকা রায় চৌধুরী, ভিক্টর রোজারিও, ফিলিপস লিটন, চন্দ্রা কোড়াইয়া, ট্রিজা মৌসুমী ঘোষ, কল্পনা এগনেস পিউরিফিকেশন, শিখা কস্তা, লিনুস টলেন্টিনু, সুমন কস্তা, মুক্তা রোজারিও, পূর্ণিমা অ্যানি গমেজ, স্নিগ্ধা গমেজ, মেঘা পিউরিফিকেশন, সিনথিয়া স্মিতা গমেজ, তবলায় সঙ্গত করেন সুকুমার পিউরিফিকেশন ও মিথুন রোজারিও।

অনুষ্ঠানে শিশুদের একটি নাটিকা পরিবেশিত হয়। "এবং তিনি মানুষ হলেন" নাটিকাটি গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন ফাদার মিন্টু রোজারিও। এতে শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জড স্বীকৃতি টলেন্টিনু মাতা মেরী চরিত্রে অভিনয় করেন। অন্যান্যের মধ্যে অভিনয় করেন অ্যারন, অহনা, রিশান, এলাইসা, এলাইনা, রেইজেল, গুনগুন, গুনজন, এটম, আবৃত্তি, অ্যাড্রিয়ান, অধয়া প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক পর্বে গীতি নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। এতে পারফর্ম করেন শ্যারন কস্তা ও দিয়া কস্তা। এছাড়াও নাচ পরিবেশন করেন কুইন্স কলেজের ডান্স গ্রুপ। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

অ্যাস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে খেলনা সামগ্রী বিতরণ

নিউ ইয়র্ক: বড়দিন এবং ইংরেজী নতুন বছরকে সামনে রেখে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শিশুদের মাঝে খেলনা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর শুক্রবার এস্টোরিয়া ৩৬ এভিনিউতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সময় দেড় শতাধিক শিশু-কিশোরদের মাঝে এই খেলনা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান কাউন্সিল ওমেন জুলি ওন, কাউন্সিল ওম্যান টিফিনি কোভান ছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নিকোল প্যানেট্টিয়েরি, ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সভাপতি সোহেল আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট কয়েস আহমেদ,

সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, সোসাল ওয়ার্কার সেক্রেটারী সাব্বির আহমেদ, সদস্য আবু সোলাইমান, আনোয়ার হোসেন, আব্দুল খালেক, ফারাহ সালাম, ব্লু-শিল্ড ব্লু ক্রসের মার্কেটিং ডিরেক্টর ইয়াসমিন শান্তিয়াগো, কাজী মরিয়ম, ডরি মোহাম্মদসহ অন্যরা। উল্লেখ্য, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন জানান, সামাজিক ও মানবিক এই কর্মকান্ড ভবিষ্যতেও অব্যহত থাকবে। দ্যা টিনি ওউল, সিএইচপিই, এমপায়ার ব্লু ক্রস, ট্যাপ ট্যাপ সেন্ড এই আয়োজনের সাথে থাকায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জন্মদিনের বদরুদ্দীন উমর: এখনও সমান সক্রিয়

৫২ পৃষ্ঠার পর

চাকরি ছেড়ে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন সেই সময়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সংস্কৃতি পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেছিলেন ১৯৭৪ সালে। তবে কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই জরুরি অবস্থার কারণে সংস্কৃতি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। স্বাধীন দেশে সংস্কৃতি বন্ধ হওয়ার বিষয়টি উমরকে স্বাধীন বাংলাদেশে শাসকদের চরিত্র বুঝতে সহায়তা করেছিল বলে বিভিন্ন সময়ে জানতে পেরেছি। ১৯৮১ সালে সংস্কৃতি আবার প্রকাশ হয়েছিল। পরে অনিয়মিত হয়ে গেলেও এখনও তা প্রকাশিত হচ্ছে।

বদরুদ্দীন উমর কেন এখনও প্রাসঙ্গিক রাখতে পেরেছেন নিজেকে- এমন আলোচনা প্রায়ই শুনতে পাই। এই কথার সহজ উত্তর হতে পারে- এখনও তিনি সক্রিয় আছেন বলেই তিনি প্রাসঙ্গিক। উমর লিখেছেন দুই হাতে। সত্যিকার অর্থেই দুই হাতে তিনি লিখেছেন। উমরের পাঁচ খণ্ডে আমার জীবন নামের প্রায় ১৫৫০ পৃষ্ঠার আত্মজীবনীর দিকে তাকালে তাঁর লেখার ব্যাপ্তি বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। একবার আলোচনার মাঝে জানতে চাইলাম, আপনার এত দীর্ঘ কলেবরের আত্মজীবনী লেখার পেছনে উদ্দেশ্য কী? তিনি স্বভাবজাত ক্ষেপে গিয়ে বললেন, লেখার পেছনে আবার উদ্দেশ্য কী থাকবে? আমার যা জীবন, তা-ই লিখেছি। যাদের জীবনে কোনো ঘটনা নেই তাঁরা কী বুঝবে! আমার কোনো লেখাতেই একটি বাক্যও অপ্রয়োজনীয় নয়। ২০১৯ সালে বের হয় তাঁর আত্মজীবনীর পঞ্চম খণ্ড। এটা বের হওয়ার পরে জানতে চেয়েছিলাম, সামনে আরও লিখবেন কিনা? বলেছিলেন, আত্মজীবনী আর লিখব না। ওই পর্যন্তই থাকুক। তারপরে আবার বললেন, এখন যে দুঃসময় চলছে তাতে আত্মজীবনী লেখার চেয়ে অন্য লেখা আরও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষায় উমরের মতো আরও বিশাল পরিসরে আত্মজীবনী কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। রাহুল সাংকৃত্যায়ন পাঁচ খণ্ডে লিখেছেন আমার জীবনযাত্রা।

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

শীতকালীন ঝড়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রস্টবাইটের আশঙ্কা ১০ লাখের বেশি মানুষ বিদ্যুৎহীন

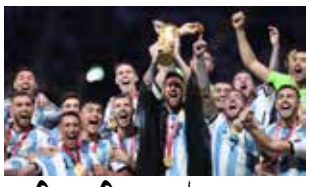

মেসিদের বিশ্বজয় অবৈধ, আবার হোক ফাইনাল! দাবি ২ লাখ সমর্থকের

বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল আবার আয়োজন করার দাবি উঠল। গত ১৮ ডিসেম্বরআর্জেন্টিনা-ফ্রান্স ফাইনাল নিয়ে খুশি নন ফুটবলপ্রেমীদের একাংশ। আবার ফাইনাল ম্যাচআয়োজনের দাবিতে তাঁরা সোচ্চার হয়েছেন।দেড় লাখ মানুষের সমবেত প্রতিবাদের ফলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের এক

বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

ফুটবলের কল্যাণে বাংলাদেশ-আর্জেন্টিনার সম্পর্কে গভীরতা

এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সমর্থকদের ভালবাসা হৃদয় ছুঁয়েছে আর্জেন্টিনার মানুষের। খেলার ভালবাসা এখন রূপ নিচ্ছে নতুন কূটনৈতিক সম্পর্কে।
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন বার্তার জবাব দিয়েছেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট। আগামী মার্চে বাংলাদেশে সফরে আসতে পারেন আর্জেন্টিনার

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

ঢাকায় এনআরবি অ্যাক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেলেন সার্টিফাইড শেফ খলিলুর রহমান

ঢাকা: গত ২২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকার শেরাটন হোটেলে জমকালো আয়োজনে পর্দা উঠলো এনআরবি ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ‘এনআরবি প্রফেশনালস সামিট-২০২২’-এর। প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা ‘এনআরবি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড’ গ্রহণ করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কর্তৃক লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত সার্টিফাইড শেফ খলিলুর রহমান। প্রবাসীকল্যাণ

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডাজুড়ে তাপমাত্রা খুব দ্রুত নামতে থাকায় মাত্র পাঁচ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে অনাবৃত ত্বকে ফ্রস্টবাইট হতে পারে বলে সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা। একটি শক্তিশালী আর্কটিক শীতকালীন ঝড়ের কারণে বছরের ব্যস্ততম ছুটির দিনেও আবহাওয়া সতর্কতার মুখে রয়েছে সাড়ে ১৩ কোটির বেশি মানুষ। এ সতর্কতা এক উপকূল থেকে আরেক উপকূল পর্যন্ত, সর্ব দক্ষিণে মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্ত এবং সানশাইন রাজ্য ফ্লোরিডা পর্যন্ত জারি করা হয়েছে।
বিবিসি জানিয়েছে, ঝড়ের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় প্রধান বিমানবন্দরগুলোয় হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এই শৈত্যপ্রবাহের কারণে এবারের বড়দিনে গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তুষার জমতে পারে। ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস (এনডব্লিউএস) জানিয়েছে যে দেশের কিছু অংশে এই সপ্তাহের শেষ নাগাদ তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ৪৫ থেকে ৫৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস নিচে পর্যন্ত নেমে আসতে পারে। তারা আরও সতর্ক করেছে যে, আইওয়া অঙ্গরাজ্যের ডেস মোনেসের মতো বড় মেট্রো শহরেরও, ফ্রস্টবাইট বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।
সাধারণত রক্ত প্রবাহ কমে গেলে, প্রায়শই নাক, গাল বা হাত পায়ের আঙ্গুলে ফ্রস্টবাইট হতে পারে। শরীরে উষ্ণ রক্ত প্রবাহের অভাবে ত্বকের টিস্যু জমে গিয়ে ফেটে যেতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে অঙ্গহানি পর্যন্ত হতে পারে। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, শুক্রবারের মধ্যে শীতকালীন ঝড় ‘বোম্ব সাইক্লোন’ হতে পারে। বোম্ব সাইক্লোন বলতে এমন এক ঝড়কে বোঝায় যার প্রকোপ খুব অল্প সময়ের মধ্যে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়, এর কেন্দ্রীয় বায়ুচাপ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কমপক্ষে ২৪ মিলিবার কমে যায়।
বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের ব্রিফিংয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, “এটি আপনার ছোটবেলায় দেখা সাধারণ তুষার দিনের মতো নয়, এটি খুবই গুরুতর পরিস্থিতি।” আর্কটিক বায়ু প্রবাহ টেক্সাসের এল পাসোতে তাপমাত্রা মাইনাস ৯.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নামিয়ে আনতে পারে, সেইসাথে তীব্র বাতাস বয়ে আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যেখানে নতুন আগত অনথিভুক্ত অভিবাসীরা শহরের রাস্তায় যত্রতত্র ঘুমিয়ে আছে।
এল পাসোর প্রধান বাস টার্মিনালের বাইরে ফুটপাতে রাত কাটাচ্ছেন ভেনেজুয়েলার অভিবাসী ডিলান টোরেস রেয়েস। তিনি বিবিসিকে বলেছেন, “এখানে খুব শীত পড়েছে।” ফ্লোরিডায় ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ঠান্ডা ক্রিসমাস দেখতে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এনডব্লিউএস একে “প্রতি প্রজন্মে একবার” ঘটে, এমন একটি শীতকালীন আবহাওয়ার পরিস্থিতি বলে অভিহিত করেছে। বৃহস্পতিবার তারা জানায় যে শুক্রবার “জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এই শীতল বাতাস পূর্ব উপকূলে আঘাত হানতে পারে।”
তুষারপাত এবং প্রবল ঝড়ো বাতাস মধ্য-পশ্চিম এবং কানাডায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মতো ক্ষতির কারণ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এনডব্লিউএস সতর্ক করেছে যে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ১০০ দিনের ঠান্ডা তাপমাত্রার সব রেকর্ড ভেঙে ফেলতে পারে। কলোরাডোতে, বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে কমতে কমতে রেকর্ড-ব্রেকিং সর্বনিম্ন মাইনাস ২২ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নেমে এসেছে। ওয়াইওমিং অঙ্গরাজ্যের শায়ান শহর, ৩০ মিনিটের মধ্যে তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে মাইনাস ১৬ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নেমে এসেছে। একে ঘণ্টার ব্যবধানে তাপমাত্রা সবচেয়ে দ্রুত

বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

ফিলাডেলফিয়ায় “বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ডেলাওয়্যার ভ্যালি’র দুই দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য ‘সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব’

ফিলাডেলফিয়া : ১৯৭১ এ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ডেলাওয়্যার ভ্যালি (বিএডিভি) গত ২০২১ এ ৫০ বছরে পদার্পন করেছে । করোনা প্যান্ডেমিকের কারণে এক বছর পিছিয়ে গত ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর - দুদিন ব্যাপী আয়োজনে ফিলাডেলফিয়া সিটি হল (১৬ই ডিসেম্বর) ও পেনসিলভানিয়া কনভেনশন সেন্টার (১৭ই ডিসেম্বর) এ জাকজমকপূর্ণ আয়োজন ও উৎসব মুখর পরিবেশে ৫০ বছর পুর্তি উদযাপন করেছে ।
“বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ রাইজিঙ ডে” ১৬ই ডিসেম্বর ২০২২
১৬ই ডিসেম্বর ২০২২ শুক্রবারে বেলা ৩টায়, ফিলাডেলফিয়া শহরে, ডেলাওয়্যার ভ্যালি অঞ্চলের সকল বাংলাদেশী কমিনিটির অংশগ্রহণের মাধ্যমে, প্রায় কয়েকশো বাংলাদেশী, ফিলাডেলফিয়া সিটি ও স্টেট রিপ্রেসেন্টেটিভ, স্টেট সিনেটর, তথা ১৯৭১ এর বাংলাদেশী কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা, ও উদ্যোগী সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ফিলাডেলফিয়া সিটি হলের সামনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরবর্তীতে ফিলাডেলফিয়া সিটি মেয়র-এর কনভার্সেশন হলে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচলনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রথম ফিলাডেলফিয়া শহর ১৬ই ডিসেম্বর ২০২২ কে “বাংলাদেশের বিজয় দিবস” হিসেবে মেয়রের পক্ষথেকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সিটি-মেয়রের অফিস এতে সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছে। এটি আমেরিকার ইতিহাসে একটি অভিনব ও ঐতিহাসিক মুহূর্ত । এইদিনে বাঙালি নারী পুরুষ নির্বিশেষে লাল সবুজে সুসজ্জিত হয়ে আমাদের জাতীয় পতাকাতলে একটি আনন্দ মুখর সমাবেশের আয়োজন করে, এটি ছিল বাংলাদেশের বিজয়ের একটি অসামান্য মুহূর্ত, যা সবাইকে ছুঁয়ে গেছে।
১৭ই ডিসেম্বর বিএডিভি

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো অনন্য আয়োজনে বাঙালির বড়দিন উদযাপন

নিউ ইয়র্ক : নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো উদযাপিত হয়েছে বাঙালির বড়দিন। সব ধর্মাম্বলী প্রবাসীরা মিলে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় এ উৎসবটি উদযাপন করেছে। ক্রিসমাস ডে'র প্রাক্কালে ওয়াই'স ম্যান ইন্টারন্যাশনাল নিউইয়র্ক জ্যাকসন হাইটসের উদ্যোগে গত ১৭ ডিসেম্বর শনিবার উডসাইডের করপাস ক্রিস্টি চার্চে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মো. মনিরুল ইসলামসহ কমিউনিটির বিশিষ্টজন এবং ভারতসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা।
বিকেল সাড়ে তিনটায় সান্তাক্রুজের আগমনের মাধ্যমে বাঙালির বড়দিনের অনন্য আয়োজনটি শুরু হয়। এরপর শিশুদের নিয়ে খেলা, ফ্যামিলি গেইম শো, ক্রিসমাস ম্যাস, ক্রিসমাস ক্যারল, পারস্পরিক সম্মিলন ও কেক কাটা পর্ব ছিল অনুষ্ঠানে। পরে সাংস্কৃতিক পর্ব ও নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এছাড়াও ক্রিসমাস ফটো-বুথ, শ্যাম্পেইন টোস্টিং-সহ নানা চমক ও মজাদার আয়োজনে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে বাঙালির সার্বজনীন বড়দিন উৎসব।
অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল ড. মো. মনিরুল ইসলাম, বরেণ্য সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, মনজুর আহমদ, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, নিনি ওয়াহেদ, হাসান ফেরদৌস, এটর্নী মঈন চৌধুরী, শিতাংশু গুহ, রতন তালুকদার, হোসনে আরা, ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, ওয়াই'স ম্যান ইন্টারন্যাশনাল ইউএসএ'র এরিয়া প্রেসিডেন্ট সাজু শ্যাম, নর্থ আটলান্টিক রিজিওনাল ডিরেক্টর করাশন ভার্গিস, ফ্লোরাল পার্ক ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, জ্যাকব ভার্গিস, করপাস ক্রিস্টি চার্চের পাস্টর ফাদার জোনাস আচাকসো, করপাস ক্রিস্টি চার্চের পুরোহিত ফাদার মিন্টু রোজারিও, আহসান হাবিব ও আকাশ রহমান বক্তব্য রাখেন।
এছাড়াও

বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়